অন্যের পাপের প্রতিশোধ প্রদান করিবে—তাহা করিও না। কেননা, তাহারা লোকান্তরের জন্য আত্ম-দুষ্কর্ম্মের ফলভোগের উপাদান সংগ্রহ করিতেছে। তোমার কর্ত্তব্য যে তাহাদের প্রতি ঘৃণা না করিয়া, বিদ্বেষ না করিয়া, অনুগ্রহ করিবে, স্নেহ করিবে, যথাযোগ্য সদয় ব্যবহার করিবে। তুমি যেমন নিজ কর্ম্মজনিত ফলভোগের হস্ত অতিক্রম করিতে পারিবে না, সেইরূপ উহারাও পারিবে না, তুমি যে পথে আলোকের সাহায্যে চলিতেছ—সে পথ তাহাদের অজ্ঞাত—সে আলোক তাহাদের হৃদয়ে অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই। তাহাদিগকে তুমি কৃপা করিও এবং তাহাদিগকে নিজ চরিত্রের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া শিক্ষা দিও পবিত্র, সত্যনিষ্ঠ, সদাশয় ও অক্রোধ হইয়া কিরূপে জীবনের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল সন্তুষ্টচিত্তে নির্ব্বাহ করিতে হয়।

তোমার দৃষ্টির চতুর্দ্দিকে প্রত্যহই শত শত কুসংস্কার কলুষিত শূন্যক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান হইতেছে তুমি যাহাদিগকে ভাল বাস বা শ্রদ্ধাভক্তি কর—অথবা সম্মান কর—তাহাদিগের মধ্যে যদি কাহাকে শূন্যক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান করিতে দেখ—তাহাহইলে তৎকার্য্য উপলক্ষে তাহাদিগকে বিদ্রূপ বা অবজ্ঞা প্রদর্শন দ্বারা বিরক্ত করিও না। অন্যের মনঃপীড়ার কারণ হইবে না, সতর্ক হইয়া আপনি আপনার কর্ত্তব্য সাধন করিবে এবং পরমাত্মায় চিত্তকে অটল করিয়া রাখিবে।

কাত্যা। তুমি ও আমি এক যোগে স্বামি-সেবা করিয়াছি, কিন্তু তোমার হৃদয় না জানি কি এক অমৃতভাবে পরিপূর্ণ হইয়াছে। আমার হৃদয় অমন হইতেছে না। ইহার কারণ কি?

মৈত্রেয়ী। আমারও অনেক ত্রুটি আছে, তবে একথা সত্য পবিত্রতা লাভ সকলের ভাগ্যে সমানরূপে ও সমান শীঘ্র ঘটে না। মনুষ্যের প্রকৃতির ভিন্নতাই উহার কারণ। যে ব্যক্তি জীবনের প্রথমাবস্থায় জীবিত থাকিবার প্রয়োজন বুঝিতে পারে, সেই ব্যক্তিই সহজে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভে সমর্থ হয়। আর যে ব্যক্তি বহুকাল ধরিয়া পাপাভ্যাসের অধীনে কালযাপন করিয়াছে, সে ব্যক্তি ক্লেশ, যত্ন ও কষ্টকর মনঃসংযম না করিলে আধ্যাত্মিক পথে যাইতে পারে না। ফল, সকলেই ভাল হইতে পারে, সকলেই জ্ঞানজিজ্ঞাসু হইতে পারে, সকলেই হৃদয়ের পার্থিব কলঙ্ক ও কুসংস্কারের আবর্জনা দূর করিতে পারে। প্রভেদ এই যে, কেহ বা কিছু শীঘ্র,কেহ বা কিছু বিলম্বে। নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক আত্মা যতদিন পর্য্যন্ত এই ভৌতিক দেহে আবদ্ধ থাকিবেন, ততদিন পর্য্যন্তই তিনি কিছু না কিছু পরিমাণে ভৌতিক কলঙ্কে কলঙ্কিত থাকিবেন। কিন্তু এই কলঙ্কময় ভৌতিক দেহের এমন একটী গুণ আছে যে, ইহা থাকিতে থাকিতে যদি চেষ্টা

করা যায়, তাহাহইলে সেই ভৌতিক কলঙ্কের ভবিষ্যৎ অপনোদনের উপায় করিয়া রাখা যায়। সকল ব্যক্তিরই ইহা বিবেচনা করিয়া, তৎকলঙ্কের মূল শিথিল করিয়া রাখা আবশ্যক।

কাত্যা। আত্মা এক্ষণে ভৌতিক কলঙ্কে অপ্রসন্ন আছেন, ইহা উত্তমরূপ বুঝিতেছি, তথাপি আমার চিত্ত সে কলঙ্ক উন্মার্জন করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে না। কেন হইতেছে না? তাহা আমায় বুঝাইয়া দাও।

মৈত্রেয়ী। ভৌতিক সুখের ও আকাঙ্ক্ষার চাকচিক্য ও সৌন্দর্য্য না ভুলিতে পারিলে চিত্ত আত্মকলঙ্ক উন্মোচনে অগ্রসর হইবে না। পরন্তু ভৌতিক সুখের বিস্মরণ আপাততঃ কষ্টকর বলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু কষ্ট ও পরিশ্রম ব্যতীত ইহলোকের কিছুই লব্ধ হয় না; এমনকি পৃথিবীর অতি যৎসামান্য শূন্য গৌরবও ক্লেশ ব্যতীত উপার্জিত হয় না, ইহা বিবেচনা করিয়া প্রথমে কিছু কষ্ট করা আবশ্যক। কিছুকাল পরে দেখিবে যে, মায়ার কুহক দিন দিন হ্রাস হইতেছে এবং নির্ব্বিকার শান্তির পথ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। তখন তুমি মনে মনে এই ভাবিয়া বিস্মিত হইবে যে, কেন আমি এমন সুগম ব্রতকে ইত্যাগ্রে কঠিন বা কষ্টকর মনে করিয়াছিলাম।

কাত্যা। "পরকালে দুঃখ আছে" ইহা মনে হইলে ইহলোকের সুখ তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়—ইহা আমি স্বীকার করি; কিন্তু পারত্রিক সুখটী আশা-কল্পিত। এজন্য তাহার সহিত বর্ত্তমান সুখের বিনিময় তত বাঞ্ছনীয় হইয়া উঠে না।

মৈত্রেয়ী। সত্য বটে, কিন্তু উক্ত সদ্গতি লাভের জন্য একটু বিশেষ জ্ঞানালোচনা আবশ্যক। "আমরা অতি অল্প দিন মাত্র সংসারে থাকিব, তাহার পরেই সেই অনন্ত লোকে, অনন্ত ফলভোগের গৃহে যাইব।" ইহা সর্ব্বদাই মনে মনে আন্দোলন ও সিদ্ধান্ত করা এবং যেন সেই অনন্ত সুখরাশির বিনিময়ে আমরা সংসারের ছায়াবাজি ক্রয় না করি, এতৎপক্ষে সতর্ক থাকা আবশ্যক।

কাত্যা। কি উপায়ে পার্থিব সুখ সম্মানের আকাঙ্ক্ষার বেগ নিবৃত্তি হয়?

মৈত্রেয়ী। তোমার নিজের প্রকৃত অবস্থা কিরূপ, তাহা একবার তদ্গতচিত্তে বুঝিয়া দেখ। ইহ জীবনে তুমি যে কিছু কার্য্য করিতেছ, তৎসমুদায়ের ভবিষ্যৎ ফলাফল হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য যত্ন কর, তাহাহইলে আর তুমি পার্থিব সুখসম্মানে মুগ্ধ হইবে না এবং নিজের পরিশুদ্ধির জন্য তোমাকে ব্যাকুল হইতে হইবে না। তখন তোমার মনে ইহলোকের সুখসম্মানের নিমিত্ত যত্ন ও আকাঙ্ক্ষা করা অসঙ্গত বলিয়া স্থির হইবে। ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর কার্য্য কলাপ হইতে বিরত হওয়া উচিত বলিয়া প্রতীতি হইবে। প্রকৃতির সুশোভন দৃশ্য, বিহঙ্গমের সুললিত সঙ্গীত, পুষ্পের

সৌরভ মনকে উল্লসিত করে বটে, কিন্তু সেই উল্লাসে মাতিয়া পুনঃ পুনঃ তাহারই অনুসন্ধান করিতে গেলে তুমি আর পরলোকের পথ খুঁজিবার অবসর পাইবে না; ক্রমেই সেই সুগভীর মোহ-কূপের অধস্তন প্রদেশে গিয়া পতিত হইবে। অতএব প্রকৃতির কুহকে ভুলিয়া গন্তব্য পথ হারান অপেক্ষা সমধিক বিড়ম্বনার বিষয় আর কিছুই নাই।

কাত্যা। শিক্ষিত জীবনের আনন্দের সহিত মুগ্ধ জীবনের আনন্দের যদি কিছু প্রভেদ থাকে, তাহাহইলে যেটী বলবান্, সেইটী প্রবল হইতে পারে, কিন্তু আমি অদ্যাপি তদুভয় আনন্দের তারতম্য বুঝিতে সক্ষম হইলাম না।

মৈত্রেয়ী। মুগ্ধ জীবনের সুখ অতিক্রম করিয়া যোগ জীবনের শান্তি হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য অগ্রে প্রস্তুত হইতে হয়; পরে ক্রমেই তাহা অনুভূত হইতে থাকে। আমরা আপাততঃ যে সকল সুখ সম্ভোগ করিতেছি, তাহার অধিক মূল্য বিবেচনা করাই মোহের কার্য্য। এরূপ ভাবে উপস্থিত সুখ ভোগ করা আবশ্যক যে, আবশ্যক হইলে তাহা বিনা আয়াসেই পরিত্যাগ করা যাইতে পারে। যে সুখকে ইচ্ছা পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিলে অথবা কার্য্যানুরোধে ত্যাগ করিলে, তাহার জন্য যেন পুনরায় চিন্তা না হয়। যে সুখ যদৃচ্ছাক্রমে সমাগত হয়, তাহাকে অনাসক্ত চিত্তে গ্রহণ কর। আর যাহা উপযুক্ত রূপে অথবা পারলৌকিক সুখের অবিরোধীরূপে উপস্থিত হইল না; কিংবা সমাগত হইয়াই প্রস্থান করিল; তাহার প্রতি দৃষ্টিপাতও করিও না। কেন না, যে কিছু সাংসারিক সুখ—সমস্তই ক্ষণভঙ্গুর ও স্বপ্নবৎ অস্থায়ী। যে দিন তোমার হৃদয় আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হইবে—আধ্যাত্মিক বস্তুতে আকৃষ্ট হইবে—সেই দিনই তুমি বুঝিতে পারিবে যে, মুগ্ধজীবন ও মুক্ত জীবনের তারতম্য কি। সেই দিন হইতে হৃদয় মেঘ-নির্ম্মুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় সুন্দর ও সুশীতল হইবে। সেই দিন হইতে তোমার আর অসদালাপ, বৃথালাপ, অকার্য্য, অপকথা কিছুই ভাল লাগিবে না। সেই দিন হইতে তোমার হৃদয় সদা সর্ব্বদা কেবল সদালাপ, সৎকার্য্য, সৎকথা ও সচ্চিন্তার আকাঙ্ক্ষা করিবে। উক্ত প্রকার সদনুষ্ঠান সমূহ এবং অপর সাধারণের নিঃস্বার্থ হিতসাধন প্রভৃতির দ্বারা যাহার সুখ হয়, তাহার হৃদয় এমন এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপার্জ্জন করিয়া থাকে, যাহার নিকট কাল, অদৃষ্ট, এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্তও পরাভূত হয়। তোমার সম্মুখে যে অনন্ত ভবিষ্যৎ বিদ্যমান আছে, উক্তপ্রকারে তাহার সম্মুখে ক্রমে এক এক পদ করিয়া অগ্রসর হও, দেখিতে পাইবে বা বুঝিতে পারিবে যে মুক্ত জীবনের কি সুখ! যতই উক্ত পথে অগ্রসর হইবে, ততই সে সুখ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।"

তপস্বিনী মৈত্রেয়ী এইরূপে কনিষ্ঠা

সপত্নীর সহিত কথোপকথন করিতে করিতে ক্রমে দেশযাত্রা নির্ব্বাহের কাল উপস্থিত হইল। তখন তিনি প্রিয় ভগিনীকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, আজ্ থাক্—আবার কাল বলিব।

সংযুক্তাহরণ।

(২১৩ সংখ্যা ২৪৫ পৃষ্ঠার পর)

হস্তিনায় গিয়া সোম সুযোগে কৌশলে,
ভেটিলেন পৃথুরাজে, কহিলা বিরলে,
পরিচয় দিয়া নিজ, ভ্রমণ-কারণ ;
প্রথমতঃ সাধিলেন করিতে গমন
স্বয়ম্বর সভাস্থলে নিমন্ত্রণী বেশে,
নতুবা গোপনে যেতে অনুরোধ শেষে।
কিছুতে সম্মত ভূপ নহিলা যখন,
সংযুক্তার হস্তলিপি দিলেন তখন।
পত্র পড়ি পৃথু আর থাকিতে নারিলা,
টলিল অটল মন, অস্থির হইলা,
আকুল হৃদয় প্রাণ, তিতি গণ্ডস্থল
কাঁদিলা নীরবে আঁখি, গোলাপের দল
হিমানী নিশায় যেন কান্দয়ে নীরবে।
কতক্ষণে দীর্ঘশ্বাস ত্যজি, "মহাহবে
যে হৃদয় কভু টলে নাই, একি আজ
টলিল লিখনাঘাতে, পাইলাম লাজ !
সোমাচার্য্য ! যুক্তবাক্যে তব যেই মন
হেলে নাই, বর্ণ আগে হেলিল এখন।
বুঝিলাম বিধাতার যোজনা এসব,
তাই ভবে পরাভব করে মনোভব।
সুগম্ভীর অম্বুরাশি কৌমুদী পরশে
বেলা বিলুণ্ঠিত তাই জলদ উরসে,
ক্ষীণ ক্ষণপ্রভা তাতে মাতে ইরম্মদ,
কোমল কমলদলে বদ্ধ ষটপদ।
তথাপি প্রতিজ্ঞা মম না হবে খণ্ডন,
হবোনা কনোজাধীন, থাকিতে জীবন।
যাও ফিরে সোমাচার্য্য, সন্দেশ লইয়া
রাজ্ঞী মারে আমার প্রণাম জানাইয়া
বুঝাইয়া বিশেষিয়া বলিও সকল
যাব আমি দেখিবারে স্বয়ংবর স্থল,
করিব গ্রহণ ক্ষত্রধর্ম্মমতে আর,
সংযুক্তার পাণি শুভ আশীর্ব্বাদে তাঁর।"
এত বলি পুনর্ব্বার পড়ি লিপি খান,
প্রত্যুত্তর লিখি তাঁরে করিলা প্রদান,
যোগ্য মত পূজা করি সম্ভ্রমে তুষিলা,
তুষ্ট হয়ে সোমাচার্য্য বিদায় লইলা।
রাজ্ঞী মারে নিবেদিলা আদি সমুদয়,
হরিষে বিষাদ রাণী পাইলেন ভয়।
মনে করেছিলা পৃথু গোপনে আসিয়া
লয়ে যাবে সংযুক্তারে, যেরূপে হরিয়া
রুক্মিণীরে নিলা হরি দ্বারাবতী হতে,
সুভদ্রারে পার্থ কিম্বা হরিলা যেমতে।
একে আর হল ভাবি আকুল জীবনে,
সব দিক্ রক্ষা এবে হইবে কেমনে ?
না পারেন ফুটিতে মন্ত্রণা ভেদ ভয়ে,
প্রমাদ পড়িল বড় সংযুক্তারে লয়ে।

নানা মত ভাবি শেষে শান্ত কৈলা মন,
বিধাতার লিপি কভু না হবে খণ্ডন,
যা আছে তাঁহার মনে ঘটিবে নিশ্চয়
ভবিতব্য ফলাফল অন্যথা কি হয় ?
কুহকী সান্ত্বনা হেন কিবা আছে আর,
মানবের শ্রেয়ঃ কল্পে খেলা কল্পনার।
মুরলারে ডাকি সোমে সংযুক্তা সদন
পাঠাইয়া দিলা বার্ত্তা জ্ঞাপন কারণ।

সোমাচার্য্য দেখি বালা সম্ভ্রমে উঠিয়া
প্রণমিলা, স্বস্তি বাক্যে আশীষ করিয়া,
জিজ্ঞাসি কুশল আর বিশিষ্ট বিধানে,
দাণ্ডাইলা সোমাচার্য্য যোগ্য মত স্থানে।
উত্তরীতে আচ্ছাদিত সমস্ত শরীর,
অধোমুখ, নত আঁখি, প্রকৃতি গম্ভীর,
সহজে মনের ভাব বুঝিবার নয়।
নিরখিয়া নৃপসুতা পাইলেন ভয়।
অভীষ্ট সংসিদ্ধি আশে সন্দেহ জন্মিল,
আকুল হৃদয় প্রাণ, কাঁদিয়া উঠিল;
নিরাশায় আত্মা বৃথা ঢাকিতে প্রয়াস,
বাহিরিলা দীর্ঘশ্বাস, হইল প্রকাশ!
শিহরিল কলেবর নয়ন মুদিল!
ভাব দেখি সখিগণ ধরে বসাইল।
সোমাচার্য্য অবসর বুঝিয়া তখন,
হস্তিনার বিবরণ করিলা জ্ঞাপন,
পৃথুদত্ত লিপি শেষে করিয়া প্রদান,
সসম্ভ্রমে তথা হতে করিলা প্রস্থান।

আগ্রহে সুমুখী লিপি করিয়া গ্রহণ
পড়িলেন, মৃত দেহে পশিল জীবন।
হাসিল কমল আঁখি, হর্ষ প্রসন্নতা
বিভাসিল বিধুমুখে, বিভাসিত যথা
বিকচ কমল কলি, প্রাতঃ সমীরণে,
সরসী উরসে ঢলে কনক কিরণে।
নিদাঘ মধ্যাহ্নে ঘোর প্রান্তরে পড়িয়া
নির্ম্মেঘ গগন পানে সতৃষ্ণে চাহিয়া
কাঁদে যবে চাতকিনী, সহসা তখন,
মনোরথ পুরে তার উঠে যদি ঘন;
তৃষিত চাতকী হয় কত সুখী তায়,
তদধিক সুখী বালা পেয়ে লিপিকায়।
আনন্দের ধারা বহে যুগল নয়নে,
তিতিল লিখন, পুনঃ পুনঃ অধ্যয়নে,
তৃপ্তি না হইলা, শেষে মুরলার করে
প্রদানিলা, হস্ত পাতি অনুরাগ ভরে,
গ্রহণিলা লিপি সখী, ঈষদ্ হাসিলা,
সুমধুর মৃদুস্বরে পাঠ আরম্ভিলা;
"সরলে!

আশঙ্কা এত কিসের কারণ?
তরঙ্গিণী মহার্ণবে ঢালিলে জীবন,
সিন্ধু কি নিশ্চিন্ত রহে? রসাল কোথায়
উপেক্ষয়ে আশ্রয়ার্থী স্বর্ণ লতায়?
দুর্লভ রমণী রত্ন ভারত-ভূষণ,
ক্ষত্রিয় গৌরব মণি, পৃথুর জীবন
আজি হৈতে নিয়োজিত হইল সেবায়,
পবিত্র চোহান কুলে বরিণু তোমায়।
বহুদিনে মনোবাঞ্ছা পুরা'লা বিধি
মিলাইলা ভাগ্যে ভাই তোমা হেন নিধি।
কত সাধনের ধন, তুমি বিনোদিনি,
যে দিন হইতে তব গুণের কাহিনী
শুনিয়াছি পিতৃমুখে তব, সুবিনীতে!
সঁপেছি তোমায় প্রাণ সেইদিন হতে,
সেইদিন হতে তব মোহিনী মুরতি
প্রেমময়ী গুণময়ী, হৃদয়ে নিয়তি,
ধরিয়াছি যতনিয়া, যতনে যেমন

হৃদে গাঁথি রাখে দীন মহার্ঘ রতন।
ছিল সাধ পিতা তোমা করি সম্প্রদান
রাখিবেন মান মম, কনোজ চোহান
মিলি হবে এক জাতি, শুভ পরিণয়ে
বঞ্চিব জীবন দোঁহে চির সুখী হয়ে!
এত সাধে পিতা শেষে সাধিলেন বাদ,
নিবাইলা আশাদীপ পাড়িলা প্রমাদ!
করিলেন অপমান আঘাতিয়া প্রাণে,
ঘুচালেন যত সাধ স্বয়ম্বর ভাণে!
তবু কি হৃদয়-আশা নিবিয়াছে প্রিয়ে?
ধরিয়াছি প্রাণ সুধু তোমায় ভাবিয়ে?
তোমা আলম্বিত প্রাণ সঁপি তব করে,
কৃতার্থ হলেম আজি এতদিন পরে!
পৃথুর সর্ব্বস্ব তুমি, অদেয় তোমায়
কি আছে পৃথুর বল? মনঃ প্রাণকায়,
সকলি লইলে আত্ম সমর্পণ ছলে,
কোথায় শিখিলে হেন কৌশল সরলে?
তব অগ্রে প্রিয়ে, করিলাম স্থির পণ,
স্বয়ংবর সভাসিন্ধু করিব মন্থন,
লভিব রাটোর লক্ষ্মী, কনোজাধিপতি
বিবাদেন যদি মিলি নৃপতি সংহতি,
প্রবোধিব সবে, পাণি করিব গ্রহণ
তব, স্বয়ংবর ব্রত হবে উদ্‌যাপন!
সিদ্ধিদাতা করুন্ বিধান সিদ্ধি তিন*,
প্রেয়সি,
তোমার পৃথু চিরপ্রেমাধীন।"

সুখসম্মিলন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(২০৯ সংখ্যা ৫৩ পৃষ্ঠার পর)

দেখিতে দেখিতে "নিত্যগামী রথচক্র" পাঁচবার "আয়ুর পথে" ঘুরিয়া গেল। কত সুখী সুখ-শয্যায় পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে করিতে দেখিলেন নিমেষের মধ্যে পাঁচবৎসর—সুখময়, সম্ভোগময় পাঁচবৎসর—জীবনের অঙ্কে অভিনীত হইয়া গেল; সুখের দিন ফুরাইল। কত দুঃখী দিন গণিতে গণিতে দুঃখের পাঁচটী বৎসর অতিবাহিত করিয়া, আশা-পূর্ণমুখে, উৎফুল্লনয়নে চাহিল। এইরূপে কাহারও হতাশ, কাহারও উচ্ছ্বাস উদ্দীপন করিতে করিতে ষষ্ঠ বৎসর আসিল। আহা পাঠিকা! এত দিনে আমাদের সেই অপহৃতা শৈলবালার যে কি দশা হইয়াছে, তাহা কে জানে? বুঝি, অবিশ্রান্ত রোদনে, সেই হাস্যময় সরল,চঞ্চল, নীলোজ্জ্বল চক্ষুর্দ্বয়, বিষাদময়, স্থির এবং আরক্তিম হইয়া গিয়াছে। কতদিন শৈলবালা প্রাণ ভরিয়া মা বলিয়া ডাকে নাই; তবে বুঝি সে ক্ষুদ্র প্রাণ খানি হুতাসে শুকাইয়া গিয়াছে! আর কোথায় সেই শৈলবালার দুঃখিনী

* প্রভাবসিদ্ধি, মন্ত্রসিদ্ধি, ও উৎসাহ সিদ্ধি—রাজাদিগের এই ত্রিবিধ সিদ্ধি।

জননী! এতদিন যদি 'শৈলবালা' 'শৈলবালা' বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সে প্রাণ বাহির না হইয়া থাকে, তবুও কি আর তাহাতে সুখ আছে? আমরা তাঁহাকে বালক দেবেন্দ্র এবং তাঁহার স্নেহময়ী মাতার যত্নে পীড়িতাবস্থায় সেবিত হইতে দেখিয়াছি তাহার পর আর কোন সন্ধান পাই নাই। আজ একবার তাঁহাদের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

যে গ্রামে দেবেন্দ্র এবং তাঁহার মাতা বাস করেন, তাহার প্রকৃত নাম অপ্রকাশ্য রাখিয়া আমরা ঐ গ্রামটী লক্ষ্মীপুর নামে অভিহিত করিব। শৈলবালার মাতা আরোগ্য লাভ করিয়া লক্ষ্মীপুরেই আছেন। দেবেন্দ্রের মাতার সহিত তাঁহার বড় সৌহার্দ্দ হইয়াছে। শৈলের মাতা জানিতে পারিয়াছেন পরিবারটী ব্রাহ্ম পরিবার এবং তিনি নিজেও তাঁহাদিগকে আমূল আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন। দেবেন্দ্রের মাতা তখনও শৈলের মাতার প্রতি আদরের ক্রটি করেন নাই; কিন্তু আবার যখন জানিলেন শৈলের মাতা ব্রাহ্মিকা এবং শঠচক্রে ঘোর দুর্দ্দশায় পতিতা, তখন তাঁহার সহানুভূতি দশগুণ বাড়িয়া গেল। দেবেন্দ্রনাথ শৈলের মাতাকে 'মাসি মা' বলিয়া ডাকেন, আর কত শ্রদ্ধা করেন!

শৈলের মাতুলেরা হিন্দু ছিলেন, তাঁহাদিগেরই ষড়যন্ত্রে ক্ষুদ্র পরিবারটী অশেষ ক্লেশ পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের মনের ধারণা ছিল যে, অন্নবস্ত্রের ক্লেশ হইলে শৈলের মাতা আর ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারিবে না অবশ্যই আসিয়া হিন্দুসমাজের শরণাগত হইবে। কিন্তু যখন দেখিলেন শৈলের মাতা ধর্ম্মের নামে মরিতেও কুণ্ঠিতা নহেন, তখন কন্যাটীকে হিন্দুমতে বিবাহ দিবার সংকল্পে অপহরণ করিয়াছিলেন; শৈলের মাতা তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু নিজের চেষ্টায় কন্যা উদ্ধারের কল্পনা বিফল মনে করিয়া কলিকাতাস্থ ব্রাহ্মদিগের সাহায্য প্রার্থনার আশায় কলিকাতাভিমুখে যাইতেছিলেন। পথে পীড়িতা হইয়া লক্ষ্মীপুরে থাকিতে বাধ্য হইলেন। যখন জগদীশ্বরের ইচ্ছায় আরোগ্য লাভ করিলেন, তখন সকলে মিলিয়া কন্যাটীর অনেক অনুসন্ধান করিলেন। অনুসন্ধানে জানিলেন, শৈল তাহার মাতুলালয় হইতে একদিন রজনীযোগে অদৃশ্য হইয়াছিলেন, তাহার পরে আর কেহ তাহার কোন সন্ধান পায় নাই। শৈলের মাতা ভাবিলেন এখন পীড়াপীড়ি করিলে তাঁহার ভ্রাতাদিগের কিছু বিপৎপাত হইতে পারে এই মাত্র, কিন্তু কোন ফল লাভ হইবে না, কাজেই, সেরূপ অনুসন্ধান হইতে বিরত হইলেন। কিন্তু তাঁহার প্রাণ স্থির হইতে পারে নাই। শৈলের মাতা যখন দেখিতেন পথহারা কন্যা পথ খুঁজিতেছে, তখনই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন; যদি

কেহ তাহাকে 'শৈল' বলিয়া ডাকিত, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিত! হায় হায়! কোথায় দুঃখিনী শৈলবালা! পাঁচবৎসর অতিবাহিত হইল; শৈলবালা নিরুদ্দেশ হইয়াছে। তখন সেই অপ্রমেয় দেবতার বিধানে মস্তক অবনত করিয়া দেবেন্দ্রের গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার পরোপকারিতা এবং সহৃদয়তার গুণে গ্রামবাসী সকলেই তাঁহাকে মাতার মত শ্রদ্ধা করিত। যদি কেহ পরের সন্তানকে ভাল করিয়া আদর করিত, তবে গ্রামের লোকে বলিত যে অমুক শৈলের মাতার মত পরকে আপন ভাবিতে জানে।

পাঠিকা! এ জগতে সুখী কে? যে জগদীশ্বরের করুণাময় নাম সুখ দুঃখের সম্বল করিয়াছে। ঐ দেখ সংসারে কত জন ধর্ম্মকে তুচ্ছ করিয়া সুখী হইবার প্রয়াসে কত সুখসেব্য পদার্থে গৃহ সংসার পূর্ণ করিল, অস্থায়ী বালুকা-ময়ভিত্তির উপর সমুদয় ভবিষ্যতের আশা ভরসা বাঁধিয়া তুলিল, কিন্তু হায়,

"নিশ্বাস পবনে উড়িল বালুকা
সমস্ত সংসার ধসিয়া গেল।"

আর ঐ দেখ আর এক জন অবনত মস্তকে ঈশ্বরের ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া জীবনতরী ভাসাইয়াছে, কত ঝড় কত বাত্যা, কিন্তু ঐ তরণী ক্ষুদ্র হইলেও অটল হইয়া রহিয়াছে। সংসারের অবিশ্বাসী লোকে ভাবিল এই বারের ঝড়ে আর তরী রক্ষা পাইল না, কিন্তু দয়াময়ের নাম করিতে করিতে তরণীখানা বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিল। তাই বলি যে ব্যক্তি সুখে দুঃখে জগদীশ্বরের চরণ ধরিয়া থাকিতে জানে, তাহার সংসারে কোন ভয় নাই; সে রাজা অপেক্ষা সহস্রগুণে অধিক সুখী। শৈলের মাতার প্রত্যেক শ্বাস প্রশ্বাস পরীক্ষা কর; দেখিবে প্রতি শ্বাসে কত বিশ্বাস সঞ্চিত হইতেছে, প্রতি প্রশ্বাস কত ভক্তি স্বর্গের সিংহাসন স্পর্শ করিতে ছুটিতেছে। অবিশ্বাসী জগৎ এ সুখ দুঃখের অর্থ বুঝিবে না; না বুঝুক, কিন্তু শৈলের মাতার মুখে সেই একই সঙ্গীত লাগিয়া রহিয়াছে:

"তুমিহে ভরসা মম অকুল পাথারে
আর কেহ নাহি যে বিপদ ভয় বারে,
এ আঁধারে যে তারে"

আর একদিকে আমাদিগের সেই স্নেহময় বালক দেবেন্দ্রনাথ। দেবেন্দ্র আর বালক নাই। তিনি তখন বিংশতিবর্ষ বয়স্ক যুবক। এই বার দেবেন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। দেবেন্দ্র নাথ, যেরূপ বিদ্যা, সেইরূপ ঈশ্বর-ভক্তি, পরোপকার এবং বিনয়াদি গুণে কলিকাতায় ব্রাহ্মমণ্ডলীর মধ্যে সকলেরই প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। কলিকাতায় ব্রাহ্ম পরিবারের মধ্যে গতা-য়াত করিতে করিতে এই সময়ে দেবেন্দ্র নাথের সহিত এই পরিবারস্থ একটী কুমারী প্রণয় হয়।

কলিকাতায় এমন অনেক ব্রাহ্ম পরিবার আছেন, যেখানে অনেক হিন্দুবিধবা এবং অনাথ বালক বালিকা প্রতিপালিত এবং শিক্ষিত হইয়া থাকেন। এই কুমারীও কলিকাতার কোন ব্রাহ্ম পরিবারের কন্যা নহেন; দেরাহুন হইতে আগত এক জন ব্রাহ্মের পালিতা কন্যা। ইহাঁর নাম অবলা। কিরূপে পরস্পরের মধ্যে প্রণয় সঞ্চারিত হইল, উভয়ে উভয়কে কেমন ভাল বাসিতেন, সে সমুদায় চিত্র আমরা আঁকিব না। পরস্পরের বিবাহ হইবার কথা হইতে লাগিল; কিন্তু যে বিবাহে দম্পতি ঈশ্বরের পবিত্র সমক্ষে হৃদয় বিনিময় করে, যে বিবাহে স্ত্রীপুরুষ পরস্পরকে ভালবাসিতে শিখিয়া আত্মত্যাগ শিক্ষা করে, বিশ্বজনীন প্রীতি লাভ করে, যে বিবাহে নীতি স্ফূর্ত্তি পায়,চরিত্র বিকশিত হয়—এক কথায় যে বিবাহের ফলে মানব চির আরাধ্য, চিরপ্রার্থনীয়, অনন্ত মুক্তি পথের প্রথম সোপানে পদার্পণ করে, সে পবিত্র বিবাহবন্ধনে হৃদয় দুইটী বদ্ধ হইয়াছিল। এক্ষণে যাহাকে সামাজিক বা লৌকিক বিবাহ বলে, তাহারই অনুষ্ঠান হইবার কথা আরম্ভ হইল। বিবাহ কলিকাতায় হইবে, ইহাই স্থির হইল। দেবেন্দ্রনাথের মাতা, শৈলের মাতাকে লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। তাঁহাদিগের জন্য একটী স্বতন্ত্র বাড়ী ভাড়া করা হইল; বিবাহ এই বাড়ীতে হইবে। আজি বৈশাখের শুক্ল পক্ষের চতুর্থী তিথি; আজি বিবাহের রাত্রি। এই উৎসবের দিনে, এই আনন্দের দিনে, শৈলের মাতার হৃদয়ে বহু দিন-বিস্মৃত দুঃখ স্বপ্নের আচম্বিত পুনরুদয়বৎ কি একটী কথা জাগিয়া উঠিল! আজ বৈশাখের শুক্ল পক্ষের চতুর্থী তিথি। এই চতুর্থীর রজনীতে পাঁচবৎসর হইল, তাঁহার ক্রোড়ের নিধি অপহৃতা হইয়াছিল; তিনি ভাবিলেন "আজ যদি শৈলবালা বাঁচিয়া থাকিত!" শৈলের মাতার হৃদয় আলোড়িত হইল; বিষণ্ন মনে গৃহের কোণে বসিয়া এক দুঃখের স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে হৃদয় বিষাদময় হইয়া উঠিল; চিন্তার বেগ প্রবল হইল, শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। তখন আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না; শয্যায় শয়ন করিলেন। ক্রমে চিত্তের চঞ্চলতায়, মনের গুরু ভারে শরীরে জ্বর আসিল। দেবেন্দ্রের জননী আসিয়া দেখিলেন শৈলের মার জ্বর হইয়াছে। "তাইত দিদি! আজকার দিনে তোমার জ্বর হইল!" এই বলিয়া দেবেন্দ্রের মাতা শৈলের মাতার গায় মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন; জ্বর কিছু বেশী বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু এ দিকে বিবাহের সমুদায় উদ্যোগ করিতে হইবে। কি করেন শৈলের মাকে একটী গৃহে রাখিয়া বিবাহাদির উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। শৈলের মাতা অভিভূতার ন্যায় শয্যায় পড়িয়া আছেন। বিবাহ সমাধা হইলে দেবেন্দ্রের জননী পুত্র

এবং পুত্রবধূকে শৈলের মাতার পার্শ্বে লইয়া গেলেন। শৈলের মাতা এতক্ষণ কি এক স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। দেখিতেছিলেন তিনি তাঁহার পূর্ব্বাবাসে শয়ন করিয়া আছেন, তাঁহার নয়নপুত্তলী নবমবর্ষীয়া শৈলবালা তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। তিনি শৈলের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন; দেখিতে দেখিতে ক্ষুদ্র বালিকা যেন বড় হইয়া উঠিল, তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বৃদ্ধি পাইল। শৈলের মাতা বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন এ কি হইল। বিস্ময়ের উপর আরও বিস্ময়; যে জানালায় বসিয়া শৈল গৃহপার্শ্বস্থিত বৃক্ষে মানুষ দেখিয়াছিল, গৃহের সেই জানালা দিয়া একজন যুবক গৃহে প্রবেশ করিয়া শৈলবালার পার্শ্বে দাঁড়াইল! এই সময়ে বর কন্যা তাঁহার শয্যা পার্শ্বস্থিত হইয়াছেন; শৈলের মাতা নিদ্রিতাই ছিলেন, স্বপ্নদৃষ্ট যুবককে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে গা আমার ঘরে?" দেবেন্দ্রের জননী উত্তর করিলেন—বলিলেন "দিদি, বর কনে।" "বর কনে?" শৈলের মাতা নিদ্রিতাবস্থায় চমকিলেন; চমকিয়া বলিলেন "শৈলবালা, শৈলবালা, তুমি আমাকে না বলিয়াই বিবাহ করিলে? ছি! ছি! বড় হইলে কি মাকে ভুলিয়া যাইতে হয়?" গৃহে উজ্জ্বল প্রদীপ জ্বলিতেছিল! দেবেন্দ্রের মাতা কি কথা যেন কহিতে যাইতে ছিলেন, এমন সময়ে দেবেন্দ্রের নবপরিণীতা অবলা ছুটিয়া শয্যাস্থিতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া বলিলেন "মা, মা, এই আমি, এই আমি তোমার শৈল!" শৈলের মাতার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে; তিনি স্বপ্নে বর্দ্ধিতাবয়বা শৈলের যে মূর্ত্তি দেখিয়াছেন, দেখিলেন সেই মূর্ত্তি তাঁহার কণ্ঠলগ্ন হইয়া কাঁদিতেছে। আর ভ্রম নাই! মাতা কাঁদিতেছেন, কন্যা কাঁদিতেছেন, দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁহার মাতাও কাঁদিতে বসিয়াছেন। একি চমৎকার ব্যাপার! পাঠিকা এতদিন পরে আজি সহসা এই সুখ সম্মিলন হইল! বাষ্পগদগদ কণ্ঠে শৈলের মাতা গাইয়া উঠিলেনঃ—

"তুমি হে ভরসা মম অকূল পাথারে,
আর কেহ নাহি যে বিপদ ভয় বারে,
এ আঁধারে যে তারে!"

উৎসুকা পাঠিকা! সুখসম্মিলন সমাধা করিবার পূর্ব্বে সংক্ষেপতঃ একবার শৈলের ভাগ্য বিপর্য্যয়ের কথা উল্লেখ করি। শৈল এক রজনীতে মাতুলালয় হইতে নিরুদ্দেশ হইয়া যান, ইহা আপনারা শুনিয়াছেন। শৈলবালা এই সময়ে পথে ধৃতা হইবার ভয়ে নাম পরিবর্ত্তন করেন। পথে নৈহাটীতে একজন ব্রাহ্মের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তিনি ইহার অবস্থার কথা শুনিয়া দয়া করিয়া দেরাহুনে কর্ম্মস্থানে লইয়া যান। তাহার পর তিনি শৈলের মাতার অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলেন; কিন্তু সকলি

নিষ্ফল হইয়াছিল। তাহার পর তিনি কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতেছিলেন, শৈলবালাও অবলা নামে তাঁহার পরিবারের মধ্যে থাকিয়া বহুযত্নে পালিতা হইতেছিলেন। আমরা ইহার পরবর্ত্তী সমুদায় ঘটনা মূল গল্পে এই মাত্র বিবৃত করিয়া আসিলাম।

জগদীশ্বর! ভারতের গৃহে গৃহে হৃদয়ে হৃদয়ে শৈলবালার মাতার মত ভক্তি বিশ্বাস এবং নির্ভয় প্রদান কর। চিরদুঃখী দেশের সকল রত্ন—সকল ধন পরে অপহরণ করে করুক, ভারত যেন নিত্যকাল এই ধর্ম্মধনে ধনী হইয়া থাকে।

বঙ্গমহিলা সমাজের উৎসব।

১০ই মাঘ ব্রাহ্মিকা সমাজের উৎসব ও বঙ্গ-মহিলা সমাজের বার্ষিক অধিবেশন। অদ্য প্রত্যূষে ব্রাহ্মিকা ভগিনীগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দিবসের প্রারম্ভে সুন্দর প্রশান্ত সময়ে প্রভাত সূর্য্যের তরুণ কিরণের অপূর্ব্ব শোভা, বিহঙ্গের সুললিত কাকলি, গায়িকাগণের সুমধুর পরম পবিত্র ধর্ম্মসঙ্গীতলহরী ব্রাহ্মিকা গণের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া সেই দেব দেবের উপাসনার জন্য প্রস্তুত করিল; দেখিতে দেখিতে অনেক গুলি আসন পূর্ণ হইয়া গেল; ঈশ্বরের প্রিয় কন্যাগণ (প্রায় দুইশত মহিলা প্রাতে ও অপরাহ্ণে উপস্থিত ছিলেন)—প্রশান্ত চিত্তে পবিত্র হৃদয়ে বিশ্বের পূজনীয় দেবতার পূজায় নিবিষ্ট হইলেন। বৎসরান্তে সকল ভগিনী একপ্রাণে মিলিত হইয়া তাঁহার পবিত্র সহবাস হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে লাগিলেন; সাংসারিক সমুদয় চিন্তা দূরে রাখিয়া হৃদয় কবাট উন্মুক্ত করিয়া ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে পিতাকে ডাকিতে লাগিলেন। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন; তাঁহার সুন্দর উপদেশে সকলের মন একেবারে আর্দ্র হইয়াছিল। সার্দ্ধ দশ ঘটিকার সময় উপাসনা শেষ হয়। উপাসনান্তে বহুদিন পরে ভগিনীগণ একত্র সম্মিলিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের সহিত আলাপ করিয়া সুখী হইয়াছিলেন। উপাসনান্তে প্রীতিভোজন হইয়াছিল; কয়েকজন ভগিনী বিশেষ শ্রম স্বীকার পূর্ব্বক আহারের সমুদয় আয়োজন করিয়াছিলেন।

অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় বঙ্গ-মহিলা সমাজের বার্ষিক অধিবেশন হয়, ইহাতে মহিলাগণ ভিন্ন কয়েকজন পুরুষও উপস্থিত ছিলেন। প্রথমে একটী সঙ্গীত হইয়া সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। কুমারী কাদম্বিনী বসুর সংক্ষিপ্ত প্রার্থনার পর অন্যতর সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা গিরিজাকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায় বার্ষিক কার্য্য বিবরণ পাঠ করেন;

তৎপরে কুমারী কাদম্বিনী বসু, বি, এ, ও কুমারী লাবণ্যপ্রভা বসু যথাক্রমে দুইটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপরে একটী সঙ্গীত হইলে সভাপতি শ্রীযুক্তা স্বর্ণপ্রভা বসু শিক্ষাসম্বন্ধে একটী মৌখিক বক্তৃতা করেন। নিম্নে বার্ষিক কার্য্য বিবরণ প্রকটিত হইল, আগামী মাসে পঠিত অন্যতর প্রবন্ধ ও সভাপতি মহাশয়ার বক্তৃতার সারাংশ প্রকাশ করিবার মানস রহিল।

বঙ্গমহিলা-সমাজের বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ।

১০ই মাঘ ১৮০৪ শক।

দেখিতে দেখিতে এক বৎসর অতীত হইয়া গেল। আবার আমরা ঈশ্বর-কৃপায় সকল ভগিনীতে একত্রিত হইয়া আনন্দ ও উদ্যমের সহিত সাম্বৎসরিক উৎসবে যোগদান করিতে আসিয়াছি। আর এক বৎসরকাল আমাদের প্রিয় সভা যাঁহার করুণায় ও আশীর্ব্বাদে জীবিত থাকিয়া নূতন বর্ষে পদার্পণ করিল, আজ আমরা সর্ব্বাগ্রে সেই মঙ্গল বিধাতা ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞ অন্তরে স্মরণ করি। আজ আমাদের হৃদয় আনন্দে পূর্ণ। অনন্ত জ্ঞানময় পিতার দয়াতেই আমরা কুসংস্কারান্ধকার পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞান লাভ করিতে পারিতেছি। তাঁহার বিশেষ আশীর্ব্বাদ অন্তরে ধারণ করিয়া গত বর্ষের কার্য্য বিবরণ সংক্ষেপে বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

গত ফেব্রুয়ারি মাস হইতে আমাদের সভার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। এ সময়ের মধ্যে গ্রীষ্ম ও শারদীয় অবকাশে নয় সপ্তাহ সভার কোন অধিবেশন হয় নাই। বৎসরের আরম্ভে প্রথম কয় মাস সভার অর্থ সচ্ছলতা ততদূর না থাকায় তিন বার করিয়া তাহার অধিবেশন হইত, কিন্তু কিছুকাল পরেই আবার পূর্ব্বমত চারিবার করিয়া সভার কার্য্য চলিতেছে।

একটি দেশের শাসন সম্বন্ধে বিচার করিতে গেলে সাধারণ ধনাগারের আয়-ব্যয়ের সচ্ছলতার প্রতি দৃষ্টি পড়ে, কারণ সমুদয় রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিরাই জানেন, যে রাজ্যের সুব্যবস্থার জন্য ইহা অত্যন্ত আবশ্যক। সেই প্রকার একটী সভার জীবনেও আয় বিষয়ে সুব্যবস্থা, অনেক পরিমাণে তাহার স্থায়িত্ব, সভ্যদিগের উৎসাহ ও কার্য্যক্ষেত্রের প্রশস্ততা সম্পর্কে পরিচয় দেয়। বৎসরের আরম্ভে অল্পমাত্র আয় লইয়া আমরা কার্য্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করি। ভাবিলে উৎসাহিত হইতে হয় যে এ সময়ের মধ্যে আমাদের নিকট নগদ ১১২ টাকা এবং পুস্তক হিসাবে ২৫৷৹ স্থিত হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের মজুত ১৪৲ ও পুরস্কারের জন্য ২০৲ টাকা সমেত আমাদের আয় এবৎসরে ৩৪১৸৵৩ হইয়াছে। যে সকল

স্বদেশীয়া ও বিদেশীয়া মহিলা সভার কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য অর্থ সাহায্য দ্বারা আমাদের সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমরা হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করি।

নারী জীবনের উদ্দেশ্য বিষয়ে একটী উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখাতে কুমারী লাবণ্যপ্রভা বসুকে এবৎসর ২০৲ টাকা পারিতোষিক প্রদান করা গিয়াছে। এখন হইতে স্থির হইয়াছে যে রচনা পরিতোষিকের পরিবর্ত্তে, এই টাকাদ্বারা সভ্যাদের মধ্যে পরীক্ষা গ্রহণানন্তর, তাঁহাদিগকে পুরস্কার প্রদত্ত হইবে।

গত এপ্রিল মাস হইতে একটি বালিকাকে বিদ্যালয়ে পড়িবার ব্যয় দেওয়া হইতেছে, শীঘ্রই অন্য একটি ছাত্রীকে এ প্রকার সাহায্য প্রদান করা হইবে স্থির হইয়াছে। সভা আশা করেন যে অধিকতর আয় হইলে এ বিভাগের কার্য্য ক্রমে ক্রমে বিস্তৃত করিবেন। এমন কি যদি সুব্যবস্থা অনুসারে জ্ঞান শিক্ষার্থে একটি বালিক-বিদ্যালয় খোলা হয়, তাহা হইলে সভা সাধ্যানুসারে তাহার সাহায্য করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না।

সাধারণতঃ সভার কার্য্য নিম্নলিখিত রূপে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। প্রথম সপ্তাহে উপাসনা, দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রবন্ধ পাঠ ও তদ্বিষয়ে মতামত প্রকাশ, তৃতীয় সপ্তাহে সংক্ষিপ্ত উপাসনা ও তৎপরে ধর্ম্ম বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ বা আলোচনা। শেষ বা চতুর্থ শনিবারে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা। এতদ্ভিন্ন প্রতি তিন মাস পরে সভ্য ও তাঁহাদিগের আত্মীয়দিগকে লইয়া সামাজিক-সম্মিলনী সভা হইয়া থাকে।

মাসে যে দুইবার করিয়া উপাসনার কথা উল্লিখিত হইল, তন্মধ্যে অন্ততঃ একবার, এবং আবশ্যক হইলে দুইবারই, মহিলারা কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। সময়ে ইহাদ্বারা সভ্যাদিগের মধ্যে ধর্ম্মভাবের উদ্দীপন, সত্যে প্রীতি ও ঈশ্বরনিষ্ঠার উদ্রেক হইবে, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। কি উপায়ে যে ঈশ্বর আমাদিগের হৃদয় গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে তাঁহার সেবিকা হইবার উপযুক্ত করেন, তাহা আমরা জানি না আমাদের মধ্যে হয়ত এ প্রকার সভ্য সকল প্রস্তুত হইতেছেন, যাঁহারা ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনকেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়া লইবেন।

আলোচনা সভায় যে যে রচনা পঠিত হইয়াছে, তন্মধ্যে নারীজীবনের উদ্দেশ্য, কার্য্যোদ্দেই মহত্ত্ব, ও একতা, এই কয়টি বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। জ্ঞানশিক্ষা বিভাগে তাপ, সরীসৃপ আদি প্রাণীর বৃত্তান্ত, শিক্ষার সুফল, প্রাচীন ও আধুনিক মিসরদেশ, বর্ত্তমান সময়ে আমাদের কি কর্ত্তব্য, ও শ্রবণেন্দ্রিয় প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ প্রদত্ত হয়। এ সকল উপদেশের সঙ্গে দেশীয় ও বিদেশীয় নানা জাতির মধ্যে সময়ে সময়ে জ্ঞান, নীতি, ধর্ম্ম ও সাধারণ হিতকর কার্য্য

বিষয়ে যে যে ঘটনা হইয়া থাকে, তাহার উল্লেখ করা হয়। যাঁহাদের সময় অল্প বা সংবাদ কাগজাদি পড়িবার সুবিধা নাই, তাঁহারা এ সকল সম্বাদ শ্রবণে অনেক উপকার লাভ করিতে পারেন। বিজ্ঞান ও দেশাবিষ্কার সম্বন্ধে কোন নূতন ঘটনার উল্লেখ বা দেশীয় রাজনৈতিক সংবাদও কখন কখন জ্ঞাপন করা হইয়া থাকে। এই বৃহৎ পৃথিবীর নানা স্থানে পাপ, অজ্ঞানতা, রোগ, দরিদ্রতা দূর করিবার জন্য যে সকল উপায় উদ্ভাবিত হইয়া থাকে, সে সকল বিষয় বিশেষরূপে বিবৃত করা হয়। স্বার্থ দূর করিয়া যাহাতে পরের কার্য্যে জীবন উৎসর্গিত হয়, সে ভাবটী এই সকল সম্বাদ শ্রবণে ও আলোচনায় জাগরিত হইতে পারে। এ বৎসরের প্রারম্ভে সভ্যাদের পাঠের সুবিধার জন্য একটি পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে খ্যাতনামা দেশীয় অনেক গ্রন্থকার তাঁহাদের পুস্তক প্রদান করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এ উপলক্ষে লণ্ডনস্থ কুমারী ম্যানিংকে তাঁহার প্রদত্ত গ্রন্থ ও সহানুভূতির জন্য সভা বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাইতেছেন। সভার কার্য্যালয় ব্রাহ্ম পল্লিতে আনিবার কথা হইতেছে, ইহাতে অনেকেই অনায়াসে পুস্তকালয় হইতে গ্রন্থ পাঠের উপকার লাভ করিতে পারিবেন।

ইংরাজী ১৮৭৯ অব্দের ১লা আগষ্ট তারিখে এই সভা সংস্থাপিত হয়, তজ্জন্য জন্ম দিবস উপলক্ষে একটি উৎসব হইয়া থাকে। গত উৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। তাহাতে বাৎসরিক কার্য্য বিবরণ পাঠ, আবৃত্তি, রচনা পাঠ ও অবশেষে রাসায়নিক ক্রিয়া প্রদর্শিত হয়।

এবৎসর, সামাজিক সম্মিলনী সভার অধিবেশন তিনবার হইয়াছে। এ সকল সমিতিতে সকলে সমবেত হইয়া আলাপ পরিচয়াদি, সঙ্গীত শ্রবণ, নানা স্থানের দৃশ্য ও সাময়িক সচিত্র পত্রিকা দর্শন প্রভৃতিতে সুখে সময় কাটাইয়া থাকেন।

সংক্ষেপে বিশেষ বিশেষ কার্য্যের বিবরণ উল্লিখিত হইল। আমাদের চেষ্টা অতি দুর্ব্বল। ঈশ্বর মহান্ ও মঙ্গলময়, সকল প্রকার সৎকার্য্যের সহায়। আমাদের নিজের অভাব স্মরণ করিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। তাঁহার কৃপায়, পৃথিবীর নানা স্থানে, অমঙ্গল ও অজ্ঞানতার মধ্যে জ্ঞান ও মঙ্গল ভাব বর্দ্ধিত হইতেছে। আমাদের কার্য্য অতি মহৎ। আমাদের আত্মাকে অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার হইতে উদ্ধার করিতে হইলে কত প্রয়াস উদ্যম, ও ত্যাগ স্বীকার প্রয়োজন। আমরা উন্নতির আভাস দেখিয়া আশ্বাসিত হইতেছি। যদিও আমাদের অনেক অভাব রহিয়াছে, তথাপি তাঁহার বলে, অবশেষে নিশ্চয়ই আমরা উন্নতির পর উন্নতিতে উত্থান করিতে পারিব, তাহার আর সন্দেহ নাই। আরম্ভে

যাঁহার নাম লইয়াছি, উপসংহারে সেই অসহায়ের সহায় শুভ কার্য্যের ফল দাতা অখিল বিধাতার নাম স্মরণ করিয়া কার্য্য বিবরণ পাঠ শেষ করিতেছি। দয়াময় ঈশ্বর আমাদের সভার মঙ্গল বিধান করুন।

নূতন সংবাদ।

১। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের গত বার্ষিক পরীক্ষায় রমণীগণের কৃতকার্য্যতার বিষয় আমরা উল্লেখ করিয়াছি। এ বৎসরও ইহা যার পর নাই সন্তোষকর হইয়াছে; বি, এ, উপাধির পরীক্ষার পর যে "Honor" পরীক্ষা হয়, এ বৎসর তাহাতে সর্ব্বশুদ্ধ ৪৮ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তন্মধ্যে ১৪টী স্ত্রীলোক। গণিতে প্রথম বিভাগে ২জন মাত্র উত্তীর্ণ হন, তন্মধ্যে একটী রমণী। মনোবিজ্ঞান ও ধর্ম্মনীতিতে ৫ জন উত্তীর্ণ হন, তন্মধ্যে ৪টী রমণী। গ্রীক ও লাটিনে উত্তীর্ণ ১১ জনের মধ্যে ২ জন, ফরাসিতে ৭ জনের মধ্যে ৩ জন, জর্ম্মণভাষায় ৮ জনের মধ্যে ৫ জন স্ত্রীলোক। আমরা এ বৎসর বঙ্গ রমণীদিগকে বি, এ, পরীক্ষোত্তীর্ণ দেখিলাম, আগামী বর্ষে "অনর" পরীক্ষায় কৃতকার্য্য দেখিবার আশা করিতে পারি।

২। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর রাজমন্ত্রীতে সম্প্রতি দুইটী বিধবাবিবাহ হইয়া গিয়াছে। একটীতে বর কন্যা উভয়েই ব্রাহ্মণজাতীয়, আর একটীতে সম্ভ্রান্ত নিয়োগী বংশীয়। রাজমন্ত্রীতে সর্ব্বশুদ্ধ ৫টী বিধবা বিবাহ সম্পন্ন হইল।

৩। আমরা কয়েকবার বরিশালের শ্রীযুক্তা মনোরমা মজুমদারের ধর্ম্মোপদেশ দান ও বাগ্মিতা শক্তির উল্লেখ করিয়াছি। এ বৎসর মাঘোৎসবের সময়েও বরিশাল ব্রাহ্মসমাজে সমবেত পুরুষ মণ্ডলীর মধ্যে বেদী গ্রহণ করিয়া তিনি অতি প্রশংসিতরূপে আচার্য্যের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন।

৪। ফ্রান্সে রাজ্য-সংক্রান্ত গোলযোগ পুনরায় বাধিয়াছে। নেপোলিয়ন বেনোপার্টির অন্যতর ভ্রাতষ্পুত্র বিক্টর নেপোলিয়ন আপনাকে সাম্রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, অন্যদিকে সাধারণতন্ত্রের তাঁহাকে বিদ্রোহী বলিয়া ধৃত করিয়া বিচারাধীন করিয়াছেন। ফরাসীদিগের মধ্যে ঘোরতর দলাদলি উপস্থিত হইয়াছে। ইহার পরিণাম কি হয়, চিন্তার বিষয়।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। প্রাণিব্যবহার—শ্রীনকুড়চন্দ্র বিশ্বাস প্রণীত, মূল্য ।৵০ আনা। গৃহপালিত পশুদিগের বিবরণ এবং তাহাদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার শিক্ষা করা বালক বালিকাদিগের পক্ষে বিশেষ কর্ত্তব্য। এই বিষয় শিক্ষা দিবার নিমিত্ত সরল ভাষায় এই পুস্তক খানি লিখিত হইয়াছে এবং ইহাতে সুন্দর সুন্দর ছবিও আছে। ইহা বিদ্যালয়ের পাঠ্য হইবার যোগ্য।

২। কুসুমহার—ধর্ম্মবন্ধু পত্র হইতে ধর্ম্মভাবোদ্দীপক সুন্দর সুন্দর বচন সকল সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ৵০ আনা। ইহাদ্বারা ধর্ম্মচিন্তা ও ধর্ম্মসাধনের সহায়তা হইতে পারে।

৩। আর্য্যকীর্ত্তি, শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত—মূল্য ৵০ আনা। ইহাতে কয়েকটী রাজপুত বীরপুরুষ ও রমণীর ইতিবৃত্ত বর্ণিত আছে। বর্ণনা উদ্দীপনাপূর্ণ ও হৃদ্য হইয়াছে।

৪। বুদ্ধদেবচরিত ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের সংক্ষেপ বিবরণ, শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা। এই পুস্তক খানি নীতি ও ধর্ম্মভাবপূর্ণ এবং অতি পাণ্ডিত্য সহকারে বিরচিত হইয়াছে। বঙ্গভাষায় বুদ্ধদেবের একটী উৎকৃষ্ট জীবনীর যে অভাব ছিল, ইহাদ্বারা তাহা পূর্ণ হইয়াছে। এরূপ পুস্তক বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীর পাঠ্য হওয়া উচিত। অন্তঃপুরিকাগণও এতৎ পাঠে উপকৃত হইবেন, ইহাতে কয়েকটী সুন্দর স্ত্রীচরিত্র চিত্রিত হইয়াছে।

৫। মার্টিন লুথারের জীবনচরিত—শ্রীকেদার নাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ।০ আনা। লুথারের জীবন কিরূপ জ্বলন্ত ধর্ম্মোৎসাহে পূর্ণ ছিল এবং কিরূপ যত্ন ও ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক তিনি কুসংস্কার ও অসত্যের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া সত্যের জয় ঘোষণা করেন, ইহাদ্বারা তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

৬। বেদবতী (চম্পু নাট্য)—শ্রীহরিশ্চন্দ্র হালদার প্রণীত, মূল্য ।০ আনা। গ্রন্থকার একজন সুলেখক এবং তাঁহার লেখায় কবিত্ব-শক্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়। বেদবতী একটী আদর্শ পতিপ্রাণা রমণী; স্বামীর জন্য এককালে আত্মবিস্মৃতি ও আত্মবিসর্জ্জন যাহাকে বলে, ইহার জীবনে তাহা সম্পূর্ণরূপে লক্ষিত হয়। এরূপ পাতিব্রত্যে অবশ্য ভ্রম ও কুসংস্কার আছে, কিন্তু ইহাতে নারীজীবনের নিঃস্বার্থতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে।

৭। বৌঠাকুরাণী—আগামী বারে সমালোচ্য।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

“कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः।”

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২১৮ সংখ্যা। ফাল্গুন ১২৮৯—মার্চ্চ ১৮৮৩। ২য় কল্প ৪র্থ ভাগ

সাময়িক প্রসঙ্গ।

এ বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষার ফল এইরূপ হইয়াছে—

প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১৪৫৮, ফার্ষ্ট আর্টস্ ৪৫৩, বি.এ ১৯৭ এবং বি এল্ ৯৬ জন মাত্র।

এবার প্রবেশিকায় ৫টী এবং বি এ পরীক্ষায় ২ টী রমণী উত্তীর্ণ হইয়াছেন। দুঃখের বিষয় ফার্ষ্ট আর্টে কাহারও নাম দৃষ্ট হইল না।

—

দাক্ষিণাত্যে রাজমন্ত্রীর উপর শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে। মহীশূরের রাজমন্ত্রী রাজা চালু এক জন বিশেষ উপযুক্ত লোক ছিলেন, কিছু দিন হইল মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হইয়াছেন। হাইদ্রাবাদের নিজামের প্রধান মন্ত্রী সার সালার জঙ্গ, যিনি ভারতবর্ষের মধ্যে অদ্বিতীয় রাজ-নীতিজ্ঞ বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং ২৫ বৎসর কাল উক্ত রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া আসিতেছিলেন, গত ৮ই ফেব্রুয়ারি তাঁহারও মৃত্যু হইয়াছে। বরদার সুবিখ্যাত দেওয়ান সার টি মাধবরাও এ সময় তাঁহার পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

—

যে রাজপুতেরা এক সময় কন্যা সন্তানকে বধ করিয়া আপনাদিগকে দায়মুক্ত বিবেচনা করিতেন, এক্ষণে কন্যাসন্তানদিগের শিক্ষার উন্নতির জন্য তাঁহারা বিশেষ যত্ন ও অনুরাগ প্রদর্শন করিতেছেন, এ সংবাদে কে না আনন্দিত হইবেন? রাজপুতানার অন্তঃপাতী আলবার রাজ্যে বালকদিগের জন্য

যেমন ১৮টী বিদ্যালয়, তেমনি বালিকাদিগের জন্য ১৪ টী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বালক ও বালিকাদিগের শিক্ষার প্রতি এরূপ তুল্য যত্ন ভারতবর্ষের আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

এ বৎসরের মত শীত অনেক কাল হয় নাই। সিমলা ও দার্জ্জিলিঙে না কি ৪।৫ ফিট পুরু বরফ জমিয়াছে, এবং কয়েকটী লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

আমরা সোমপ্রকাশ পাঠে একটী আনন্দকর সংবাদ অবগত হইলাম, গত মাসে বোম্বাইয়ে সর্ব্ব সুদ্ধ ৪০০ বিধবা-বিবাহ হিন্দুমতে সম্পন্ন হইয়াছে। ইহা কি সত্য না জনরব?

ভারতেশ্বরী একটী সঙ্কল্প করিয়াছেন চিকিৎসাবিদ্যা পারদর্শিনী কতকগুলি মহিলাকে ভারতবর্ষে নিযুক্ত করিবেন এবং তাঁহাদিগের সাহায্যার্থ একটী বিশেষ ফণ্ড থাকিবে। পান্নার মহারাণীর আবেদন এতদিন পরে সফল হইতে চলিল।

মান্যবর উইলসন সাহেব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী সভাপতির পদ পরিত্যাগ করাতে মান্যবর এচ জে রেণল্ড তাঁহার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

মান্দ্রাজের ইউরেশীয় ও আংলো ইণ্ডিয়ান সভা তাঁহাদিগের আফিসের মুদ্রাকার্য্য নির্ব্বাহার্থ কতক গুলি ফিরিঙ্গী মহিলাকে প্রিণ্টারী কার্য্য শিখাইতেছেন, বঙ্গদেশে এ প্রকার চেষ্টা করা অসাময়িক নহে।

জয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত উত্তরা নামক গ্রামের ঠাকুর শ্যাম সিংহের পত্নী সহমৃতা হইয়াছেন। জয়পুরের রাজসভা এই সহমরণের প্রধান সহকারীদিগকে ৭ বৎসর করিয়া মেয়াদ দিয়াছেন।

মিতব্যয়িতাদ্বারা কত সামান্য বস্তু হইতে প্রচুর লাভ হইয়া থাকে। জর্ম্মণির কোন কোন প্রকাশ্য রাস্তার মোড়ে বাক্স থাকে, তাহাতে পথিক লোক চুরাট খাইয়া তাহার গোড়া গুলি ফেলিয়া দেন। এই গুলি এক বৎসর জমাইয়া বিক্রয় করিয়া ২২ হাজার টাকা লাভ হইয়াছে এবং তদ্দারা অনাথ বালকবালিকাদিগের বস্ত্র কিনিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ঢাকার বাবু নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় জর্ম্মণির বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্র পরীক্ষা দিয়া প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং ডাক্তার উপাধি পাইয়াছেন। ইনি কিছুকাল সেণ্টপিটার্স বিশ-বিদ্যালয়ে পূর্ব্বদেশীয় ভাষার অধ্যাপকতা কার্য্য নির্ব্বাহ করেন এবং ইংরাজী ও জর্ম্মণ ভাষায় অনেকগুলি বক্তৃতা ও প্রস্তাব প্রচার করিয়া ইউরোপে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ইনি ৮।৯

বৎসর পরে প্রচুর বিদ্যা ও খ্যাতি লাভ করিয়া ভারতে প্রত্যাগত হইয়াছেন, এ সংবাদে সকলেই আনন্দিত হইবেন সন্দেহ নাই।

ট্রাবাঙ্কোরের মহারাজা সম্প্রতি মান্দ্রাজে গমন করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা এবং কনিষ্ঠা মহিষী তাঁহার সমভিব্যাহারে যান, তাঁহারা উভয়েই ইংরাজীতে কথোপকথনে বিশেষ পটু। ইঁহারা সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই সময়ে ইউরোপীয় মহিলাগণ ইঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রীত হইয়াছেন।

ইংলণ্ডে গত বৎসরে একটী আইন হইয়াছে তদ্দারা স্ত্রীলোকগণ টাউন কৌন্সিল অর্থাৎ নাগরিক সভার সভ্য হইবার অধিকারিণী হইয়াছেন।

আয়র্লণ্ডের কুমারী বাকষ্টার ডাণ্ডি নগরে একটী কলেজের সাহায্যার্থ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি এবং তাঁহার এক সহোদর এই কলেজ সংস্থাপনার্থ ১৫ লক্ষ টাকা দান করেন।

আমাদিগের ভারতেশ্বরী মহারাণীর নাতি নাতিনীর সংখ্যা ইতি পূর্ব্বেই পঞ্চবিংশতির অধিক হইয়াছিল, সম্প্রতি রাজকুমার কনটের ডিউকের একটী পুত্র সন্তান হইয়া এই সংখ্যা বৃদ্ধি হইল। মহারাণী ইতিমধ্যে প্রমাতামহীও হইয়াছেন। তিনি এই বহু গোষ্ঠির সহিত ঈশ্বর কৃপায় চিরজীবিনী হউন।

স্ত্রীজাতির সদ্‌গুণ বিষয়ে কথোপকথন।

প্রমদা। দিদি! অনেকদিন পরে আজি তোমার নিকট আসিতে পারিলাম। তোমাকে দেখে আমার প্রাণ শীতল হল।

নির্ম্মলা। প্রমদা! ভগবান্ তোমাকে কুশলে রাখুন, "তুমি বিদেশে গেলে আমি বড় কষ্টে ছিলাম। অনেকদিন পরে মিষ্ট কথা শুনে সুখী হলাম।

প্র। দিদি! তুমি আমাকে ভাল বাস, তাই আমার কথা মিষ্ট লাগে। তোমার হাতে ও খানি কি পুস্তক?

নি। এখানির নাম লক্ষ্মীচরিত, পদ্মপুরাণ হইতে অনুবাদ করিয়া লিখিয়াছে। স্থানে স্থানে মহাভারতেরও অনুবাদ আছে।

প্র। কি লেখা আছে?

নি। বিষ্ণু লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, হে লক্ষ্মি! তুমি কোথায় বাস কর এবং কাহাকে ভালবাস? লক্ষ্মী তাহার উত্তর করিতেছেন।

প্র। দিদি! লক্ষ্মীত বিষ্ণুর স্ত্রী?

নি। তাহাও কি জান না? এ কথা

শুনিলে লোকে নিন্দা করিবে। বলিবে হিন্দুর মেয়ে লক্ষ্মীনারায়ণের কথা জানে না।

প্র। আমি জানি, তবে কিনা, শুনেছি শাস্ত্রে আছে যিনি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান, তিনি নিরাকার, তিনিই এক মাত্র আর দ্বিতীয় ঈশ্বর কেহ নাই। তবে তাঁহার স্ত্রী কিরূপে হইল?

নি। ভগবান নিরাকার, সত্য কথা এবং তিনি একমাত্র। তাঁহার আদি নাই অন্ত নাই, জন্ম নাই মৃত্যু নাই। তিনি অসীম অনন্ত সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বসাক্ষী। তাঁহার পিতা মাতা নাই, স্ত্রী পুত্র নাই, সমস্ত জীবজন্তুই তাঁহার পুত্র কন্যা। অজ্ঞ লোকে নিরাকার ঈশ্বরকে বুঝিতে পারিবেন এই জন্য পণ্ডিতেরা ঈশ্বরের রূপ কল্পনা করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, তাঁহাকে বিষ্ণু বলিয়াছেন। ঈশ্বর চতুর্দ্দিকে আছেন, এজন্য বিষ্ণুর চারি হস্ত। রস, জ্যোতিঃ, শক্তি ও শোভাকে শঙ্খ চক্র গদা পদ্মরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। পণ্ডিতেরা ঈশ্বরকে পুরুষপ্রকৃতিরূপে কল্পনা করেন। ঈশ্বর যখন স্থিরভাবে থাকেন, তখন তিনি পুরুষ, তাঁহা হইতে যখন জগতের উৎপত্তি হয়, তখন তিনি প্রকৃতি। এই পুরুষ স্বামী, প্রকৃতি স্ত্রী। যাঁহারা শাক্ত, তাঁহারা পুরুষকে শিব বলেন, প্রকৃতিকে ভগবতী দুর্গা বলেন। যাঁহারা বৈষ্ণব তাঁহারা পুরুষকে বিষ্ণু অথবা কৃষ্ণ বলেন, প্রকৃতিকে লক্ষ্মী অথবা রাধা বলেন। এ সকল কেবল কবির কল্পনা। ঈশ্বর স্ত্রীও নহেন, পুরুষও নহেন। তিনি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর নাম করিয়া কোন পণ্ডিত লিখিয়াছেন। যাহা হউক লক্ষ্মীচরিত্রে অনেক উপদেশ পাওয়া যায়।

প্র। পড় না দিদি! অত বিচার আচারে আমার প্রয়োজন নাই, যাহাতে উপদেশ পাই সেই ভাল। পড় দিদি! পড়।

নি। প্রমদা একটু মন দিয়া শুন, উপদেশ গুলি খুব ভাল।

সুমেরু পর্ব্বতে লক্ষ্মীনারায়ণ বাস করিতেছিলেন। এক দিন বিষ্ণু লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। হে কল্যাণি, শোভনে লক্ষ্মি! তুমি কোন্ কোন্ কার্য্য দ্বারা মনুষ্য-গৃহে নিশ্চলা হও, এবং কাহাকে স্নেহ কর, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া আমাকে সুখী কর।

লক্ষ্মী বলিলেন প্রভো! আপনি সর্ব্বজ্ঞ সকলই জানেন, তথাপি দাসীর মান বাড়াইবার জন্য দাসীকে প্রশ্ন করিতেছেন। আমি আপনাকে করযোড়ে প্রণিপাত পূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি শ্রবণ করুন।

যে ব্যক্তি বিভাগ করিয়া ভোজন করে, লোভী ঔদরিকের ন্যায় একাকী ভোজন করে না, প্রিয় বাক্য দ্বারা সর্ব্বদা মনুষ্যকে সুখী করে, বৃদ্ধ দেখিয়া সম্মান করে, অল্প বাক্য

ব্যবহার করে, দীর্ঘসূত্রী নহে অর্থাৎ কর্ত্তব্য কার্য্যে আলস্য করে না, এরূপ মনুষ্যে আমি বাস করি।

যে ব্যক্তি ধর্ম্মশীল, জিতেন্দ্রিয়, বিদ্বান্ হইয়াও বিনীত, পরপীড়ায় বিরত, অহঙ্কারহীন,লোকানুরাগী এরূপ মনুষ্যে আমি সর্ব্বদা বাস করি।

দান, সত্যপ্রিয়তা পবিত্রতা এই তিনটী মহাগুণ যাহার বর্ত্তমান, সে আমার অতীব প্রিয়।

সমস্ত গুণের মধ্যে দান অর্থাৎ দয়াই শ্রেষ্ঠ; সেই দান দেশকাল পাত্র বিবেচনা পূর্ব্বক হইলে অধিক উপকারী হয়। যে দেশে যে সময়ে যে ব্যক্তির যথার্থ অভাব উপস্থিত, তাহাকেই দান করিবে।

যে নারী গুরুজনকে ভক্তি করেন, পতিবাক্য সমাদর পূর্ব্বক প্রতিপালন করেন, পতির ভোজনের অবশেষে ভোজন করেন, সেই নারীতে আমি বাস করি।

যে নারী সর্ব্বদা সন্তুষ্টা, ধীর, প্রিয়বাদিনী এবং পরিষ্কার, আমি তাহাতে বাস করি।

যে স্ত্রীলোক খলস্বভাব, পাপ কার্য্যে রত, স্বয়ং কর্ত্রী হইয়া পতিকে পরাভব করে, সর্ব্বদা ক্রোধযুক্তা, কুচরিত্রা সেই প্রেতমুখী স্ত্রীকে আমি পরিত্যাগ করি।

যে ব্যক্তি আমাকে লাভ করিতে আশা করে, সে ব্যক্তি পরধন ও পর স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না। হিংসা করিবে না, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিবে, নখ, কণ্টক, রক্ত, মৃত্তিকা, জল, অঙ্গার এই সমস্ত দ্রব্য দ্বারা ভূমিতে বৃথা লিখিবে না।

যে ব্যক্তি মালা গাঁথিয়া চন্দন ঘসিয়া স্বয়ং ব্যবহার করে, নাপিতের গৃহে গিয়া ক্ষৌর হয়, সে ব্যক্তি ইন্দ্রতুল্য হইলেও লক্ষ্মীছাড়া হয়।

যে ব্যক্তি পদদ্বয়ের নর্ত্তন করে, স্ত্রীলোকের প্রতি ক্রোধ করে, ভোজনের পর দন্তধাবন করে, সে ব্যক্তি আমার প্রিয় নহে।

ভিজা পায় শয়ন, দিবাতে রাত্রিবাসের ছোট বস্ত্র পরিধান, পাদপ্রক্ষালন না করিয়া ভোজন করা এসমস্ত কুব্যবহার পরিত্যাগ করিবে। শরীর ও বস্ত্র মলিন রাখিবে না।

ছাগলের, গাধার পদ ধূলা, ঝাঁটার ধুলা, স্ত্রীলোকের পদধূলা ইন্দ্রকেও লক্ষ্মীহীন করে।

যে ব্যক্তি মলিন বস্ত্র পরিধান করে, দন্তধাবন করে না,অনেক ভোজন করে, সকলকে কঠোর বাক্য কহে, সূর্য্যের উদয় ও অস্ত সময়ে শয়ন করে, — সে ব্যক্তি বিষ্ণুতুল্য হইলেও লক্ষ্মীছাড়া হয়।

সর্ব্বদা হস্তে তৃণ ভাঙ্গা, ভূমিতে নখের আঁচড় দেওয়া, পাদদ্বয় অপবিত্র রাখা, দন্তে ময়লা রাখা, মলিন বস্ত্র পরিধান,কেশ পরিচ্ছন্ন না রাখা, প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে নিদ্রা যাওয়া, বিবস্ত্র হইয়া শয়ন, গ্রাস ও হাস্য অত্যন্ত বড় করা, আপন

শরীরে ও আসনে বাদ্য করা—এই সকল কুব্যবহারে ধনপতি ও লক্ষ্মীপতিও লক্ষ্মীছাড়া হন।

যে স্ত্রী গৃহকর্ম্মে আলস্য করে, সর্ব্বদা পতির মনে কষ্ট দেয় ও পতিবাক্য লঙ্ঘন করে, আপন গৃহ ছাড়িয়া সর্ব্বদা পরের গৃহে বাস করে, এবং লজ্জাহীনা, এরূপ স্ত্রীলোককে আমি পরিত্যাগ করি। যে নারী চঞ্চলা, ব্যভিচারিণী, ধৈর্য্যহীনা, কলহপ্রিয়া, সর্ব্বদা শয়ানা ও নিদ্রাশীলা এরূপ স্ত্রীলোককে আমি পরিত্যাগ করি।

যে নারী সর্ব্বদা সত্য বাক্য কহে, শরীর ও বস্ত্র পরিষ্কার রাখে, পতিব্রতা এবং কল্যাণশীলা, এরূপ শোভন সৌভাগ্যযুক্তা নারীতে আমি সর্ব্বদাই বাস করি।*

এইরূপ উপদেশে পুস্তকখানি পরিপূর্ণ। ব্রতউপলক্ষে এই সকল উপদেশ শুনিবার বিধি আছে।

প্রমদা। দিদি। ব্রত কথাটী আমার কর্ণে যেন নুতন বোধ হইতেছে, কত কাল হইতে 'ব্রত' এ কথা যেন উঠিয়া গিয়াছে।

নির্ম্মলা। স্ত্রীলোকদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার জন্য ব্রত। এক একটী ব্রতের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থ শ্রবণের বিধি আছে। তাহাতে অনেক উপদেশ পাওয়া যায়।

প্রমদা। একটী কথা মনে হইয়া হাসি আসিতেছে। শুনেছি কোন গ্রামে একটী পুরোহিত ছিলেন, তিনি আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য মনগড়া কথা শুনাইতেন। পুঁথি পড়িতেছেন, গা দোলাইতেছেন আর বলিতেছেন। লোকে মনে করিত বুঝি পুঁথিতেই লেখা আছে। একদিন একটী বিধবা অনন্ত ব্রত করিয়াছে, তাহাতে পড়িতেছেন, "সূক্ষ্মবস্ত্রাণি সোত্তরীয়ানি মলমলানি পুরোহিতায় তুভ্যং সম্প্রদদে।" মলমলের ধুতিচাদর পুরোহিত মশায় আপনাকে প্রদান করি। বিধবা বলিলেন, পুরোহিত ঠাকুর! এ আপনার মনগড়া মন্ত্র, আপনার পিতা ঠাকুরত কখনও এ মন্ত্র পড়েন নাই। পুরোহিত ক্রোধভরে বলিলেন, আচ্ছা তবে বল দেখি রাম শব্দের টাতে কি শব্দ হয়? বিধবার চক্ষু স্থির, বলিল পুরোহিত ঠাকুর তোমার টা ফা আমি বুঝিনা। পূর্ব্বকালে মলমল টলমল ছিলনা, তুমি মন্ত্রে মলমল পাইলে কোথা? পুরোহিত ক্রোধে লজ্জায় মিশ্রিত হইয়া পাঁজি পুঁথি বগলে করিয়া বলিল, "তবে তুমি ন্যায় শাস্ত্রের টোল কর। শর্ম্মার প্রস্থান।" সেই হইতে সেই গ্রামের লোক আর ব্রত করায় না। আহা! ব্রত কথার এমন সুন্দর সুন্দর উপদেশ তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না।

নির্ম্মলা। পুরোহিতদিগের দোষে অনেক অনিষ্ট হইয়াছে। তাঁহারা কেবল অর্থলোভের জন্যই ব্যস্ত। যাহাতে শাস্ত্রের উদ্দেশ্য সফল হয়, তাঁহারা

* বামাবোধিনী ২০৫ সংখ্যাতে আরম্ভ করিয়া যে গৃহলক্ষ্মী প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে, তাহা দেখ। বা, বো, স।

সে চেষ্টা করিলে আজি দেশের এত দুর্গতি দেখিতে হইত না। শাস্ত্ররূপ রত্নাকরে যে সকল মহারত্ন ডুবিয়া আছে, পুরোহিতেরা সে সকল রত্ন না দেখিয়া লোককে শামুক গুগলী দেখাইয়া শ্রদ্ধা-হীন বিশ্বাসহীন করিয়াছেন।

প্রমদা। ভাল দিদি। শাস্ত্র জানিলে কি উপকার হয়?

নির্ম্মলা। প্রত্যক্ষই দেখনা কেন? শাস্ত্রের এক বিন্দু মাত্র অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করাতে তুমি কত উপকার লাভ করিতেছ। সূতিকাগার হইতে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া পর্য্যন্ত কিরূপে করিতে হয়, শাস্ত্রে সমস্ত ব্যবস্থাই আছে। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ শাস্ত্র রূপ মহাবৃক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ফল প্রদান করে। যাহা হউক ব্রত নিয়ম উঠিয়া যাওয়াতে অত্যন্ত অনিষ্ট হইয়াছে। কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেই আমোদ প্রমোদে মত্ত। ধর্ম্ম উপহাসের পদার্থ হইয়াছে। পূর্ব্বে স্ত্রীলোকেরা গৃহকর্ম্ম করিয়া অবকাশ পাইলে পুরাণ শুনিতেন অথবা নাম জপ করিতেন। এখন স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা দেখিয়া ভয় হয়। গৃহকর্ম্মে আস্থা নাই, অবকাশ সময় তাস খেলায় যায়। স্বামীর সঙ্গে কেবল স্বার্থের সম্বন্ধ। পর পুরুষ বলিয়া সঙ্কোচ নাই, পরলোকে বিশ্বাস নাই, অতিথি সেবায় ভক্তি নাই! আত্মীয় কুটুম্বদিগের প্রতি স্নেহ যত্ন নাই। সময় অতি ভয়ানক দেখে ভয় হয়।

প্রমদা। দিদি! ঠিক্ বলিয়াছ। আগে মনে করিতাম স্ত্রীলোক লেখা পড়া শিখিলেই বুঝি ধর্ম্ম কর্ম্মে মতি থাকে না। এখন দেখি সকলেরই ঐ গতি। এ কালেরই দোষ। শুনেছি কলিকালে ধর্ম্ম কর্ম্ম নষ্ট হবে। ভগবান স্বয়ং দুষ্ট দমন করিয়া সত্য ধর্ম্ম স্থাপন করিবেন। আজি সন্ধ্যা হলো, বাড়ী যাই। আর এক দিন এবিষয়ে আলাপ করিতে ইচ্ছা রহিল।

বল সঞ্চয়।

যেমন ভবিষ্যতের ব্যয়ের জন্য বর্ত্তমানে ধনসঞ্চয় করিয়া রাখা যায়, তদ্রূপ ভবিষ্যতের ব্যবহারের জন্য বর্ত্তমানে বলসঞ্চয় করিতে পারা যায়। ইংরাজী বিজ্ঞানশাস্ত্রে ইহাকে 'Conservation of Energy' বলে। আমরা অদ্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহার মূল তত্ত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

মনে কর একটা পুষ্করিণীতে জল আছে। তখন সে জলের দ্বারা কোনরূপ গতি উৎপাদন করা যায় না, কারণ সে জলের নিজের গতি নাই, সুতরাং সে অন্যকে গতি দিতেও পারে না। যদি জলোদ্ধরণ যন্ত্রের (Water Pump) সাহায্যে বা অন্য উপায়ে সেই জল উচ্চভূমিতে আর একটি পুষ্করিণীতে

বা বৃহৎপাত্রে রাখিতে পারা যায়, তাহা হইলে সেই জলের দ্বারা যখন আবশ্যক, গতি উৎপাদন করা যাইতে পারে। কারণ সেই সঞ্চিত জলকে নিম্ন দিকে আসিবার সুবিধা দিলেই পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির গুণে আপনা আপনি তাহার নিম্ন দিকে গতি হইবে এবং একখানি চাকা সেই জলের গতির মুখে এমন করিয়া স্থাপন করা যাইতে পারে যে তাহা জলের বলে ঘুরিতে থাকিবে, তখন সেই চক্রের গতিদ্বারা কোনরূপ কল চালাইয়া লইতে পারা যায়। এই যে জল উপরে তুলিয়া ভবিষ্যতের জন্য কার্য্যের উপযোগী করা হইল, ইহাকে বল সঞ্চয় বলা যায়। ইহাতে অনেক দিকে সুবিধা। প্রথমতঃ এই সঞ্চিত বল যখন ইচ্ছা ব্যবহার করা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ ইহা অল্পে অল্পে সঞ্চিত হইলেও কার্য্য কালে একেবারে প্রভূত বলের কার্য্য করিতে পারে। মনে কর বার জন লোক একেবারে বলপ্রয়োগ করিলে যত বল উৎপন্ন হয়, তোমার এক ঘণ্টা কালের জন্য সেই পরিমাণে বলের প্রয়োজন, অথচ লোক এক জনের অধিক নাই। এরূপ স্থলে সেই একজন লোক সমস্ত বলের সহিত যদি বার ঘণ্টা কাল জল উত্তোলন করিতে পারে, তাহা হইলে তাহাতে যে বল সঞ্চিত হইবে তাহাতে ঠিক্ তোমার আবশ্যক মত কার্য্য হইবে। সংঘর্ষণ (Friction) ও অন্যান্য কারণে যে বলক্ষয় হয়, তাহা গণনার মধ্যে না ধরিলে বলা যাইতে পারে যে একজন লোক বার ঘণ্টা বলপ্রয়োগ করিয়া যে বল সঞ্চয় করিতে পারে তাহা এক ঘণ্টার জন্য বার জন লোকের কাজ করিতে পারে। তৃতীয়তঃ বলসঞ্চয়ের সময়েই কেবল পরিশ্রমের প্রয়োজন, কার্য্যের সময় আপনা আপনিই কার্য্য হইতে থাকে। চতুর্থতঃ যে স্থলে অল্প পরিমাণ বল অধিক কালের জন্য প্রয়োজন, সে স্থলে অল্পক্ষণের মধ্যে সেই বল সঞ্চয় করিয়া লওয়া যাইতে পারে এবং তৎপরে অল্পে অল্পে সেই বল কার্য্যে লাগাইতে পারা যায়। একটি বড় ঘড়ীতে দম দিতে অতি অল্পই সময় লাগে। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে যে বল সঞ্চিত হইল, সপ্তাহকাল সেই বল অল্পে অল্পে ঘড়ী চালাইতে থাকে। ঘড়ী সঞ্চিত বলের দ্বারাই চালিত হয়। ঘড়ীর স্প্রিং চাবি দ্বারা গুটাইয়া দিলে বল সঞ্চয় করা হইল। দোলকটী বদ্ধ করিয়া রাখ বল সঞ্চিত রহিল। যখন ইচ্ছা দোলকটি চালাইয়া দিলেই সেই বলের কার্য্য আরম্ভ হইল। বায়ু চালন যন্ত্রদ্বারা (air-compresser) একটি পাত্রের মধ্যে যদি বায়ু চাপিয়া রাখা যায়, সেই বায়ু ছাড়িয়া দিলেই তাহাদ্বারা গতি উৎপাদিত হইতে পারে।

যেমন বল প্রয়োগ দ্বারা বল সঞ্চিত হয়, তদ্রূপ রাসায়নিক সংযোগদ্বারা বল সঞ্চিত হইতে পারে। বৃক্ষলতাদি ক্রমাগত বায়ু হইতে অঙ্গারের অংশ গ্রহণ করিতেছে ও সেই অঙ্গার উদ্ভিদ শরীরে সঞ্চিত হইতেছে। আবার উপযুক্ত অবস্থায় সেই অঙ্গার বৃক্ষদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া উত্তাপ উৎপাদন করিয়া থাকে। এস্থলে বলা আবশ্যক যে উত্তাপ গতির প্রকার ভেদ মাত্র। এইরূপ জড় জগতে নিত্য নানারূপে শক্তি সঞ্চিত হইতেছে ও উপযুক্ত সময়ে অন্য আকারে সেই শক্তির কার্য্য হইতেছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে উত্তাপ গতির প্রকার ভেদ মাত্র। গতি হইতে উত্তাপ উৎপন্ন হয়, উত্তাপ হইতে গতি উৎপন্ন হয়। সূর্য্যের উত্তাপ জলকণাকে বিশ্লিষ্ট করিয়া বাষ্পাকারে পরিণত করে। সেই বাষ্প বায়ু অপেক্ষা লঘু বলিয়া উপরে উঠিয়া যায়। সেই বাষ্প হইতে উত্তাপের ভাগ চলিয়া গেলেই তাহা বৃষ্টি বা বরফের আকারে উচ্চ ভূমিতে পতিত হইয়া নদীর স্রোত বর্দ্ধন করে। সেই স্রোতের মুখে চক্র স্থাপিত করিয়া কল চালাইয়া লইতে পারা যায়। এস্থলে সূর্য্যের উত্তাপ দ্বারা বল সঞ্চিত হইল।

উপরে যে কয়েকটী দৃষ্টান্ত দেখান হইল, তাহার মধ্যে বৃক্ষদেহ হইতে উত্তাপ উৎপাদন ভিন্ন অপর কয়েকটীর একবিষয়ে সাদৃশ্য আছে। ঐ সকল স্থলেই প্রথমে প্রকৃতির বিরুদ্ধে কার্য্য করা হয়, পরে কার্য্যকালে প্রকৃতির অনুযায়ী কার্য্য হইয়া থাকে। জলের গতি স্বভাবতঃ নিম্নদিকে, সুতরাং জল যখন উপরে উত্থাপিত হয়, তখন তাহাকে তাহার স্বাভাবিক গতির বিপরীত দিকে লইয়া যাওয়া হয়। তৎপরে সেই জল নিজের নিম্নাভিমুখ গতি প্রাপ্ত হইবার সুবিধা পাইলেই আপনা আপনি কার্য্য করিতে থাকে। তখন আর অন্য বল প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। ঘড়ির স্প্রীং যখন জড়াইয়া দেওয়া হয়, তখন তাহাকে বল পূর্ব্বক তাহার স্বাভাবিক অবস্থার বিপরীতে লইয়া যাওয়া হয়। পরে সে অবসর পাইলেই সেই স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃ প্রাপ্ত হইতে চেষ্টা করে এবং সেই চেষ্টাতে গতি উৎপন্ন হয়। এই উভয় স্থলেই প্রয়োজনানুসারে বলের তারতম্য করা যায়। তবে সময়ের পরিমাণ অনুসারে বলের আধিক্য বা অল্পতা হয়। অর্থাৎ একেবারে অধিক বলের কার্য্য করাইয়া লইতে হইলে অল্প সময়ের মধ্যেই সঞ্চিত বল শেষ হইয়া যায় এবং অপর পক্ষে অল্প পরিমাণে কার্য্য হইলে অনেকক্ষণ ধরিয়া কার্য্য চলিতে পারে। আর একটী কথা এই সংঘর্ষণ (Friction) প্রভৃতি কারণে সঞ্চিত বলের মোট পরিমাণ প্রথম প্রযুক্ত বলের পরিমাণ অপেক্ষা

কিঞ্চিৎ কম হয়। কিন্তু তাহা অতি যৎসামান্য। রাসায়নিক কার্য্য দ্বারা আরও নানারূপ বল সঞ্চিত হয় কিন্তু পাঠিকাগণের বোধগম্য হইবে না বলিয়া আমরা এস্থলে তাহার উল্লেখ করিলাম না।

আর এক প্রকারের বল সঞ্চয় আছে, তাহার নাম তাড়িত বল সঞ্চয়। বৈদ্যুতিক বলোৎপাদক যে সকল যন্ত্র আছে, তাহাতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবামাত্র তাহার কার্য্য আরম্ভ হয়। কিন্তু আর এক প্রকারের যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে যাহার দ্বারা বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে তাড়িত বল সঞ্চয় করিয়া রাখা যায়। অধিক বলশালী বৈদ্যুতিক যন্ত্রের মূল্য অত্যন্ত অধিক ও তাহার বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রক্রিয়াও ব্যয়সাধ্য। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত যন্ত্রের গুণ এই যে অল্প বলশালী বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে অল্পে অল্পে এই যন্ত্রকে তাড়িত বলযুক্ত করা যাইতে পারে এবং যখন আবশ্যক তখনই তাহা দ্বারা অধিক বলের কার্য্য করাইয়া লওয়া যায়। বৈদ্যুতিক আলোক উৎপাদন ও অন্যান্য অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যে এই যন্ত্র অনেক উপকারে আইসে। ইহা দ্বারা খরচেরও অনেক লাঘব হয় এবং যখন ইচ্ছা তখনই কাজ পাওয়া যায়।

এক খানি চিত্র।

রজনী অবসানপ্রায়, কিন্তু আকাশে এখনও নক্ষত্র মালা বিরাজ করিতেছে এবং পক্ষীদিগের প্রভাতী গান এখনও আরম্ভ হয় নাই—জগতের অধিকাংশ প্রাণী নিদ্রাদেবীর প্রসাদ সম্ভোগ করিতেছে। এমত সময়ে বামহস্তে প্রদীপ লইয়া গৃহকার্য্যানুরোধে প্রাঙ্গণে একাকিনী রমণী ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন। নিদ্রাভঙ্গে শিশুদিগের মল মূত্র ত্যাগ করাইয়া তাহাদিগকে পুনর্ব্বার ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়া আসিয়াছেন, পাছে তাহারা আবার জাগিয়া ক্রন্দন করে, এজন্য সর্ব্বদা সতর্ক রহিয়াছেন, কোন প্রকার শব্দ শ্রবণ মাত্র কর্ণপাতিয়া শয়নগৃহের দিকে তাকাইতেছেন। প্রভাত হইবার পূর্ব্বে গৃহের আবশ্যক কার্য্য সকল সমাপ্ত করিয়া শিশুদিগের নিদ্রা ভঙ্গ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ তাহাদিগকে লইয়া প্রাঙ্গণে বেড়াইবার পর তাহাদিগকে সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর খাদ্য দ্বারা পরিতৃপ্ত করিলেন এবং নানাবিধ ক্রীড়ার বস্তু দ্বারা তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া স্বামী নিদ্রোত্থিত হইলে তাহাদিগকে তাঁহার নিকট রাখিয়া শয্যা উত্তোলন ও গৃহ ধৌত করিলেন। তাহার পর রন্ধনশালে গিয়া পাকার্থ অগ্নি ও মসলাদি প্রস্তুত করিয়া স্নানান্তে পাক আরম্ভ করিলেন। মধ্যে মধ্যে এক এক

বার শিশুরা কে কি করিতেছে, তাহারও অনুসন্ধান লইতে লাগিলেন। স্বামী স্নানাদি করিয়া প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে রমণী অন্ন ও দুই তিন খানি ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া শিশুদিগকে ভোজন করাইলেন। স্বামী আহারান্তে অল্প ক্ষণ বিশ্রাম করিয়া কার্য্যালয়ে গমন করিলেন। রমণী তাহার পর স্বয়ং ভোজন করিয়া ভোজন পাত্র ও রন্ধনশালা ধৌত করিলেন। এইরূপে পূর্ব্বাহ্ণের গৃহকার্য্য এক প্রকার শেষ হইল।

অপরাহ্নে যখন অন্য কুলকামিনীগণ নিদ্রা যান, তাস ক্রীড়ায় রত থাকেন, অথবা অন্য লোকের কুৎসা লইয়া আমোদ করেন, তখন আমাদিগের রমণী শিশুসন্তানদিগকে নিদ্রিত করিয়া কখন বা নানা প্রকার শিল্প কার্য্য, কখন বা বিশুদ্ধ নীতিপূর্ণ গ্রন্থ পাঠ করিয়া সময় অতিবাহিত করেন। কোন কোন দিন প্রতিবাসীদিগের বাটীতে যাইয়া কুলকামিনীদিগের সহিত সদালাপ অথবা তাহাদিগের কারুকার্য্য শিক্ষার সাহায্য করেন। কখনও কাহাকে দুঃখিত, বিরক্ত বা উদ্বিগ্ন দেখিলে তাহাকে নানা প্রকার সদুপদেশ ও প্রবোধ বাক্য দ্বারা সান্ত্বনা করেন। মধ্যে মধ্যে দরিদ্র পরিবারদিগের তত্ত্ব লন। যদি কখন জানিতে পারেন যে কোন দুঃখী পরিবারের অর্থাভাবে আহার হয় নাই, অথবা ঔষধ পথ্যের উপায় অভাবে চিকিৎসা হইতেছে না, তাহাহইলে নিজে কারুকার্য্য দ্বারা যাহা উপার্জ্জন করেন, তদ্দ্বারা অসঙ্কুচিত চিত্তে সেই পরিবারের সাহায্য করেন। আহারান্তে গৃহে অতিথি আসিলে কোন কোন কুলকামিনী কত বিরক্ত হন, কিন্তু আমাদের রমণী যখন যিনি আসুন, তাঁহার সেবা করিতে কখন ক্লান্ত হন না। যিনি একবার তাঁহার বাটীতে আসিয়াছেন, তিনি তাঁহার শ্রদ্ধা, যত্ন ও অন্যান্য সদ্গুণের কথা সকলের নিকট ব্যাখ্যা করেন এবং যে কোন স্থানে যান স্ত্রীজাতির গুণের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে তাঁহাকে আদর্শ রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার উপর সকলেই সন্তুষ্ট, তাঁহাকে দেখিলে সকলেই সুখী হয়। এই সকল কার্য্যের মধ্যে গৃহ মার্জ্জন ও গৃহ শৃঙ্খলা সাধনে কখন বিস্মৃত হন না। গৃহ খানি সামান্য বটে, কিন্তু তাহার পারিপাট্য ও সুশৃঙ্খলা দর্শনে বহু দাসদাসী পরিবৃত, বহু ব্যয়সাধ্য অট্টালিকাবাসিনীগণকে ধিক্কার না দিয়া থাকিতে পারা যায় না। শিশুদিগের সম্বন্ধে তাঁহার এরূপ সুব্যবস্থা যে তাহাদিগের আহার, স্নান, নিদ্রা ও মলমূত্র ত্যাগের এক প্রকার নির্দ্দিষ্ট সময় হইয়া গিয়াছে। তাঁহার সন্তানগণের প্রতি ব্যবহারও আদর্শ স্বরূপ। তাহাদিগের প্রতি কখনও তাঁহার প্রেম দৃষ্টির বিরাম নাই। কেহ কখনও তাঁহাকে সন্তানদিগকে প্রহার, তাড়না, অথবা কটূক্তি করিতে দেখেন

নাই। প্রয়োজনীয় বস্তু সকল তিনি এরূপ সাবধানে রাখিতেন যে শিশুগণ তাহাদিগকে নষ্ট করিবার সুযোগ পাইত না, সুতরাং এজন্য তাঁহাকে তাহাদিগের প্রতি বিরক্ত হইতে হইত না। শিশুগণের মধ্যাহ্নের নিদ্রা ভঙ্গ হইলে কাহাকে অ, আ, ক, খ, গ, ঘ, ইত্যাদি, কাহাকে 'পাখী সব করে রব'; 'মায়ের মতন কে আছে এমন' প্রভৃতি কবিতা পাঠ করাইয়া থাকেন। রমণী যখন তাহাদিগকে পাঠ শিক্ষা দেন, তখন মাতা ও শিশুর পরস্পরের প্রতি পরস্পরের দৃষ্টিতে যে স্বর্গীয় শোভা বিরাজ করে, তাহা প্রত্যক্ষ না করিলে কেহ অনুভব করিতে পারে না। শিশুদিগের পাঠান্তে স্বামী ও সন্তানদিগের জন্য জলখাবার প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হন। স্বামী কার্য্যালয় হইতে প্রত্যাগমনানন্তর সন্তানদিগকে লইয়া একসঙ্গে আহার করেন। তাঁহার আহারান্তে রমণী তাহাদিগকে তাঁহার নিকট রাখিয়া সায়ংকালীন আহারের আয়োজনার্থ গমন করেন। আহার প্রস্তুত হইলে অগ্রে স্বামী ও শিশুদিগকে ভোজন করাইয়া তৎপরে স্বয়ং আহার করিয়া অবশিষ্ট গৃহকার্য্য সকল সমাপ্ত করেন। তাহার পর শয়ন গৃহে প্রবেশ করিয়া শিশুদিগকে লইয়া স্ত্রীপুরুষ উভয়ে ক্ষণকাল কৌতুক করেন। সে দিবস যে যাহা শিক্ষা করিয়াছে গৃহিণী তাহা স্বামীর নিকট পরীক্ষা দেওয়াইয়া তাহাদিগকে নিদ্রিত করেন। পরে ক্ষণকাল আপনারা সদালাপে করিয়া ও দিবা ভাগে যিনি যাহা করিয়াছিলেন তাহা পরস্পরের নিকট বিবৃত করিয়া সর্ব্বসুখদাতা, শান্তিবিধাতা পরমেশ্বরের করুণার জন্য কৃতজ্ঞ হইয়া ও তাঁহার নিকট পরিবারের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিয়া শয়ন করেন।

স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ অলঙ্কারপ্রিয়। অতিঅল্প রমণী অলঙ্কারের জন্য স্বামীকে পীড়ন না করিয়া ক্ষান্ত থাকেন। আমাদের রমণীর পিতৃদত্ত ও স্বামিপ্রদত্ত কয়েক খানি স্বর্ণালঙ্কার ছিল। কিন্তু তিনি গহনার জন্য স্বামীকে কখনও পীড়ন কিম্বা অনুরোধও করেন নাই। সংসারের আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহের পর মাসিক বেতন হইতে যাহা উদ্বৃত্ত হইত, তদ্দ্বারা স্বামী স্ব ইচ্ছায় মধ্যে মধ্যে এক এক খানি অলঙ্কার ক্রয় করিয়া দিতেন। অলঙ্কার গুলি সর্ব্বদা ব্যবহার না করিয়া তিনি যত্ন পূর্ব্বক তুলিয়া রাখিতেন। অলঙ্কার পাইয়া তিনি কখনও তাহার দোষ বাহির করিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না, বরং কৃতজ্ঞচিত্তে কত আনন্দ প্রকাশ করিতেন। স্বামীর অর্থের প্রয়োজন হইলে তিনি অকাতরে সেই সকল অলঙ্কার বাহির করিয়া দিতেন। কেবল তাহা নহে, প্রতিবাসীদিগের বিশেষ অভাবের সময় সেই সকল অলঙ্কার দ্বারা উপকার করিতে ত্রুটি করিতেন না।

স্বামীর প্রতি এই রমণীর ব্যবহারের কথা শুনিলে অনেক কুলকামিনী লজ্জায় অধোবদন হইবেন। ইনি স্বামীকে ব্যাঘ্র কিম্বা দস্যুর ন্যায় দেখিতেন না, আপনাকে স্বামীর দাসীরূপেও মনে করিতেন না। ইঁহার সংস্কার ছিল যে স্ত্রী ও পুরুষের একত্র যোগ ও একত্র চেষ্টা না হইলে সংসারযাত্রা সুখে নির্ব্বাহ হয় না। ইনি মনে করিতেন যে স্বামী তাঁহার জন্য, তিনি স্বামীর জন্য এবং তাঁহারা উভয়ে ঈশ্বরের কার্য্যের জন্য। স্বামীর কোন ত্রুটী দেখিলে অনেক রমণী তাঁহার প্রতি খড়্গহস্ত হন এবং রাগান্ধ হইয়া তাঁহাকে কতই কটূক্তি করেন। এই রমণী স্বামীর প্রতি কখনও এরূপ ব্যবহার করিতেন না। তিনি স্বামীর সামান্য ত্রুটি গ্রাহ্য করিতেন না। গুরুতর অন্যায় কার্য্য করিতে দেখিলে ধীর ভাবে তাঁহাকে নানাপ্রকারে বুঝাইতেন এবং তাড়না বা কোপের পরিবর্ত্তে প্রেম ও সদ্ভাব দ্বারা তাঁহার ত্রুটি সংশোধন করিতেন। যাহাতে স্বামীর সুখ ও আনন্দ হয়, রমণী সর্ব্বদা তাহারই চেষ্টা করিতেন। চন্দাংশে আপনার কোন দোষ বা ত্রুটি হইলে কতই লজ্জিত হইতেন, শত শত বার অনুতাপ করিতেন এবং স্বামীর নিকট পদে পদে অপরাধিনী বলিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিতেন। এই সকল কারণে তাঁহাদিগের গৃহে সর্ব্বদা শান্তি বিরাজ করিত। প্রতিবাসিগণ তাঁহাদের কাছে আসিয়া আপনাদিগের অশান্তি দূর করিত। তাঁহাদের দৃষ্টান্তে অনেক গৃহস্থের সুখ ও শান্তি বৃদ্ধি হইত। বস্তুতঃ এই স্ত্রী পুরুষ উভয়ে চরিত্র ও ব্যবহার গুণে প্রতিবাসীগণের অনুকরণীয় ছিলেন।

আমেরিকা আবিষ্কার।

(২১৫ সংখ্যা ২৫১ পৃষ্ঠার পর)

কলম্বস পরদিন সেই দ্বীপের উপকূলভাগ পর্য্যবেক্ষণে নিযুক্ত রহিলেন। মার্কোপোলো প্রভৃতি আসিয়ার পর্য্যটকদিগের ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠে তাঁহার সংস্কার হইয়াছিল যে ভারতবর্ষ অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী দেশ; স্বর্ণ লাভের আশা তাঁহার মনে অত্যন্ত বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল। এই দ্বীপের অধিবাসীগণকে অত্যন্ত দরিদ্র দেখিয়া তিনি স্থির করিলেন যে পর্য্যটকগণ ভারতসাগরস্থ যে সকল দ্বীপের বর্ণন করিয়াছেন ইহা তাহারই একটী। তাহারা এক প্রকারের স্বর্ণালঙ্কার পরিধান করে দেখিয়া তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন স্বর্ণ কোথায় পাওয়া যায়? তাহারা দক্ষিণ দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া নানা

অঙ্গ ভঙ্গিদ্বারা প্রকাশ করিল যে দক্ষিণ দিক্‌স্থিত দেশ সমূহে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ পাওয়া যায়। তিনি তদনুসারে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিতে মনস্থ করিলেন; এবং এই মনে করিয়া সান সালবেডর হইতে জন কতক দেশীয় লোক সঙ্গে লইলেন যে তাহাদিগকে স্পেনীয় ভাষা শিক্ষা দিয়া তাহাদিগের দ্বারা অন্যঅন্য নিকটবর্ত্তী দেশের লোকদিগের সহিত কথাবার্ত্তার সুবিধা করিয়া লইবেন।

এই রূপে কলম্বস্ সুবর্ণ লাভের প্রত্যাশায় একে একে তিনটী দ্বীপ আবিষ্কার করিয়া একটী প্রকাণ্ড দ্বীপে উপনীত হইলেন। এই দ্বীপের নাম কিউবা। ইহা অন্যান্য দ্বীপগুলি অপেক্ষা অধিক উর্ব্বর এবং এখানে চাসবাসের আয়োজনও অধিক। এখানকার অধিবাসীগণও অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান্। তাহারাও স্পানিয়ার্ডদিগকে দেবতা বোধে তদনুরূপ ভক্তি প্রকাশ করিয়াছিল। কলম্বস এখানেও সুবর্ণলাভের বিশেষ সম্ভাবনা দেখিলেন না। স্বর্ণের জন্য অত্যন্ত আগ্রহ দেখিয়া অধিবাসীগণ তাঁহাকে বলিল পূর্ব্বদিকে হেটি নামে একটী দ্বীপ আছে; সেখানে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি তথায় যাত্রা করিবার পূর্ব্বেই পিন্টার পোতাধ্যক্ষ মার্টিন আলন্সো পিঞ্জন সর্ব্বাগ্রে তত্রত্য ধনের অধিকারী হইবার প্রত্যাশায় কলম্বসের আজ্ঞার বিরুদ্ধে পোত খুলিয়া চলিয়া গেলেন। প্রতিকূল বায়ুবশতঃ কলম্বসের হেটিদ্বীপে পঁহুছিতে বিলম্ব হইল। সেখানে উপস্থিত হইয়া তিনি পিন্টার কোন সংবাদ পাইলেন না। এখানে এক জন কাজিক (দেশীয় রাজা) তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের প্রতি যথেষ্ট সমাদর প্রকাশ করিয়াছিলেন। এখানেও তিনি অধিবাসীদিগকে স্বর্ণ কোথায় পাওয়া যায় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তাহারা পূর্ব্বদিকে একটী পার্ব্বত্য প্রদেশের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল "ঐ স্থানের নাম সিবাও; ঐখানে স্বর্ণ পাওয়া যায়।" কলম্বস শব্দ সাদৃশ্যে ভ্রান্ত হইয়া সিদ্ধান্ত করিলেন মার্কো পোলো এবং অন্যান্য পর্য্যটকগণ আসিয়ার পূর্ব্বদিক্‌স্থিত যে সিপাঙ্গো (জাপান) দ্বীপের কথা বলিয়া গিয়াছেন ইহা তাহাই হইবে। এই স্থির করিয়া তিনি পূর্ব্বদিকে যাত্রাকরিয়া গোয়া কানাহারি নামক একজন পরাক্রান্ত কাজিকের রাজ্যে উপনীত হইলেন। কলম্বসের আগমন বৃত্তান্ত শুনিয়া গোয়াকানাহারি তাঁহাকে সাক্ষাৎ করিতে নিমন্ত্রণ করিয়া দূত প্রেরণ করিলেন। কলম্বস তদনুসারে জাহাজ খুলিয়া চলিলেন। যাইতে যাইতে রাত্রির অন্ধকারে মাজির দোষে জাহাজ পাহাড়ে লাগিয়া গেল। কলম্বস তখন নিদ্রা যাইতেছিলেন। জাহাজে যে ধাক্কা লাগিয়াছিল, তাহাতেই তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। উপরে গিয়া দেখেন

মহা হুলস্থুল। তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াও জাহাজ বাঁচাইতে পারিলেন না। নিগ্নানামক জাহাজ হইতে তাঁহাদের সাহায্যার্থ কয়েকখানি নৌকা প্রেরিত হইল। সকলে তাহাতে উঠিয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন। তাঁহাদের বিপদের বার্ত্তা শুনিয়া গোয়াকানাহারি অনেক প্রজা সমেত উপকূলে উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পরে দ্বীপবাসীগণ অনেক সাল্‌তি লইয়া গিয়া ভগ্ন জাহাজে যাহা কিছু দ্রব্য সামগ্রী ছিল লইয়া আসিল। গোয়াকানাহারি স্বয়ং সে সমুদয় রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইলেন। পর দিন প্রাতে তিনি নিগ্নানামক পোতে যাইয়া কলম্বসের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ও তাঁহাকে নানা প্রকারে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

কলম্বস অকূল চিন্তা সাগরে নিমগ্ন। পিণ্টার কোন সংবাদ নাই। অবশিষ্ট দুইখানি জাহাজের মধ্যে যেখানি একটু দৃঢ় ছিল, সে খানিত নষ্ট হইয়া গেল। তাঁহার স্থিরবিশ্বাস হইয়াছিল যে আলন্সো পিঞ্জন তাঁহার পূর্ব্বে স্পেনে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিন্দা করিতে ও নিজের বাহাদুরী দেখাইয়া রাজার প্রতিশ্রুত পুরস্কার হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিতে চেষ্টা করিবে। সুতরাং শীঘ্র শীঘ্র দেশে ফিরিয়া না গেলেও চলে না। কিন্তু জাহাজ সবেমাত্র একখানি, তাহাও জীর্ণ ও সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। এই জাহাজে এতলোক লইয়া প্রকাণ্ড মহা সাগর পার হইয়া দেশেই বা যান কিরূপে? এই সকল বিষয় চিন্তাকরিতে করিতে কলম্বসের চিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কলম্বস বিষম সমস্যায় পড়িলেন।

নিশীথে বিহঙ্গকণ্ঠ শ্রবণ।

শাখীর ঝোপেতে পাখী স্ব শরীর ঢাকিয়ে,
বিনোদিছ কর্ণ মম মধুস্বরে গাইয়ে,
আমরি কি তৃপ্তিকর,
তোমার মধুর স্বর,
শুনিনি শুনিনি কভু এ হেন সঙ্গীত
সুধার আধার; প্রাণ হ'ল বিমোহিত।

নিস্তব্ধ বিজন বন! লয়ে প্রতিধ্বনি—
গাইছে সুদূর ব্যাপ্ত প্রান্তর অমনি!
ধরিছ মধুর তান,
জুড়াইল মন প্রাণ
ইচ্ছাকরে দিবানিশি শুনে তব গান,
জুড়াই সংসার-তপ্ত আমার পরাণ।

এ নৈশ গগন ভেদি, তোমার সুস্বর।
উঠিতেছে; পশিতেছে হিমাদ্রি গহ্বর;

মধুমাখা বিভুনাম গেয়ে অবিরত,
বিচরি বিজন বনে সদা তোর মত।

মরি কি স্বর্গীয় সুখ ভুঞ্জিছ বিরলে।
কোন চিন্তা নাহি মনে; গগণ মণ্ডলে
উড়িছ কখন, কিম্বা বসিতেছ ডালে!
ঘোষ কি বিভুর নাম এ মহীমণ্ডলে?
তাই যদি ওরে পাখী সঙ্গী কর মোরে
উড়ে যাই যথা তুই যাস্ উড়ে উড়ে!
ঝোপের আড়ালে থাকি,
সুমিষ্ট স্বরেতে ডাকি,
ব্যাকুল করিয়ে তুমি তুল ত্রিভুবন,
নহে সুধু উচাটন আমার এমন।

হে পাখী, শুনিলে তব মধুর নিক্কণ,
অনন্ত জলধি, গিরি, এ বিজন বন
বিস্তীর্ণ প্রান্তর স্থির থাকে ততক্ষণ
মনসাধে সুসঙ্গীত করিতে শ্রবণ!
সুরতাল লয় করি
ইমন রাগিণী ধরি,
গাও তুমি গাও পাখী আনন্দে মাতিয়ে
বিভু গুণ-গান, শুনে জুড়াক এ হিয়ে।

তোমার সুস্বরে পাখী সুখিত মেদিনী,
অনুকারি ঐ গান গায় স্রোতস্বিনী;
স্বন স্বনে সমীরণ ঘোষে অবিরাম,
হে মানব! কর সদা ব্রহ্ম গুণ গান॥

উত্তাপ ও শীত।

জগতে যাহা কিছু পদার্থ বলিয়া পরিচিত, সকলই পরমাণু সমষ্টি। ইহার মধ্যে কোথায়ও বা পরমাণুরাশি পরস্পর আকর্ষণ বিশেষের গুণে পরস্পরের সহিত দৃঢ়ভাবে কোথাও বা শ্লথ ভাবে সম্বদ্ধ, এবং কোথায়ও বা তাহারা এমনি ভাবে অবস্থিত, যে কাহারও সহিত কাহারও কোন সম্বন্ধ আছে কিনা তাহা বুঝিতে পারা যায় না। জগতের সমুদয় পদার্থই ইহার কোন না কোনও অবস্থাপন্ন। যে পদার্থে পরমাণুরাশি পরস্পরের সহিত দৃঢ়রূপে সম্বদ্ধ তাহা কঠিন, এবং যেখানে পরমাণুর যোগ সহজে বিচ্ছেদ্য তাহা তরল পদার্থনামে অভিহিত; কিন্তু যে পদার্থে পরমাণু গুলি একেবারে বিচ্ছিন্ন এবং স্বাধীন ভাবে অবস্থিত, তাহা বায়বীয় সংজ্ঞায় আখ্যাত। প্রত্যেক পদার্থই অবস্থা বিশেষে পতিত হইলে কঠিন, তরল, বা বায়বীয় আকার ধারণ করিতে পারে। অনেকেই দেখিয়াছেন যে স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি কঠিন ধাতু গলিয়া তরল হয়, আবার ঐ তরল অংশের কিয়দংশ ধূমরূপে পরিণত হইয়া থাকে। আর এক দিকে দেখুন যে প্রবাহিত বাতাসের সহিত অদৃশ্য ভাবে কোথায় একবিন্দু জলকণা অবস্থিতি করিতেছিল, অবস্থা বিশেষে পড়িয়া আবার তাহাকে জল হইয়া পড়িতে হইল; আবার ঐ জলকে আমরা বরফ হইতে দেখিয়াছি। যাহাদের গৃহে অতি পূর্ব্বতন বামাবোধিনী গুলি যত্নে রক্ষিত আছে, তাঁহারা "জল বহ-

রূপী' শীর্ষক প্রস্তাবে এই বিষয়ের অনেক আলোচনা দেখিতে পাইবেন। কিন্তু আজ আমরা জড় পদার্থ যে প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে এরূপ রূপান্তরিত হইয়া থাকে, সেই বিষয়ের আলোচনা করিব।

ছুইটী শক্তি প্রভাবে পদার্থ সমূহের এইরূপ রূপান্তর ঘটিয়া থাকে, একটী উত্তাপ, এবং অপরটী শীত। কঠিন পদার্থ তরল ও বায়বীয় হয়—উত্তাপে, এবং বায়বীয় পদার্থ তরল ও কঠিন হয়—শীতে। যখন কঠিন পদার্থ তরল হয়, তখন উহার অবয়ব বৃদ্ধি পায় এবং তরল পদার্থ কঠিন হইবার সময় সঙ্কুচিত হইয়া আইসে। সর্ব্বদাই আমাদিগের চক্ষুর সমক্ষে এই সকল ঘটনা ঘটিয়া থাকে, আমরা বিশেষ অনুধাবন করি না বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। সকলেই বোধ হয় তাপমান যন্ত্র দেখিয়া থাকিবেন, এই যন্ত্রে তাপ পরিমিত হইয়া থাকে। আমরা দেখিয়া থাকি যে ঐ যন্ত্রস্থিত পারদ কখন উর্দ্ধে উঠে, কখন বা নামিয়া পড়ে। যন্ত্রের চতুর্দ্দিকস্থ বায়ুর উষ্ণতা বা শৈত্যই ইহার একমাত্র কারণ। যখন বায়ু উষ্ণ হয়, তখন পারদ উপরে উঠিতে থাকে এবং যখন বায়ু শীতল হয়, তখন ঐ পারদ নিম্ন দিকে আসিয়া পড়ে। ছুই একটী সামান্য দৃষ্টান্ত দ্বারা এই কথাটী ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করা যাউক। অনেকেই দেখিয়াছেন যে গাড়ির চাকায় একটী করিয়া লৌহ বেষ্টন থাকে। ঐ লৌহ বেষ্টন তৈয়ারি করিবার সময়ে চাকার বেড় অপেক্ষা কম করিয়া নাপিয়া লইতে হয়; তাহার পর আগুণে দিলে যখন খুব উত্তপ্ত হয়, তখন অনায়াসে ঐ বেষ্টনটী চাকার চারিদিক দিয়া পরাইয়া দেওয়া যায়; তাহার পর শীতল হইয়া যখন সঙ্কুচিত হয়, তখন আপনা আপনি ঐ চাকাটীকে শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরে। এই স্থানে আর একটী কথা বলা যাউক; এক বার এক স্থানে একটী নূতন অট্টালিকার দুই দিকের দেওয়াল হেলিয়া পড়িয়াছিল। গৃহস্বামী দেখিলেন যে দেওয়াল ছুটী সোজা করিতে হইলে, আবার ভাঙ্গিয়া গড়িতে হয়, অট্টালিকাটী বহু ব্যয়ে গঠিত হইয়াছিল, আবার এই সংস্কারে যে কত ব্যয়াধিক্য হইবে তাহারও ইয়ত্তা নাই। তিনি এইরূপ ভাবিতেছেন, তখন তাঁহার একজন বিজ্ঞানবিৎ বন্ধু আসিয়া সমুদয় অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া ছাদের কড়ি কাষ্ঠের সমান দীর্ঘ কতক গুলি লৌহ দণ্ড নির্ম্মাণ করাইলেন। পরে পরস্পর সম্মুখীন দেওয়াল দ্বয়ে অনেক ছিদ্র করাইয়া লৌহদণ্ডগুলি খুব উত্তপ্ত করাইয়া ঐ রন্ধ্রে পরাইয়া দিলেন। লৌহদণ্ডগুলি উত্তপ্ত হইয়া বর্দ্ধিতায়তন হইয়াছিল বলিয়া দেওয়াল ঝুলিয়া পড়িলেও তাহাতে লাগিল। এবং পরে যখন ঐ লৌহদণ্ডগুলি শীতল হইল, তখন তাহার আয়তন কমিয়া কড়িকাষ্ঠের মত হইল এবং প্রবল আকর্ষণে দেওয়াল দুই-

টীও যথাযথ রূপে দণ্ডায়মান হইল। জগতের সমুদয় পদার্থই উত্তাপ এবং শীতদ্বারা এইরূপ প্রসারিত এবং সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই সাধারণ নিয়ম জলের পক্ষে সকল সময় প্রযোজ্য নয় বলিয়া আমরা জলের সঙ্কোচন এবং প্রসারণ সম্বন্ধে দুই একটী নিয়মের কথা বলিব।

ফারনাইটের তাপমানের ৩৯ ডিগ্রির অধিক উত্তপ্ত হইলে জলের পক্ষে উক্ত সাধারণ নিয়ম খাটিয়া থাকে; কিন্তু নীচে জল শীতদ্বারা প্রসারিত এবং উত্তাপদ্বারা সঙ্কুচিত হইতে থাকে। এক বাটী জল যদি ৩৯ ডিগ্রি পরিমাণে উত্তপ্ত করিয়া তাহার পর আরও অধিক উত্তপ্ত বা শীতল করা যায়, তাহাহইলে দেখা যাইবে যে ঐ উভয়বিধ অবস্থাতেই জল স্ফীত হইয়া উঠিবে। ইহার দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এই ৩৯ ডিগ্রী পরিমাণে উত্তপ্ত হইলেই জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়; অর্থাৎ ৩৯ ডিগ্রি পরিমাণের উত্তপ্ত এক বাটী জল তদপেক্ষা অধিক বা অল্প উত্তপ্ত আর এক বাটী জল অপেক্ষা অধিক ভারী।

৩৯ ডিগ্রী হইতে ক্রমে শীতল হইতে হইতে জল যখন ৩২ ডিগ্রিতে আইসে, তখন জমিয়া বরফ হইয়া যায়। জল যখন এইরূপে জমিয়া বরফ হয়, তখন তাহার আয়তন বর্দ্ধিত হয়; অর্থাৎ একটী পাত্রে যতটুকু জল ধরে সেই জল বরফ হইলে সেই পাত্রে আর ধরে না। এ কথাটী আপাততঃ শুনিতে একটু আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু ইহা প্রকৃত কথা। আমরা ইহা বুঝাইবার জন্য দুই একটী সহজ দৃষ্টান্ত দিতেছি। একটী শূন্যগর্ভ বা ফাঁপা লৌহ বর্ত্তুল জলপূর্ণ করিয়া তাহার মুখ ছিপীদ্বারা বন্ধ করিয়া দিয়া যদি বরফের মধ্যে ডুবাইয়া রাখা যায়, তাহাহইলে বর্ত্তুল মধ্যস্থ জল যখন বরফ হইবে, তখন ঐ মুখের ছিপি খুলিয়া গিয়া বরফ বাহির হইয়া পড়িবে, অথবা যদি ছিপী দৃঢ় বদ্ধ থাকে, তবে ঐ লৌহবর্ত্তুল একেবারে ফাটিয়া যাইবে। ইহার কারণ এই যে বরফ হইয়া জলের আয়তন বৃদ্ধি পাইয়াছিল, কাজেই ঐ বর্ত্তুল-গর্ভে তাহার স্থানাভাব হইল। আমাদিগের দেশে কৃষকেরা একবার চাষ করিয়া পরে আবার ভূমিতে উত্থিত ঢিল গুলিকে ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য স্বতন্ত্র চেষ্টা পাইয়া থাকে। কিন্তু লাপলাণ্ড প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশে ঐ উত্থিত ঢিল গুলি ভাঙ্গিবার পরিশ্রম হইতে কৃষকেরা অব্যাহতি পাইয়াছে। দিনমানে যে জল হয়, ঐ জল ঢিল গুলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে; পরে যখন তাহা রাত্রিতে জমিয়া বরফ হয়, তখন ঢিল গুলি আপনা আপনি চূর্ণ হইয়া যায়। বরফের এই বৃহদায়তন প্রাপ্তির ফলে আমরা একটী আশ্চর্য্য উপকারিতা প্রত্যক্ষ করিলাম। ৩৯ ডিগ্রীর অপেক্ষা কম উত্তপ্ত জলের সম্বন্ধে যেরূপ কার্য্য

হয়, তাহা আমরা কতকটা দেখাইলাম এখন তদপেক্ষা অধিক উত্তপ্ত জল যে আবার সাধারণ নিয়ম অনুসরণ করে অর্থাৎ উত্তাপে প্রসারিত এবং শীতে সঙ্কুচিত হয় তাহা একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়া দিব। আমরা একটী কাঁচের সূক্ষ্ম নল কল্পনা করি, ঐ নলের এক প্রান্ত স্ফীত এবং অপর প্রান্ত খোলা; মনে করুন ঐ নলের কিয়দংশ লাল রঙ্গে রঞ্জিত জলে পূর্ণ আছে। এখন যদি নলের স্ফীত দেশ হাত দিয়া ধরা যায়, তাহাহইলে দেখা যাইবে যে ঐ নলের মধ্যস্থিত জল কিয়দ্দূর উর্দ্ধভাগে উঠিয়াছে। ইহার কারণ এই যে হাতের উত্তাপে জল উষ্ণ হয় এবং উষ্ণ হইয়া স্ফীত হইয়া উঠে। আবার হাত সরাইয়া লইলে বাতাসে যাই নলটী শীতল হইবে, অমনি জল নীচে আসিয়া পড়িবে। উত্তাপ এবং শীত জলের উপর কিরূপ কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা আমরা সংক্ষেপত একরূপ প্রদর্শন করিলাম।

আমরা উপরে ৩৯ ডিগ্রী পরিমাণ উত্তপ্ত জলের আপেক্ষিক গুরুত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছি। এই প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা জগতে যে কি এক সুমহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে, সে বিষয়ের একটী কথা নিম্নে বিবৃত করা গেল।

শীতপ্রধান দেশে সমুদ্র এবং অন্যান্য জলাশয়ের উপরে বরফ পড়িয়া থাকে এ কথা সকলেই শুনিয়াছেন। পদার্থ মাত্রই সকল অবস্থাতেই শীতে সঙ্কুচিত হইবে, ইহাই যদি নিয়ম হইত, তাহা হইলে এস্থলে একটী ভয়ঙ্কর অনিষ্ট ঘটিত। সমুদায় জল ভাগ একেবারে বরফ হইয়া যাইত; আর জলচর প্রাণিগণ কোনও রূপে জীবন ধারণ করিতে পারিত না—একেবারে কত অসংখ্য অসংখ্য প্রাণী মরিয়া যাইত। কিন্তু সর্ব্বজীবের সুখবিধাতা মঙ্গলময়ের কৃপায় এখানে আর একটী প্রাকৃতিক নিয়ম অসংখ্য জলচরের জীবন রক্ষা করিয়া তাঁহারই মহিমা জগতে ঘোষণা করিতেছে। যখন উপরিস্থিত উত্তপ্ত জলভাগ শীতল হয়, তখন ঐ জল অপেক্ষাকৃত ভারি হইয়া নীচে চলিয়া যায় এবং নিম্নস্থ উত্তপ্ত জল ভাগ উপরে আসিয়া আবার কিয়ৎপরিমাণে শীতল হইয়া নিম্নে যায়; এই রূপে ক্রমে ক্রমে সমুদায় জল ভাগ একে বারে এক সময়ে ৩৯ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উত্তপ্ত থাকে। আমরা বলিয়াছি যে এই পরিমাণে উত্তপ্ত জলেরই আপেক্ষিক গুরুত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তখন ঐ উপরিস্থ জলভাগ শীতল হইয়া আর নীচে যাইতে পারে না। এক্ষণে ক্রমে ঐ জল শীতল হইতে হইতে ৩২ ডিগ্রী পর্য্যন্ত যাইয়া বরফ হইয়া পড়ে এবং উপরি ভাগেই ভাসিতে থাকে। নিম্নস্থ জলভাগে মৎস্য প্রভৃতি জীবজন্তুগণ অনায়াসে জীবন ধারণ করিতে পারে। এই সমুদায় কার্য্যের অন্তরালে জগদীশ্বরের করুণাময় হস্তের পরিচয় পাইয়া কোন্ পাষাণ হৃদয়

ভক্তি রসে আপ্লুত না হইয়া থাকিতে পারে? যতই পদার্থতত্ত্ব শিক্ষা করা যায়—যতই জগদীশ্বরের রচনা কৌশলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়,ততই তাঁহার অপার জ্ঞান ও মহিমার পরিচয় পাইয়া তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হৃদয় কৃতার্থ ও ধন্য হইয়া যায়।

গৃহ-শ্রী।

কিরূপে গৃহধর্ম্ম সুচারুরূপে প্রতি-পালন করিতে পারা যায়, গৃহের সুখ সচ্ছন্দতা ও শ্রী বৃদ্ধি করা যায়, অন্যান্য শিক্ষার ন্যায় তাহাও সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা-সাপেক্ষ। এই শিক্ষার অপ্রতুলতা আমাদিগের গৃহের শ্রী অনেক পরিমাণে হানি করিয়াছে। কি উপায়ে সুন্দর-রূপে গৃহশ্রী সম্পাদন করিতে পারা যায়, অনেক গৃহিণী তাহা অবগত নহেন; ইহা অবগত হওয়া যে কর্ত্তব্য এ জ্ঞানও অধিকাংশের নাই। অনেকে মনে করেন, এ সামান্য বিষয়ও কি আবার শিক্ষা করিতে হয়,এ শিক্ষা লাভ আপনা হইতেই হইয়া থাকে। বিষয়টী সামান্য হইতে পারে, কিন্তু ইহার শিক্ষা লাভ যে আপনা হইতে হয় না, অনেক গৃহের দুর্দ্দশা তাহা সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। আমরা যাহা বলিতে চাই, তাহা বাক্যে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করা কঠিন। দুইটী সমান গৃহ রহিয়াছে, উভয় গৃহেই গৃহসজ্জার সামগ্রী তুল্যরূপ আছে, অথচ এই দুইটী গৃহের একটীতে প্রবেশ করিলে যেন কেমন এক প্রকার আশ্চর্য্য শ্রী দেখিতে পাওয়া যায়, যে দিকেই দৃক্‌পাত করি, চক্ষু যেন সেই দিকেই আকৃষ্ট হইয়া থাকে, আর ফিরিতে চাহে না; একটী সামান্য বস্তু এক স্থানে স্থাপিত আছে, অথচ তাহা এমন সুন্দর ভাবে স্থাপিত যে তাহার প্রশংসা না করিয়া ক্ষান্ত হওয়া যায় না। সে গৃহে প্রবেশ করিলে প্রাণে আরাম বোধ হয়, চক্ষু তৃপ্ত হয়, মনে আনন্দের উদ্রেক হইয়া থাকে। অপর গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখ, গৃহসজ্জার দ্রব্য সামগ্রীর কোন অপ্রতুল নাই; কিন্তু এমন বিশৃঙ্খল ভাবে স্থাপিত যে দেখিলেই বিরক্তি জন্মে, একদিক হইতে অপর দিকে যত শীঘ্র চক্ষু ফিরাইয়া লইতে পারা যায়, ততই যেন শান্তি হইবে বলিয়া মনে হয়; কিন্তু সে শান্তি সে আরাম কোন দিকেই পাওয়া যায় না, বিরক্তির পর অধিকতর বিরক্তি ক্রমে উপস্থিত হইতে থাকে। যে দিকে চাই সেই দিকেই নানা প্রকার খুঁত দেখিতে পাওয়া যায়, এবং গৃহ হইতে বহির্গত হইতে পারিলে আরাম বোধ হয়। যিনি এরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ ভাব উৎপাদক দুই খানি গৃহ

দেখিতে পাইয়াছেন, তিনি অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন আমরা কি বলিতে চাহিতেছি। পাঠিকা, আপনারা কি এরূপ পরস্পরবিরুদ্ধ দৃশ্য দর্শন করেন নাই? যদি করিয়া থাকেন তবে অবশ্যই তাহার কারণও অনুভব করিয়া থাকিবেন। সে কারণ আর কিছু নহে, পরস্পরের শিক্ষা ও রুচিগত পার্থক্য। কিরূপে গৃহের শ্রীসাধন করিতে হয়, একজনে তাহা জানেন, অপরে তাহা জানেন না, এই কারণেই দুই গৃহের শোভা সৌন্দর্য্যের এত পার্থক্য হইয়া থাকে।

অনেকের এরূপ সংস্কার আছে যে, গৃহের পারিপাট্য বিধান করিতে হইলে বিশেষ অর্থের প্রয়োজন। বস্তুতঃ একথা সম্পূর্ণরূপে ঠিক্ নহে। বহুমূল্য দ্রব্য সামগ্রীতে গৃহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায় থাকিলে অবশ্যই অধিক অর্থের প্রয়োজন হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু বহুমূল্য দ্রব্য ব্যতীত যে গৃহের সৌন্দর্য্য রক্ষা হয় না, তাহা নহে। অল্প পয়সায়, অথবা বিনা পয়সায়ও এমন অনেক দ্রব্য পাওয়া যায়, সুরুচি থাকিলে যদ্দ্বারা গৃহের বিশেষ শোভা ও সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করা যাইতে পারে। আর শিক্ষা ও সুরুচির অভাব হইলে বহু অর্থব্যয় করিয়াও গৃহের শ্রী রক্ষা করা যায় না। আমরা অনেক সময়ে আমাদিগের দেশের বড় লোকদিগের গৃহ বহুমূল্য চাকচিক্যময় দ্রব্যে সজ্জিত দেখিয়া যে আনন্দ লাভ না করিয়াছি, একজন সামান্য লোকের কুটীরে প্রবেশ করিয়া সেই গৃহের সুসজ্জিত অবস্থা দর্শন করিয়া তাহার শতগুণ সুখ লাভ করিয়াছি। তখন মনে হইয়াছে কবে আমাদিগের দেশের কুলকন্যাদিগের এরূপ শিক্ষা লাভ হইবে, যাহার বলে তাহারা আপনাদিগের গৃহকে অতি সামান্য ব্যয়ে এরূপ সুসজ্জায় সজ্জিত করিতে পারিবেন, যাহা দেখিলে নয়ন মন পরিতৃপ্ত হইবে; গৃহ চির শান্তি ও সুখের আলয় বলিয়া বোধ হইবে।

এস্থলে ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, প্রাচীনাদিগের অপেক্ষা আধুনিক শিক্ষিতা কুলকন্যাগণের রুচি অনেক পরিমাণে সুমার্জ্জিত হইয়াছে; তাঁহারা গৃহের শ্রী সাধন করিতে অনেকাংশে পটুতা লাভ করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি ইউরোপীয় কুলকন্যাদিগের সহিত তুলনা করিলে তাঁহাদিগের পটুতা অতি সামান্য বলিয়া বোধ হয়। গৃহকে কিরূপে সুসজ্জিত করিতে হয়, তাহা ইউরোপীয় কুলকন্যাগণ রীতি পূর্ব্বক শিক্ষা করিয়া থাকেন; এ সম্বন্ধে ইংরাজি প্রভৃতি ভাষায় অনেক গ্রন্থ বিদ্যমান আছে।

যে সকল দরিদ্র গৃহের গৃহিণীগণের গৃহসজ্জায় পটুতা নাই, যাহাদিগের গৃহের মোহন মূর্ত্তির অপ্রতুলতা বশতঃ গৃহস্বামিগণের মনকে গৃহে আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে সমর্থ নহে, তাহাদিগের

হিতার্থে পরহিতব্রতা রমণীগণ তাহাদিগের গৃহকে সুসজ্জিত করিয়া দিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। কুমারী অক্টেবিয়া হিল প্রভৃতি মহিলাগণ এ বিষয়ের প্রধান উদ্যোগিনী। তাঁহাদিগের যত্নে অনেক দরিদ্রের গৃহের বিকৃত মূর্ত্তি দূর হইয়াছে; যে স্থানে লোকে হঠাৎ প্রবিষ্ট হইলে তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে বহির্গত হইবার চেষ্টা করিত, সে স্থানে এখন বসিতে আর অপ্রবৃত্তি হয় না, গৃহের প্রফুল্ল ভাব শ্রী শোভা সন্দর্শন করিলে মন তৃপ্ত হইয়া থাকে! এই সকল সামান্য কুটীরের সহিত তুলনা করিলে আমাদিগের দেশের অনেক রাজপ্রাসাদকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয়। অথচ এই সকল সামান্য কুটিরের শোভা সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে বহু অর্থ ব্যয় হয় নাই; অতি সামান্য ব্যয়ে এই সকল কার্য্য সুসম্পন্ন হইতেছে। যাঁহাদিগের অল্প ব্যয়ে গৃহ সুসজ্জিত করিবার ইচ্ছা আছে, এবং যে সকল কুলকন্যা ইংরেজী জানেন তাঁহাদিগকে আমরা অনুরোধ করি যে তাঁহারা অক্টেবিয়া হিলের রচিত এতৎসংক্রান্ত গ্রন্থ ক্রয় করিয়া পাঠ করিবেন। দরিদ্রদিগের গৃহ কি প্রকারে সুসজ্জিত করিতে পারা যায়, তিনি তৎসম্বন্ধে এক খানি সুন্দর গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাহা পাঠ করিলে আমাদিগের পাঠিকাগণ অনেক জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন। যাঁহারা ইংরেজি জানেন না, তাঁহারাও আত্মীয় পুরুষদিগের সাহায্যে তাহার মর্ম্ম অনায়াসে অবগত হইতে পারেন। বস্তুতঃ মূল কথা এই, আমাদিগের সমাজে যাহাতে গৃহ-শ্রী পরিবর্দ্ধনের উপযুক্ত জ্ঞান জন্মে, তাহার চেষ্টা করা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। আমরা আশা করি, আমাদিগের দেশের সুশিক্ষিতা মহিলাগণ এই জ্ঞান বিস্তারের বিশেষ সাহায্য করিবেন। তাঁহাদিগের প্রদত্ত পরামর্শাদি বামাবোধিনীতে সাদরে পরিগৃহীত হইবে।

কৃষ্ণকামিনী।

কৃষ্ণকামিনী একজন সামান্য লোকের স্ত্রী ছিলেন। তাঁহার পতির পদগৌরব বা ধনগৌরব ছিল না, সুতরাং তিনি বড় লোকের শ্রেণী গণ্য নন। বাল্যকালে দেশপ্রচলিত প্রথানুসারে পরিণীতা হইয়া তাঁহাকে অপরাপর কুলবধূদিগের ন্যায় শ্বশুরকুলে বাস করিয়া গৃহকার্য্য সকল সম্পাদন করিতে এবং পতি পুত্রের শুশ্রূষা করিতে হইত, সুতরাং তিনি আশানুরূপ বিদ্যাশিক্ষাও করিতে পারেন নাই। অতএব আমরা তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধির সুখ্যাতি করিতে

যাইতেছি না। আমরা তাঁহার কতকগুলি সদ্‌গুণের উল্লেখ করিব।

এ দুর্ভাগ্য দেশে কোন্ রমণী কোন্ দিন জন্মিয়াছে এবং বাল্যকালে ও যৌবনে কিরূপে দিন যাপন করিয়াছে, তাহা আবার কে লিখিয়া রাখে সুতরাং কৃষ্ণকামিনীর জন্ম দিন, ও বাল্যলীলা আমরা বর্ণন করিতে পারিব না। সে সম্বন্ধে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে কৃষ্ণকামিনী বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী কোন গ্রামে কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

অপরাপর কুমারীগণ কিশোর বয়সে যে সকল ধূলাখেলা করিয়া থাকে, খেলাঘর বাঁধিয়া থাকে, পুতুল লইয়া ক্রীড়া করিয়া থাকে, কৃষ্ণকামিনীও সেরূপ খেলা অনেক খেলিয়া থাকিবেন তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। পাঠক পাঠিকাগণ সহজেই তাহা অনুমান করিতে পারেন। কৃষ্ণকামিনী এইরূপে নিশ্চিন্তমনে খেলাঘর ও পুতুল লইয়া ব্যস্ত ছিলেন, এমন সময়ে তাঁহাকে পরিণয়পাশে বদ্ধ করা হইল। তিনি নিজের সুখের ও ভালবাসার সামগ্রী গুলি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পতিগৃহে গমন করিলেন, এবং পতি ও শ্বশ্রূ প্রভৃতি গুরুজনের সেবাতে রত হইলেন।

ক্রমে যৌবনকাল উপস্থিত হইল, কৃষ্ণকামিনী স্বীয় পতির সহিত কর্ম্মোপলক্ষে নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি যেখানে গমন করেন, যে পল্লীতে বাস করেন, সেখানে তিন দিনের মধ্যে সকলে জানিতে পারে, যে একজন সদাশয়া ও হৃদয়বতী নারী সে দেশে ও সে পল্লীতে আসিয়াছেন। তিনি যদিও দেশপ্রচলিত রীতি অনুসারে অন্তঃপুরের দুর্ভেদ্য যবনিকার মধ্যে বাস করিতেন, তথাপি তাঁহার প্রীতি সদ্ভাব সেই যবনিকা অতিক্রম করিয়া চতুঃপার্শ্বের প্রতিবেশিবর্গের প্রতি ধাবিত হইত। ক্রমে কৃষ্ণকামিনী যথাসময়ে একটী পুত্র লাভ করিলেন। এই পুত্রটি ভিন্ন তাঁহার আর কোন সন্তান জন্মে নাই।

কিয়ৎকাল পরে কৃষ্ণকামিনীর পতি মহাশয়ের ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ জন্মিল। কৃষ্ণকামিনীও পতির নিকটে ধর্ম্মোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া সম্পূর্ণ হৃদয় মনের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিলেন। এই সময় অবধি কৃষ্ণকামিনী সকল প্রকার সমাজ সংস্কার কার্য্যে পতির সহচারিণী হইয়া তাহার বিশেষ সাহায্য করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের গৃহ ব্রাহ্মদিগের একটী প্রধান গন্তব্য স্থান হইল। কৃষ্ণকামিনী নিজের চরিত্র ও হৃদয়ের সাধুতার গুণে ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে অনেকের পরিচিত এবং শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্রী হইলেন। ধর্ম্মচর্চ্চাতে তিনি এত তৃপ্তি লাভ করিতেন, এবং তাঁহার দ্বারা যতটুকু সাহায্য হয় তাহা করিতে এত উৎসুক ছিলেন, যে তিনি সেই জন্য অনেক সময় কলি-

কাতায় আসিয়া ব্রাহ্মদিগের আলয়ে ও আশ্রমে বাস করিতেন। তাঁহার পুত্রটী বড় হওয়াতে এবং অপর সন্তানাদি না থাকাতে তাঁহাকে আর সংসারের কার্য্যের জন্য ব্যস্ত থাকিতে হইত না, সুতরাং তাঁহার পতিমহাশয়ও তাঁহার এই অন্তরের বাসনা পূর্ণ হইবার পক্ষে কোন ব্যাঘাত উপস্থিত করিতেন না। তাঁহার এরূপ শিক্ষা বা শক্তি ছিল না, যে তিনি কোন প্রকার দেশ-হিত-কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, জগদীশ্বর তাঁহাকে কেবল মাত্র হৃদয়-ধনে ধনী করিয়াছিলেন, তিনি সেই হৃদয়ের দ্বারা যথাসাধ্য অপরকে সুখী করা আপনার জীবনের লক্ষ্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই অপরের সেবাতে সর্ব্বদাই আপনাকে নিযুক্ত রাখিতেন। এই সময়ে এক বার কৃষ্ণকামিনী একজন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক ও তাঁহার পত্নীর সহিত বোম্বাই নগরে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে অবস্থিতিকালে মহারাষ্ট্রীয় অনেক পুরুষ ও রমণীর সহিত তাঁহার পরিচয় ও আত্মীয়তা হয়। অনেক বৎসর গত হইল,এখনও সেই সকল লোক তাঁহাকে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। এখনও তাঁহারা তাঁহার সস্নেহ ব্যবহার, তাঁহার সৌজন্য ও তাঁহার গুণাবলীর প্রশংসা করিয়া থাকেন। কৃষ্ণকামিনী বোম্বাই হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আবার পতির কর্ম্মস্থানে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

ইহার কিয়ৎ কাল পর হইতেই তাঁহাদের সাংসারিক অবস্থা অত্যন্ত হীন হইয়া পড়িল। এত দিন তাঁহার পতি যে কিছু উপার্জ্জন করিতেন, তাহাতেই তাঁহাদের সংসারযাত্রা সুখে নির্ব্বাহ হইত, কিন্তু এক্ষণে তাঁহার পতির কর্ম্মটী গেল। তিনি নানা দিকে নানা প্রকার কর্ম্মের সন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন চেষ্টাই সফল হইল না। ক্রমে সাংসারিক সচ্ছলতা দারিদ্র্যে পরিণত হইল; দিনযাত্রা নির্ব্বাহ করা দুষ্কর হইয়া পড়িতে লাগিল। পতিমহাশয় কর্ম্মের চেষ্টায় সর্ব্বদাই ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেন, কৃষ্ণকামিনী একাকিনী সমুদায় চিন্তা ও দুর্ভাবনার বোঝা মস্তকে লইয়া ঋণ-জালে জড়িত হইতে লাগিলেন। যে দাম্পত্য প্রণয় এক সময় তাঁহাদের জীবনকে মধুরতায় পূর্ণ করিত, যে প্রসন্ন, নিশ্চিন্ত ও সপ্রেম ভাব এক সময়ে তাঁহাদিগের গৃহের প্রধান আকর্ষণ ছিল, যে সুমধুর সুস্নিগ্ধ ব্যবহারে সকলের প্রাণ আপ্যায়িত করিত, দুঃখে পড়িয়া, দারিদ্র্যের যন্ত্রণায় নিপতিত হইয়া সেই মধুময় ভাবও সময়ে সময়ে মেঘাচ্ছন্ন হইতে লাগিল। পত্নীর বিরক্তি-সূচক বাক্য ও পতির কর্কশ ভাষা মধ্যে মধ্যে প্রকাশ পাইতে লাগিল। কৃষ্ণকামিনীর প্রসন্ন, প্রফুল্ল, সদানন্দ মুখেও বিপদের কালিমা পড়িতে লাগিল। এই রূপে কিয়ৎকাল যায়। কৃষ্ণ-

কামিনী হঠাৎ বসন্তরোগে আক্রান্ত হইলেন। তখন তাঁহার পতি উপার্জ্জনের চেষ্টায় বিদেশে বাস করিতে ছিলেন। তিনি একাকিনী ঘোর রোগে আক্রান্ত হইয়া অনেক ক্লেশ পাইতে লাগিলেন। বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়াই কৃষ্ণকামিনী বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে সে যাত্রা তাঁহার প্রাণরক্ষা হইবে না। তখন তিনি পতিকে আনাইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন এবং তাঁহার বিশেষ প্রীতি ও শ্রদ্ধাভাজন ব্রাহ্মসমাজের এক জন আচার্য্যকে বার বার ডাকিয়া পাঠাইতে লাগিলেন। পতি দূর দেশ হইতে সমাগত হইলেন। কিন্তু আসিয়া দেখেন সে মূর্ত্তি আর নাই; সেই মুখ অস্তমিত হইতেছে, আর চিনিবার উপায় নাই। পতি পত্নীতে মৃত্যুশয্যায় এই ভাবে সাক্ষাৎ হইল। অবশেষে মৃত্যুর দিন, সেই নিদারুণ ঘটনার অল্পকাল পূর্ব্বে সেই আচার্য্যও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাত্রি তখন দ্বিপ্রহর, তাঁহারা রাত্রের ট্রেণেই আসিয়াছেন। আর কয়েক দণ্ডের পরেই প্রাণবায়ু তাঁহার দেহ পরিত্যাগ করিবে। তিনি তখন দারুণ রোগযন্ত্রণায় অধীর হইয়া নিমীলিত নেত্রে ভাবিতেছেন। আচার্য্য মহাশয় সমাগত হইবামাত্র তাঁহার পুত্র ডাকিয়া বলিল "মা অমুক আসিয়াছেন, তুমি যে ডেকেছিলে, এখন চেয়ে দেখ। কৃষ্ণকামিনী নাম শ্রবণ মাত্র সেই বসন্তরোগ-বিকৃত চক্ষুর্দ্বয় উন্মীলন করিলেন এবং ইঙ্গিতে সমাদর জানাইলেন এবং সেই ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহাদের আহার হইয়াছে কি না; আচার্য্য ডাকিয়া বলিলেন আমাকে কি বলিবার আছে বলুন। তিনি ক্ষীণস্বরে বলিলেন "পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করুন"। তদনুসারে সংক্ষেপে প্রার্থনা করা হইল। যখন পরমেশ্বরের নাম ও সংগীত হয়, সন্তান ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল "মা। উপাসনাতে কি মন দিতে পারিতেছ?" কৃষ্ণকামিনী উত্তর করিলেন "হাঁ।" উপাসনা শেষ হইলে রোগজীর্ণ ও অবসন্ন হস্ত প্রসারিত করিয়া তিনি স্বীয়, আচার্য্য মহাশয়ের হস্ত ও তদুপরি নিজ পুত্রের হস্ত দিয়া ক্ষীণস্বরে বলিলেন "আমি চলিলাম, সন্তানটীকে দেখিবেন" এই বলিয়া নীরব হইলেন। আচার্য্য তখন বুঝিতে পারিলেন যে মৃত্যু পর্য্যন্ত পরমেশ্বরের পবিত্র নাম শ্রবণ করিবার জন্য এবং আচার্য্যের হস্তে পুত্রটীকে সঁপিয়া দিবার জন্যই তিনি তাঁহাকে বার বার নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়া ছিলেন। অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার চৈতন্য মিলাইয়া আসিল এবং প্রাণবায়ু দেহ পরিত্যাগ করিয়া গেল! তাঁহার মৃত্যুর কয়েক দিন পরেই তাঁহার পতি মহাশয়ও ঐ রোগে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

কৃষ্ণকামিনীর সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত

এই। ইহাতে আশ্চর্য্য ঘটনা কিছুই নাই; তবে আমরা এই ক্ষুদ্র জীবন-চরিত লিখিলাম কেন? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কৃষ্ণকামিনীর কতকগুলি সদ্‌গুণ ছিল যে জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন, সেই জন্যই তাঁহার নামোল্লেখ করিলাম। কৃষ্ণকামিনীর একটী প্রধান সদ্‌গুণ সরলতা। স্বদেশে বিদেশে যিনি যখন তাঁহাকে দেখিয়াছেন, সকলেই তাঁহার ভগিনীর ন্যায় চরিত্র, নিরহঙ্কার সরল, অমায়িক, ও সৌজন্য-পূর্ণ ব্যবহার দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। এই সদ্‌গুণের জন্য তাঁহার গৃহ তাঁহার পতির বন্ধুবান্ধবগণের পক্ষে বিশেষ আকর্ষণের বস্তু হইয়াছিল। সূর্য্যের উত্তাপে দগ্ধ ও পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া সুস্নিগ্ধ ছায়াযুক্ত স্থানে প্রবিষ্ট হইলে মানুষ যেমন শীতলতা অনুভব করে, তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেও সেই প্রকার ভাব অনুভব করা যাইত। তাঁহার হৃদয়ে প্রেম এত অধিক ছিল এবং তিনি আতিথ্যের রীতি এমন উৎ-কৃষ্ট রূপ জানিতেন, যে বাহির বাড়িতে কোন পথিক লোক উপস্থিত হইলে পাঁচ মিনিটের মধ্যে জানিতে পারিত যে বাড়ীর মধ্যে যত্ন করিবার লোক একজন আছেন। নবাগত অতিথির সেবার জন্য যখন যেটীর প্রয়োজন, তখনি সেটী উপস্থিত হইত। বোধ হইত গৃহিণী যেন কাজ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অতি-থির পরিচর্য্যাতেই নিযুক্ত হইয়াছেন। স্বামীর বন্ধু বান্ধব কেহ উপস্থিত হইলেত কথাই নাই। অর্দ্ধদণ্ডের মধ্যে লোকের উপর লোক আসিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিত, আর বাহিরে থাকিতে দিত না—মাঠাকরুণ বাড়ীর মধ্যে আসিতে বলিতেছেন। বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ মাত্র কৃষ্ণকামিনী ভগিনীর ন্যায় আদরে বসিতে আসন দিয়া স্বয়ং ব্যজন সঞ্চালনে প্রবৃত্ত হইতেন। গৃহে পাচিকা থাকিলেও সে কয়দিন তাহাকে কার্য্য হইতে অবসর দেওয়া হইত, তিনি স্বহস্তে অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া গৃহাগত বন্ধুর পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইতেন। অধিক কি তাঁহার এই পবিত্র ভগিনী ভাবে, এই সরল অমায়িকতাতে, এই স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে চিত্ত এমনি মুগ্ধ হইত যে একবার তাঁহাদের গৃহে গেলে তৎপর অবধি তাঁহাদের বাড়ীটী তীর্থস্থানের ন্যায় বোধ হইত। তাহার পাঁচ ক্রোশের মধ্যে গেলেও মন একবার সেইদিকে যাইবার জন্য উৎসুক হইত।

কৃষ্ণকামিনীর নিজের সন্তান সন্ততি অধিক ছিল না, কিন্ত তিনি সর্ব্বদাই পল্লীস্থ বালক বালিকাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিতেন, তাহাদের জন্য নিত্য অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতেন, খাদ্য সামগ্রী সঞ্চিত রাখিতেন। পরের সন্তানকে এমন করিয়া খাওয়াইতে, ধোয়াইতে, ক্রোড়ে লইতে ও চুম্বন করিতে প্রায় দেখি নাই। তিনি যদি দশটী স্ত্রী-লোকের মধ্যে বাস করিতেন, সেই দশটী

স্ত্রীলোকের পুত্রকন্যা তাঁহার পুত্রকন্যার ন্যায় হইত। তিনি যেমন আদর করিতেন, তেমনি অন্যায় করিলে সাজা দিতেন। সন্তানের অঙ্গে হস্ত দিলে মায়ের প্রাণে প্রায় সহ্য হয় না। কিন্তু কৃষ্ণকামিনীর অকপট ভালবাসার প্রতি মাতাদিগের এমন বিশ্বাস ছিল, যে তাঁহার নিগ্রহে কোন জননীর কখনও অসন্তোষ হইত না। তাঁহারা সন্তানগুলিকে সুসজ্জিত করিয়া কৃষ্ণকামিনীর নিকট প্রেরণ করিতেন, কৃষ্ণকামিনী তাহাদিগকে লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন।

কৃষ্ণকামিনীর তৃতীয় একটী মহৎ সদ্‌গুণ এই দেখা গিয়াছিল যে তাঁহার বিলাস-বাসনা বা শারীরিক সৌন্দর্য্যের দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টি ছিল না। সর্ব্বদাই সামান্য বসন ভূষণ পরিধান করিয়া থাকিতেন। স্বামীর অবস্থা যখন ভাল ছিল, তখন অনেক বলিয়াও তাঁহাকে একখানি উৎকৃষ্ট বা মূল্যবান অলঙ্কার পরিধান করান যাইত না। সে দিকে তাঁহার দৃষ্টিই ছিল না, তিনি মানসিক সৌন্দর্য্য লাভ করিবার জন্য অধিক উৎসুক ছিলেন।

কৃষ্ণকামিনী একজন উচ্চদরের বিদুষী রমণী না হইলেও বিদ্যার প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং তিনি জ্ঞানোপার্জ্জনে কখনও বিরত ছিলেন না। তিনি নিজের গৃহে বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া পাড়ার বালিকাদিগকে স্বয়ং যত্নের সহিত শিক্ষা দিয়া আসিয়াছেন। অধিক বয়সেও ছাত্রীর মত স্বয়ং শিখিয়া অন্যকে শিখাইতে লজ্জিত হইতেন না। আমাদিগের বামাবোধিনী তাঁহার বিশেষ আদরের বস্তু ছিল, তিনি প্রথম হইতে ইহা গ্রহণ করিয়া অতি যত্ন পূর্ব্বক ইহা পাঠ করিতেন, ইহার উন্নতি কল্পে কিছুকাল মাসিক কিছু কিছু অতিরিক্ত সাহায্যও করিতেন। তাঁহার অবস্থা হীন হওয়াতে অতি দুঃখের সহিত তাহা বন্ধ করিতে বাধ্য হন।

কৃষ্ণকামিনীর হৃদয় কিরূপ ছিল তাহার প্রমাণস্বরূপ অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্ব কালের যে দৃশ্যটী ইতিপূর্ব্বে বর্ণন করা গিয়াছে, পাঠিকাগণ তাহার বিষয় একবার চিন্তা করিয়া দেখুন। তিনি যখন রোগ যন্ত্রণায় বিচেতনপ্রায় হইয়া আছেন, যখন মৃত্যুর পূর্ব্বকালীন শ্বাস বহিতেছে বলিলেও হয় সে সময়েও স্বামীর বন্ধুদিগকে দেখিবামাত্র প্রথম প্রশ্ন এই করিলেন তাঁহাদের আহারাদি হইয়াছে কি না? মৃত্যুকালে পরমেশ্বরের নাম হয় এই প্রার্থনাও জানাইলেন।

তাঁহার জীবনের শেষ দৃশ্যের মধ্যে আর একটী ভাব কেমন মধুর! মাতৃস্নেহ যে কি আশ্চর্য্য পদার্থ, তাহাও আমরা জানিতে পারিতেছি। বসন্তরোগের যাতনা কিরূপ তাহা সকলেই সহজে কল্পনা করিতে পারেন, এবং তখন শেষদশা—তাঁহার স্বর ভঙ্গ, দৃষ্টি ক্ষীণ, প্রভৃতি মৃত্যুর সমুদায় পূর্ব্ব লক্ষণ

একে একে ঘটিতেছে, এমন সময়ে মানুষের নিজের যাতনাতে নিজে অধীর হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু মাতৃপ্রেমের কি আশ্চর্য্য শক্তি, এমন সময়েও মৃত্যু যন্ত্রণাকে বিস্মৃত করাইল। মুমুর্ষু হৃদয়েও সন্তানের জন্য চিন্তার উদয় হইল এবং সন্তানের জন্য অনুরোধ করিতে ভুলিলেন না। এই নিঃস্বার্থ প্রীতির গুণেই নারীহৃদয় চিরকাল শ্রেষ্ঠ। এই সকল ছবিই আমাদের এই কষ্ট দুঃখ পাপ তাপপূর্ণ সংসারে প্রধান দর্শনীয় পদার্থ; নারী-হৃদয়ের এই সকল আশ্চর্য্য ভাব থাকাতেই আমাদের মানব সমাজ মিষ্ট পদার্থ হইয়াছে। কিন্তু জগতে কি অবিচার চিরদিন চলিয়া আসিতেছে, যে যাঁহাদের নিরুপম স্নেহে আমরা অসহায় শৈশবে রক্ষিত হইয়াছি, যাঁহাদের কোমল হস্তে আমাদের সুকুমার দেহ প্রতিপালিত হইয়াছে, যাঁহাদের নিঃস্বার্থ প্রেম তরুণ বয়সে আমাদের সঙ্গী ও সহায় হইয়া দুঃখের ভার লঘু করিতেছে, যাঁহাদের স্নেহ ভালবাসা মৃত্যুসময়েও ছাড়ে না, সেই নারীজাতি চিরকাল প্রপীড়িত ও অত্যাচারিত হইয়া আসিতেছেন। এই অবিচারেই জনসমাজের এত দুর্গতি। রমণীগণ যত সমাজ মধ্যে সম্ভ্রম ও আদর পাইবেন, যতই তাঁহারা তাঁহাদের প্রাপ্য অধিকার লাভ করিবেন, ততই জনসমাজের অবস্থার উন্নতি হইবার সম্ভাবনা।

বসন্তের প্রতি শীতের সম্ভাষণ।*

এসো দিদি রাজরাণি, এসো এসো কুশলে,
তোমার আসার আশে সুখে ভাসে সকলে।
রসবতী মধুমতী মধু ঢালো ভুবনে,
সম্ভাষে তাইতে তোমা সকলে সযতনে।
শবাকার দেখ, সবে আমার এ পরশে,
বিরস বিটপী লতা সুখে এবে সরসে।
আসিতেছে তব দূত মৃদুপদ চলনে,
মলয় নিলয় হতে এই বঙ্গ ভবনে।
তাতেই প্রকৃতি সতী বিকশিত লোচনে
হাসির তরঙ্গ হেরে বসুধার বদনে।
ছয় বোন ছয়ঋতু এক মার উদরে
জনমি জীবন যাপি বাপ মার আদরে।

* রাণাঘাট শ্রীপঞ্চমী মেলার ৫র্থ বার্ষিক উৎসবে তত্রত্য বালিকাগণ কর্ত্তৃক সমস্বরে পঠিত।

কত রঙ্গে বাল্যখেলা খেলি, শেষে যৌবনে
আইলাম পত্নীভাবে ধর্ম্মরাজ ভবনে।
রূপবতী গুণবতী রসবতী রমণী
হয় সে পতির ঘরে আদরের ঘরণী।
সতিন পোড়ারমুখী হয় তার দাসী লো,
শ্বশুরের ঘর করা গলে তার ফাঁসি লো।
আমাদের কর্ত্তা যিনি এক চোকো নয় লো,
সকল নারীর পর সমান যতন লো।
পেয়েছি দু মাস পালা পতির আদেশে লো,
তাই মোরা আসি যাই বরষের ঘরে লো।
কিন্তু সই এ সংসারে কিছু সুখ পাইনে,
অভাগীর মুখে ছাই মরে কেন যাইনে।
কেবা আছে ভালবাসে মনে কই আসে না,
সবে করে দূর দূর কেহ ভালবাসে না।
মুখপোড়া ফুলগুলা প্রায়ই ত হাসে না,
বাতাসের মুখে ছাই কেহ তায় রসে না।
কোকিলার বাক্‌রোধ একবারো গায় না,
ঘাটেপড়া ভ্রমরা সে ফিরেও ত চায় না।
দেখিলে আমার মুখ কারো সুখ হয় না,
এ দুখ কাহারে কহি প্রাণে আর সয় না।
তুমি ছাড়া পাঁচ বোন সকলের এ দশা,
ইহসংসারের সুখে নাহি কার ভরসা।
নিদাঘ পুড়িয়া মরে আপনার আগুনে,
হাবুডুবু খায় বর্ষা আপনার প্লাবনে,
শরৎ কতক সুখী শারদার প্রসাদে,
হেমন্ত রোগের ঘর ম্রিয়মাণ বিষাদে।
আমার সুখের কথা আগেই ত বোলেছি,
অনেক দুঃখেতে আজ মনোদ্বার খুলেছি।
দূর দূর করে সবে ঘরে যেতে দেয় না,
মুখ ঢেকে মরে সদা মম মুখ দেখে না।

* * *

তাই বলি এসো দিদি, এসো এসো কুশলে,
দেবের বাঞ্ছিত পদ রাখ এই ভূতলে।
তোমার সম্ভাষ হেতু কত ডাঁক হবে লো,
পথে ঘাটে মধুছড়া সহকার দেবে লো।
মাধবী মনের সাধে জয়দাতা মারিবে,
শোভাঞ্জন দন্ত মেলি কত হাসি হাসিবে।
কিংশুক মনের সুখে রক্তবাস পরিবে,
সুরঙ্গে বিহঙ্গকুল কত গান ধরিবে।
মধুভরা ফুলকুল চারিদিকে ফুটিবে,
ফলারে বামন মত্ত মধুকর ছুটিবে।
ঝম ঝম্ রবে ঝিল্লী বাজনা বাজাইবে,
দিগঙ্গনা দিব্যবেশে জগৎ মাতাইবে।

* * *

* * *

তাই বলি সুখো রাণি, এসো এসো কুশলে,
যাই চলি, ছড়াঝাট্ দিক এবে সকলে।
আমার জ্বালায় সবে জ্বালাতন হয়েছে,
কতক্ষণে যাবো বলি সদা গালি পাড়িছে।
মরণ কামড় দিয়ে চলে যাই তবে লো,
গোয়ামির ঘর কর মনের সুখেতে লো।
আসি তবে প্রিয়সখি, এই ভিক্ষা চাই লো,
দেখি শ্রীপঞ্চমী মেলা বার বার যাই লো।

নূতন সংবাদ।

১। বঙ্গদেশ হইতে দুইটী বালিকা চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার্থে ইতিপূর্ব্বে মান্দ্রাজে গমন করিয়াছেন। সম্প্রতি বিবী জোসিয়া নাম্নী একটী রমণী এই উদ্দেশে ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছেন। কলিকাতা মেডিকাল কালেজে স্ত্রীলোক-দিগের শিক্ষার বন্দোবস্ত কবে হইবে?

২। ভারতবর্ষে স্ত্রী-চিকিৎসকদিগের সাহায্যার্থ যে ফণ্ড হইবার প্রস্তাব হইয়াছে, ইতিমধ্যে বোম্বাই হইতে তাহার জন্য ১৮ সহস্র টাকা চাঁদা স্বাক্ষরিত হইতেছে। আমরা আশা করি সকল প্রদেশ হইতে এবিষয়ে আনুকূল্য প্রদত্ত হইবে।

বামাগণের রচনা।*

চরিত্র সংগঠন।

মনুষ্য নিজের জীবন সুখপূর্ণ করিবার নিমিত্ত আপন বুদ্ধিবৃত্তি ও বিচারশক্তির চালনা দ্বারা পৃথিবীস্থ সকল বস্তুকে নিজের ব্যবহারোপযোগী ও মনোরম করিয়া লইয়া থাকেন। তিনি সৌন্দর্য্য-প্রিয় জীব বলিয়া সকল পদার্থকেই চক্ষুর তৃপ্তিকর করিয়া লইতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করেন। তাঁহার জ্ঞান ও বুদ্ধির উন্মেষের সহিত শিল্পনৈপুণ্যও বর্দ্ধিত হইতেছে। তিনি বুদ্ধিজীবী ও বিবেক-সম্পন্ন হওয়াতে অপর সকল জীবের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন। মানব তাঁহার চতুর্দ্দিকস্থ বস্তু সকলকে উন্নত অবস্থাতে আনয়ন করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যাকুল। যিনি জড় পদার্থ সকলকে বহু আয়াসে ব্যবহারোপযোগী ও নয়নতৃপ্তিকর করিতে নিয়ত ব্যস্ত, তিনি কি আপন হৃদয় ও চরিত্রকে সেই অনন্ত মহান্ পরমেশ্বরের কার্য্যোপযোগী ও তাঁহার নয়নতৃপ্তিকর করিতে অক্ষম? যিনি অরণ্য হইতে কাষ্ঠ খণ্ড সংগ্রহ করিয়া নিজের বুদ্ধি ও শিল্প-নিপুণতা গুণে বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবযান সমূহ প্রস্তুত করিয়া তৎসাহায্যে অসীম মহাসাগরের উত্তাল তরঙ্গোপরি গমনাগমন করিতে পারেন; যিনি বন্ধুর প্রস্তর খণ্ড দ্বারা গগনস্পর্শী চিত্তহারী দেবমন্দির সকল নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম, যিনি বসুন্ধরার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া বিমিশ্র ধাতুখণ্ড সকল সংগ্রহ পূর্ব্বক বহু আয়াসে স্বর্ণ রৌপ্য ও লৌহ রাশিকে পরিষ্কৃত ও বিশুদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা কমনীয় অলঙ্কার ও বিবিধ প্রকার মূর্ত্তি সকল নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হয়েন, যিনি সাগরগর্ভে নিমগ্ন হইয়া বহুমূল্য মুক্তারাশি সংগ্রহ পূর্ব্বক রমণীয় দ্যুতিমান অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে নিপুণ, তিনি কি আপন হৃদয়কে গঠিত, পরিষ্কৃত ও অলঙ্কৃত করিতে সমর্থ নহেন? মানব কেবল ভূগর্ভ হইতে খনিজ পদার্থ উত্তোলন করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিবেন? তিনি কি একবার তাঁহার নিজের হৃদয় অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া অন্তরস্থিত বহুমূল্য রত্ন সমূহ যদ্দ্বারা পরমপাতা তাঁহার হৃদয় বিভূষিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা মার্জ্জিত ও পরিষ্কৃত করিবেন না? যিনি মহারণ্যবাসী দুর্দ্দান্ত হিংস্র বলিষ্ঠ জীবদিগকে দমন করিতে সক্ষম, যিনি মহাসাগর-নিবাসী মকর হাঙ্গর প্রভৃতির হস্ত হইতে মুক্ত হইবার উপায় উদ্ভাবন করিতে সমর্থ, তিনি কি আপন হৃদয়বাসী দুরন্ত রিপুকুলকে বশীভূত করিতে ও চিত্তের কুবাসনা ও কুপ্রবৃত্তি সমূহকে দমন করিবার উপায় স্থির করিতে একেবারে অক্ষম? যিনি সুকঠিন হীরক

* বঙ্গমহিলা সমাজের গত বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

খণ্ডকে ইচ্ছানুসারে কর্ত্তন করিয়া তদ্দ্বারা নানাবিধ অলঙ্কার ও শিরোভূষণ নির্ম্মাণ করিতে কৃতকার্য্য হয়েন, যিনি লৌহ রাশিকে উত্তাপ দ্বারা তরল করিতে পারেন, তিনি কি নিজের চরিত্রকে ভঙ্গ করিয়া পুনরায় ইচ্ছানুরূপ পুনর্গঠন করিতে ও বাসনা সকলকে বশীভূত রাখিতে নিতান্ত অসমর্থ? মানবের বুদ্ধি যদি সুরম্য অট্টালিকা, মনোহর রাজ-প্রাসাদ ও অভ্রভেদী দৃঢ়কায় পিরামিড নির্ম্মাণ করিতে কৃতকার্য্য হইতে পারে, তবে কি তাঁহার পক্ষে মানব-চরিত্রকে দৃঢ়, বলিষ্ট ও মনোহর করা নিতান্ত অসম্ভব? যিনি বুদ্ধিশক্তি ও বিবেকের চালনা দ্বারা অত্যাশ্চর্য্য শিল্পচাতুরী প্রদর্শন করিতেছেন, যিনি নিজ জ্ঞান-প্রভাবে আকাশবাহী মেঘমালার মর্ম্ম-স্থিত তাড়িতমালাকে আপন যন্ত্রমধ্যে আনয়ন পূর্ব্বক তাহার সহিত ক্রীড়া করিতেছেন, তাঁহার কি আপন হৃদয়কে সুবিমল, মনোহর ও কোমল না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা কর্ত্তব্য?

মানব যদি ইচ্ছা করেন, চেষ্টা করেন ও ব্যাকুলতার সহিত তাঁহার চিত্তের উন্নতি সাধনে ও চরিত্র গঠনে প্রবৃত্ত হন, তবে নিঃসন্দেহ কৃতকার্য্য হইতে পারেন। তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলে নিশ্চয়ই সর্ব্ব প্রকার হিতকর সদনুষ্ঠানে সফলকাম হইবেন। তিনি যেমন বিনায়াসে কাষ্ঠ খণ্ডকে অর্ণবযানে পরি-ণত করিতে পারেন না, সেইরূপ অক্লেশে ও বিনা পরিশ্রমে তিনি কখনও আপন চিত্ত সংযমন ও চরিত্র গঠন করিতে কৃতকার্য্য হইবেন না। বিমিশ্র স্বর্ণ যে-রূপ অগ্নির উত্তাপ ভিন্ন বিশুদ্ধ হয় না, সংসারাসক্ত মানবচিত্তও সেইরূপ পরীক্ষা ও বিপদে পতিত না হইলে উন্নত ও বিশুদ্ধ হয় না। ঈশ্বর যত বিপদ, পরীক্ষা ও ক্লেশ প্রেরণ করেন, সে সমস্তই আমাদের উপদেষ্টা। তাঁহার মঙ্গলজনক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে এবং তাঁহার প্রদর্শিত পথ পরিত্যাগ করিয়া পাপের দিকে অগ্রসর হইলেই এই সমস্ত যাতনা ও ক্লেশরাশি আসিয়া আমাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিতে থাকে। বহু আয়াসে আত্মা, হৃদয় ও মন সুন্দর ও বিশুদ্ধ হয়।

সেই পরম করুণাময়ী জননীকে আমাদের গুরুস্বরূপ জ্ঞান করিয়া যদি আমরা কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হই, আমা-দের হৃদয় মনকে উন্নত করিবার জন্য যদি তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করি, তবে নিশ্চয়ই আমরা কৃতকার্য্য হইব। তিনি আমাদের সম্মুখে বর্ত্তমান থাকিয়া পথ প্রদর্শন করিবেন এবং আমরা তাঁহার কৃপায় নিশ্চয়ই পরিশেষে সফল-কাম হইব। এক্ষণে যত প্রকার পরীক্ষা ও বিপদ আসিয়া আমাদিগকে বিভীষিকা প্রদর্শন করিতেছে, তদ্দ্বারা আমাদের হৃদয় বিনীত ও বিশুদ্ধ হয়; এবং ইহা-রাই আমাদের হৃদয়কে সদ্‌গুণে বিভূষিত হইবার উপযুক্ত করিয়া থাকে।

পুস্তকাদি সমালোচনা স্থানাভাবে প্রকাশিত হইল না।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২১৯ সংখ্যা। | চৈত্র ১২৮৯—এপ্রেল ১৮৮৩। | ২য় কল্প ৪র্থ ভাগ

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ভারতেতিহাসের সর্ব্বপ্রথম মহানন্দকর এই ঘটনাটী স্বর্ণাক্ষরে খোদিত হউক—গত ১০ই মার্চ্চ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিদান মহাসভায় কুমারী কাদম্বিনী বসু ও কুমারী চন্দ্রমুখী বসু বি এ উপাধি দ্বারা ভূষিত হইয়াছেন। এই অভূতপূর্ব্ব ঘটনা দর্শনার্থ বহুলোকের জনতা হইয়াছিল, ইউরোপীয় এবং দেশীয় অনেক মহিলাও সভাস্থল অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। চন্দ্রমুখী ও কাদম্বিনী এ দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন এবং এ দেশীয় নারীজাতির অগ্রণী হইয়া তাহাদিগের উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। জগদীশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন তাঁহারা আরও বিদ্যোন্নতির পরিচয় দিয়া আমাদিগের আশা ও আনন্দ বর্দ্ধন করুন।

—

গত ১২ই মার্চ্চ সোমবার বেথুন-বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। ছোট লাটের সহধর্ম্মিণী বিবী টমসন স্বহস্তে পারিতোষিক বিতরণ করেন এবং হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি গার্থ সাহেব একটী বক্তৃতা করেন। বেথুনস্কুল যে উদ্দেশে স্থাপিত হইয়াছিল, এতদিনের পর তাহা সার্থক হইয়াছে।

—

ভারতবর্ষে স্ত্রীচিকিৎসকদিগের সাহায্যার্থ যে ফণ্ড হইয়াছে বোম্বাই হইতে তজ্জন্য ইতিমধ্যে ৩৪০০০ টাকা উঠিয়াছে। বঙ্গদেশে এ বিষয়ে কোন উদ্যোগ হইতেছে না কেন?

—

আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছিলাম, ডাক্তার খোবরণের পত্নী বিবী

থোবরণ আমেরিকা হইতে ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ও উপাধি লাভ করিয়া এ দেশে আসিয়াছেন। ইনি অতি সুচিকিৎসক এবং যত্নের সহিত চিকিৎসা করেন। ইঁহার দয়া ধর্ম্মও যথেষ্ট আছে। ইনি কলিকাতার ধর্ম্মতলায় থোবরণ গির্জ্জার সম্মুখস্থ বাটীতে থাকেন, পীড়াগ্রস্ত স্ত্রীলোকগণ তথায় গিয়া তাঁহাকে দেখাইতে পারেন। ইনি ভদ্রলোকদিগের বাটীতে গিয়াও চিকিৎসা করিয়া থাকেন।

বঙ্গদেশে হিন্দুসমাজে বিধবা বিবাহের কথা আর অনেকদিন শুনা যায় নাই। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম সম্প্রতি সেরাজগঞ্জে সম্পূর্ণ হিন্দুপ্রণালীতে একটী বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বরকন্যা উভয়েই ব্রাহ্মণ জাতীয় এবং ময়মনসিংহের অন্তঃপাতী টাঙ্গাইল নিবাসী। কন্যাটী ৮ বৎসর বয়সে বিধবা হন, এখন তাঁহার বয়স ২০ বৎসর; বরের বয়স ৩৩ বৎসর। স্থানীয় অনেক লোক এ কার্য্যে যোগ দান করিয়াছিলেন।

আমেরিকায় কোন্ মহারাষ্ট্রীয় রমণী যাইবেন আমরা জানিবার জন্য উৎসুক ছিলাম, এক্ষণে অবগত হইলাম ইঁহার নাম শ্রীমতী আনন্দবাই জোশী, ইনি পণ্ডিতা রমাবাইর নিকট-সম্পর্কীয়া। ইঁহার স্বামীর নাম গোপাল রাও বিনায়ক জোশী। তিনি কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় ছিলেন, এক্ষণে শ্রীরামপুরের পোষ্টমাষ্টারের কার্য্য করেন। শ্রীরামপুরের কলেজ গৃহে একটী সভা হয়, তাহাতে অনেক মেম সাহেব ও কৃতবিদ্য বাঙ্গালীর সমাগম হইয়াছিল। আনন্দবাই সর্ব্বসমক্ষে ইংরাজী ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃবর্গকে প্রীত ও চমৎকৃত করিয়াছেন। স্ত্রীজাতির উন্নতির পথ আর অবরোধ করে কে?

বিলাতী বিলাসিনীগণ ক্রমে অসভ্যদিগের ন্যায় বিচিত্র চিত্র দ্বারা আপনাদিগের অঙ্গশোভা প্রদর্শনে সচেষ্ট হইতেছেন। নিউকাসেল বণিকদিগের এক নৃত্যোৎসব হয়, তাহাতে 'নিউকাসল মরণিং হেরাল্ড' সংবাদপত্রের সম্পাদকের স্ত্রী উক্ত পত্রের কয়েকটী পত্র বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত সাটিনে ছাপিয়া পরিচ্ছদের উপরে পরিধান করেন। নানাবিধ আষ্ট্রেলীয় পতাকা শরীরের মধ্যস্থলে চিহ্নিত ছিল, এবং মস্তকে গ্রীক সরস্বতী মিনার্বার পরিচ্ছদ পরিহিত হয়, তাহাতে ১৩ টী বিভিন্ন বর্ণে "The Press" এই কথাটী মুদ্রাঙ্কিত হয়। এই অদ্ভুত দৃশ্যে যে দর্শকবৃন্দ চমৎকৃত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

স্ত্রীকবি।

বুদ্ধি-বিষয়ে—

"বেগ্ বেগা আর চের্ চেরা ;
চের্ বেগা আর বেগ্ চেরা।
চের্ বেগা বড় দায় ;
পদে পদে কান্না পায়।"

বেগ্ = অতি শীঘ্র। চের=চির অর্থাৎ বিলম্ব। কান্না=ক্রন্দন।

এই স্ত্রী-কবিটীর ব্যাখ্যা অতি সুন্দর ও কৌতুকাবহ। পূর্ব্বকালের অনক্ষরা রমণীরা কিরূপ কৌশলে মানব বুদ্ধির পরিচ্ছেদ কল্পনা করিতেন এবং বুদ্ধির দোষ গুণ দেখাইয়া দিয়া বধূদিগকে উদ্বোধিত করিতেন, তাহা এই কবিতাটীর দ্বারা জানা যায়। যথা—

বুদ্ধি চারি প্রকার। বেগ্ বেগা ১, চের্ চেরা ২, চের্ বেগা ৩, ও বেগ চেরা ৪। বেগ্ বেগা বুদ্ধি কি? তাহা শুন। যে বুদ্ধি বেগে আইসে ও বেগে নষ্ট হয়, তাহার নাম "বেগ্ বেগা"। যে শীঘ্র বুঝে অথবা শীঘ্র শিখে,অথচ শিক্ষিত বিষয় শীঘ্র ভুলিয়া যায়, তাহার তাদৃশী বুদ্ধিকে "বেগবেগা" বলে। এই বেগ্ বেগা বুদ্ধির প্রশংসা নাই; কেননা উহার দ্বারা বিশেষ উপকারিতা লাভ হয় না। "চের্ চেরা" শব্দের অর্থ এই যে, চিরে অর্থাৎ বিলম্বে আইসে পরন্তু তাহা বিলম্বে নষ্ট হয়। চের্ চেরা বুদ্ধিওয়ালাদিগকে কষ্টেশ্রেষ্ঠে একবার শিখাইতে অথবা বুঝাইতে পারিলেই কার্য্য হয়। কেন না সে তাহা শীঘ্র ভুলেনা। অতএব, "চের্ চেরা" বুদ্ধিযুক্ত বালক বালিকা অপেক্ষাকৃত ভাল।

"চের্ বেগা" শব্দের অর্থ কি? তাহা বলা যাইতেছে। যাহারা অতি বিলম্বে বুঝে অথবা শিখে, অথচ বেগে অর্থাৎ শীঘ্র বিস্মৃত হয়,তাহাদের বুদ্ধিকে "চের্ বেগা" আখ্যা দেওয়া হয়। এই চের বেগা বুদ্ধির লোকেরা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য, ইহাদিগকে যদিও কষ্টেশ্রেষ্ঠে শিখান যায়, কিন্তু শিখাইলে কি হইবে? তাহারা এ কাণ দিয়া শুনে, ও কাণ দিয়া বাহির হইয়া যায়। সুতরাং তাদৃশ পুরুষ গৃহস্থের পদ ও তাদৃশী গৃহিণী গৃহিণীপদ উন্নত করিতে পারেন না। যাঁহার গৃহিণী চের্ বেগা, কিম্বা যাঁহার স্বামী চেরবেগা তাঁহার বড় বিপদ। পদে পদেই উহাঁকে কাঁদিতে হয়। অবশেষে "বেগ চেরা"। এই বেগ্ চেরা বুদ্ধিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসনীয়। "বেগ্ চেরা" শব্দের অর্থ এই যে, শীঘ্র বুঝে বা শীঘ্র শেখে, অথচ দীর্ঘকালেও ভুলেনা। যে ব্যক্তি শীঘ্র বুঝিতে বা শিখিতে পারে, অথচ শিক্ষিত বিষয় অনেক কাল স্মরণ রাখিতে পারে, সে ব্যক্তি যে প্রশংসনীয় তাহা আর বলিবার অপেক্ষা নাই। বেগ্ চেরা বুদ্ধি যে বিষয়ে প্রযুক্ত হইবে, সেই বিষয়েই সে উন্নতি করিবে।

পাঠক পাঠিকা! প্রণিধান পূর্ব্বক

দেখুন যে, আমাদের অনক্ষরা পূর্ব্ব পিতামহীরা কেমন মিষ্ট কথা বলিতে জানিতেন।

"আত্ম বুদ্ধি শুভকরী;
পরের বুদ্ধি ভয়ঙ্করী॥"

আপনার বোধশক্তি না থাকিলে শুভ ফল পাওয়া যায় না। যে নিরন্তর পরের বুদ্ধির অনুসরণ করে, সে ভয়ানক বিপদে পড়ে। পরবুদ্ধি মনুষ্য হইতে সংসারের নানা অনর্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা এই বলা হইল যে,প্রত্যেক বিষয়েই যথাসাধ্য নিজের বুদ্ধিসঞ্চালন করিতে হইবে—বুঝিতে না পারিলে পরের পরামর্শের সাহায্য লইবে, পরন্তু প্রাপ্ত পরবুদ্ধি ভাল কি মন্দ তাহা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিবে।

"অবুঝে বুঝাব কত বুঝ নাহি মানে
ঢেঁকিকে বুঝাব কত নিত্য ধান ভানে।"

যে ব্যক্তি নির্ব্বোধ অথচ যাহার বুঝিবার ইচ্ছা নাই, তাহাকে সহস্র উপদেশ দেও, কোন কাজেরই হইবে না—সে যে নির্বুদ্ধি,সেই নির্বুদ্ধির মত কার্য্য করিবে। অবুঝ ব্যক্তিকে ঢেঁকির সহিত তুলনা করা হইয়াছে, ঢেঁকিকে বুঝান যেমন মিথ্যা, সে আজিও ধান ভানে কালও ধান ভানিবে, আর কিছুই করিতে পারে না, অবোধ ব্যক্তিও আপনার স্বভাব ও অভ্যাসের মত চলিয়া থাকে, তাহার পরিবর্ত্তন করিতে পারে না।

"বুঝিনা বুঝা বুদ্ধির কর্ম্ম;
ঘাট্ না মানা মূর্খের ধর্ম্ম॥"

ঘাট্—না বুঝা স্বীকার।

এই কথাটীতে সহস্র সহস্র ন্যায় শাস্ত্রের ফল নিহিত আছে। আমাদের দেশের বুদ্ধিতত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতেরা বলিয়া গিয়াছেন যে, "ন বুধ্যতে ইত্যপি বুদ্ধিসাধ্যম্।" আমি বুঝিলাম না, ইহা বুঝাই বুদ্ধির কার্য্য। যে ব্যক্তি আপনার না বুঝা বুঝিতে পারে, সেই ব্যক্তিই যথার্থ বুদ্ধিমান্। কেন না না বুঝা বুঝিতে পারিলে ভ্রমে পড়িতে হয় না, অনায়াসেই অন্যের সাহায্য লইয়া স্বীয় বুদ্ধি শক্তিকে উদ্বোধিত করিয়া লইতে পারে, কিন্তু যে আপনার না বুঝা বুঝিতে পারে না, সে নিশ্চয়ই ভ্রমে পড়িয়া আপনার অজ্ঞতা স্বীকার করিতে চাহে না।* অতএব, যাঁহারা প্রকৃত বুদ্ধিমান্ ও বুদ্ধিমতী তাঁহারা আপনার না বুঝা বুঝিয়া ঘাট্ স্বীকার করেন; অবশেষে অন্যের সাহায্যে বুঝিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু যে ব্যক্তি মুর্খ অর্থাৎ স্বীয় অজ্ঞতা বোধগম্য করিতে অক্ষম, সে সেই না বুঝাকেই বুঝিয়াছি ভাবিয়া কাহারও

*ভুবনবিখ্যাত জ্ঞানী সক্রেটিসের বিষয়ে বর্ণিত আছে যে একসময় দৈববাণী হইয়াছিল যে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী। সক্রেটিস আপনাকে মূর্খের অগ্রগণ্য বলিয়া জানিতেন। দৈববাণী এরূপ হইল কেন জানিবার জন্য তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। পরে তিনি গ্রীস দেশের পণ্ডিতাভিমানীগণের সহিত বিচার করিয়া দেখিলেন, তাহারাও তাঁহার মত অজ্ঞ। প্রভেদ এই, তিনি আপনার অজ্ঞানতা বুঝিতে পারেন, তাঁহারা তাহা পারেন না।

নিকট আপনার ন্যূনতা স্বীকার করে না। তাদৃশ মূর্খ ব্যক্তি সংসারের কণ্টক স্বরূপ।

সহিষ্ণুতা ও প্রেম সম্বন্ধে——

"যে সয় সেই রয়;
ভাল বাসায় কি না হয়?"

সয়=সহ্যকরে। রয়=নিরাপদে থাকে। যে সহ্য করে সে নিশ্চিত নিরাপদে থাকে এবং যাহার হৃদয়ে ভালবাসা অর্থাৎ প্রেম আছে—তাহার সমস্ত সম্পদই আছে। প্রেমদ্বারাই মনুষ্য দুস্তর বিপদ সমুদ্রের ভীষণ গর্জ্জন হইতে রক্ষা পায়।

আমাদের পূর্ব্ব পিতামহীগণের এই উপদেশকে বৎসামান্য মনে করিবেন না। খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক মহাত্মা ঈশার হিতোপদেশের সার এই। ঈর্ষার পরিবর্ত্তে প্রেম ও দয়া এবং ক্রোধের বা অসূয়ার পরিবর্ত্তে সহিষ্ণুতা ও নম্রতা;—এই গুণদ্বয় কি নর কি নারী উভয়ের ভূষণ ও হিতকর। এই দুই গুণ থাকিলেই মনুষ্য জীবন-যুদ্ধে জয়ী হইতে পারে সংশয় নাই। নম্রতা কি? না আত্মগরিমার সম্পূর্ণ অপচয়। সহিষ্ণুতা কি? না, গুরু অথবা প্রিয় ব্যক্তির অনুরোধে আত্মাভিমান ত্যাগ করা। দয়া কি? না অনুগত ও দুঃখিত ব্যক্তিদিগের প্রতি অধিকতর অনুকূল হওয়া এবং সর্ব্বসাধারণের উপকার করা। সৌভাগ্যকালে গর্ব্বিত না হওয়া প্রভৃতি অনেকবিধ সদ্‌গুণ উল্লিখিত গুণদ্বয়ের অন্তভূর্ত এবং অপরের সহিত তুলনায় আপনাকে বড় মনে না করাও উহার এক অঙ্গ। অতএব ঐ দুই গুণ অর্থাৎ সহিষ্ণুতা ও প্রেমপরতাই এই সংসারধর্ম্মের মূলমন্ত্র। উক্ত গুণদ্বয় থাকিলে কেবল কুলবধূ কেন—সকল মনুষ্যই সংসার জয় করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং উপরোক্ত উপদেশের সারবত্তা যে কত অধিক—তাহা এই ক্ষুদ্রকায় প্রবন্ধে ব্যক্ত করা যায় না।

ভালবাসা, বশীকরণ বিদ্যা অপেক্ষাও অধিক শক্তিসম্পন্ন। ভালবাসার দ্বারা জয় না করা যায়—এমন প্রাণবান্ বস্তুই নাই। সেই জন্যই স্ত্রীকবির শেষার্দ্ধ "ভালবাসায় কি না হয়?" অতি রমণীয় এবং সারবান্ উপদেশ।

"যত কাপড় তত শীত;
নিকাপুড়েয় পাথর চিত।"

সহিষ্ণুতা অভ্যাস করিলে তাহা এত আয়ত্ত হয়, যে দুর্নিবার শীত গ্রীষ্মাদিও সহ্য হইয়া যায়। ইহার দৃষ্টান্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই ইচ্ছা করিলে অনুভব করিতে পারেন। শীতকালে আমরা বস্ত্র ব্যবহার অধিক পরিমাণে করি; কিন্তু নির্ধন ব্যক্তিরা তত অধিক বস্ত্র ব্যবহার করিতে পারে না। তাই বলিয়া তাহারা কি অধিক কাতর হয়? তাহা নহে। শীত তাহাদের সহ্য হইয়া গিয়াছে বলিয়া তাহারা আমাদের সহিত সমান কাতর হয়। আমরাও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, সময়ে সময়ে অর্থাৎ যখন

আমাদের বস্ত্র স্থানান্তরে থাকে—তখন যেরূপ—এবং যখন আমরা বহু বস্ত্রাবৃত হই, তখনও প্রায় সেইরূপ শীত অনুভব হয়। ফল কথা এই যে, চিত্তে যদি সহিষ্ণুতা ও সন্তোষ না থাকে—তাহা হইলে শত শত বস্ত্রাবরণ ধারণ করিলেও শীত লাগিতেছে বলিয়া অনুভব হইবে। মনে সন্তোষ থাকিলে বিনা কাপড়েও মন পাথরের মত অটল ও দৃঢ় থাকে।

"যত হাঁসি তত কান্না ;
বলে গেছেন রাম শর্ম্মা!"

অত্যন্ত আনন্দবেগ উপস্থিত হইলে তাহা ধারণ করা বা সহ্য করা আবশ্যক। দুঃখবেগ সহ্য করা যেমন ভবিষ্যৎ সুখের কারণ ; তেমনি সুখাবেগ ধারণ করাও ভবিষ্যৎ সুখের কারণ। যিনি তাহা না পারেন—তিনি নিশ্চয়ই পরিণামে ক্লেশ পান। বিশেষ অনুভব করিয়া দেখ, তোমরা কখন অতিশয় হাস্য করিয়াছ কি না। যদি করিয়া থাক, তবে স্মরণ করিয়া দেখ যে, সেই অতিহাস্যের পর তোমাদের শরীর অবসাদগ্রস্ত হইয়াছিল কি না। নিশ্চয়ই হইয়াছিল। যে বৃত্তি যত পরিমাণে উত্তেজিত হইবে—পরক্ষণে তাহার তত অবসন্নতা হইবে। হাস্যবেগ বা আনন্দবেগও সহ্য করা কর্ত্তব্য। যদি না কর তবে তোমাকে সেই পরিমাণে কাঁদিতে হইবে। আর একটী কথা এই, এ পৃথিবীতে সুখ ও দুঃখ চক্রের ন্যায় ঘুরিতেছে ফিরিতেছে, সুখের পর দুঃখ আসিবেই আসিবে, অতএব অত্যন্ত সৌভাগ্য হইলে উন্মত্ত না হইয়া ভাবী দুঃখের আশঙ্কায় ধীর ও নম্র হওয়া কর্ত্তব্য। অনেক স্ত্রীকবি রামশর্ম্মার নামের দোহাই দিয়া আপনাদিগের মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, বস্তুতঃ ইহা তাঁহাদিগেরই কথা।

শরীরের নাম মহাশয়,
যা সওয়াও, তাই সয়।
সহ্যগুণ বড় গুণ,
বাড়ালে বাড়ে তিন গুণ।

স্ত্রীকবিগণ সহিষ্ণুতা গুণের শিক্ষা দিবার জন্য যে বিধিমতে চেষ্টা পাইয়াছেন, তাহা উপরি উক্ত শ্লোকগুলি দ্বারা ব্যক্ত হইতেছে। শরীরকে আমরা সামান্য মনে করি এবং পাছে ইহার একটু ক্লেশ হয় বলিয়া কত ভাবনা করি। কিন্তু ঈশ্বর শরীরকে মহৎগুণ দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, এই শরীর অভ্যাস গুণে সকল কষ্টই সহ্য করিতে পারে এবং অসম্ভব পরিশ্রমের কার্য্য অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারে। এ দেশের বাবু ভাই ও বিলাসিনীগণের শরীর কত সন্তর্পণে রক্ষা করিতে হয়, তথাপি সর্ব্বদাই অসুস্থ, কিন্তু বিধবা ও শ্রমজীবীদিগের কষ্ট ও শ্রমের সীমা পরিসীমা নাই, তথাপি তাহাদিগের শরীর সকল সহ্য করিয়া সুস্থ ও বলিষ্ঠ হয়। ফল কথা এই, যিনি সহ্য করেন, তাঁর সকলই সয়, যিনি সহ্য করিতে অপ্রস্তুত, তাঁর কিছুই সয় না। সহ্যগুণ

ক্রমশঃ অভ্যাস দ্বারা যত বাড়াইবে ততই বাড়িবে। তিনগুণ বাড়িবে বলা হইয়াছে, কিন্তু তাহার অর্থ অনেক গুণ—দশগুণ, শতগুণও হইতে পারে। শরীরের সহিষ্ণুতা যেমন বাড়ে, মনের পক্ষেও সেইরূপ বলা যায়। যত দুঃখ ক্লেশ হউক না কেন, মনে সহিষ্ণুতা থাকিলে তাহা অক্লেশে বহন করা যায়। এই সহিষ্ণুতা হইতেই সন্তোষরূপ স্পর্শমণি লাভ হয় এবং কি গৃহে কি বাহিরে সর্ব্বত্র সুখ শান্তি সম্ভোগ করিবার উপায় পাওয়া যায়।

আমি তোমারই।

গত শতাব্দীর শেষ ভাগে ফরাসিদেশে ধনীর গৃহে একজন রমণী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে লা ফাইট নামক একজন ধনি-সন্তানের সহিত ঐ রমণীর প্রণয়ের সঞ্চার হয়। বিবাহ সম্বন্ধে বর ও কন্যা উভয় পক্ষীয় অভিভাবকগণের সম্মতি থাকাতে কন্যার সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে আনন্দের সহিত তাহাদের পরিণয়কার্য্য সম্পাদিত হইল। ইহার অল্পকাল পরেই আমেরিকা দেশের লোকেরা ইংলণ্ডের দাসত্ব পাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য যুদ্ধ আরম্ভ করিল। যুবক লাফাইট স্বাধীনতাকে এত ভাল বাসিতেন, যে ঐ সংবাদ শ্রবণ মাত্র আমিরিকাতে গমন করিবার জন্য এবং আমেরিকাবাসীদিগের সৈন্যদলে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধ করিবার জন্য ইচ্ছুক হইলেন। তাঁহার পত্নী তাঁহার এই সাধু ইচ্ছার প্রতিরোধ করিলেন না। লাফাইট, আমেরিকা দেশে গমন করিলেন, এবং স্বাধীনতা লাভাকাঙ্ক্ষীদিগের সহিত এক-প্রাণ একহৃদয় হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মধ্যে তিনি একবার স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু কিয়দ্দিন পরে আবার সেই দেশে গমন করিলেন। তাঁহাদের প্রথম বিচ্ছেদের সময় পতিপ্রাণা রমণীকে এত কুচিন্তা ও মানসিক যাতনায় কালযাপন করিতে হইয়াছিল যে দ্বিতীয় বার গমনের প্রস্তাবে তিনি একবারে অধীর হইয়া পড়িলেন, এবং সেই মানসিক উদ্বেগে পীড়িতা ও শয্যাশায়িনী হইলেন। কিন্তু পতির প্রতি তাঁহার এমন অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল যে তিনি যখন দেখিলেন, যে তাঁহার পতি পুনরায় আমেরিকা দেশে গিয়া স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষীদিগের সাহায্য করিতে নিতান্ত উৎসুক, তখন তিনি নিজের ক্লেশ নিবারণ করিয়া তাঁহার গমনে অনুমতি দিলেন। তদনুসারে লাফাইট পুনরায় আমেরিকা যাত্রা করিলেন। ঈশ্বরের কৃপায় আমেরিকাবাসিগণ সম্মুখ সমরে ইংরাজদিগকে পরাজিত করিয়া স্বাধীনতা লাভ করিলেন।

লাফাইট প্রসন্ন মনে স্বদেশে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। স্বদেশে আসিয়া তাঁহারা উভয়ে কিছুকাল পরম সুখে যাপন করিলেন। তাঁহাদের কয়েকটী পুত্র কন্যা জন্মিল। কিন্তু তাঁহাদের এইসুখ অধিক কাল স্থায়ী হইল না; কয়েক বৎসরের মধ্যেই ফরাসি দেশে ঘোর বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্ব-লিত হইয়া উঠিল। তখন সেখানে রাজার একছত্র রাজত্ব ছিল, দেশের লোকেরা রাজার স্বেচ্ছাচার হইতে আপনাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত করিল। লাফাইট্ চিরদিন স্বাধীনতার পক্ষপাতী, সুতরাং স্বাধীনতার পতাকা যখন উড্ডীন হইল তখন আর তিনি নিশ্চিন্ত মনে বাস করিতে পারিলেন না। স্বাধীনতা পক্ষের এক সেনাদলের অধিনায়ক হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিলেন। ক্রমে সেই সমর-যজ্ঞে রাজা, রাণী, রাজপদ, প্রভৃতি আহুতি দিয়া প্রজাগণ আপনাদের রাজত্ব স্থাপন করিল। কিন্তু রাজার মস্তক ছেদন করিয়া যাঁহারা রাজ্যশাসনের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন, তাঁহারা অশেষ প্রকার অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সকল কারণে তাঁহাদের রাজত্ব কাল ইতিবৃত্তে "রেইন অব টেরর" অর্থাৎ "ভীষণ রাজত্ব' নামে উক্ত হই-য়াছে। লাফাইট যদিও অন্তরের সহিত স্বাধীনতাকে ভাল বাসিতেন, যদিও তিনি নিজে অনেক বার রাজার অত্যা-চারের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, যদিও তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রজাপক্ষীয় লোকদিগের সেনাপতিত্ব ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি যখন নূতন শাসনকর্ত্তাদিগের অত্যাচার ও নৃশংস আচরণ সকলের বিষয় শ্রবণ করিলেন, তখন তাঁহাদের কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। এই অপরাধে তিনি কর্ত্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হইয়া পড়ি-লেন। তাঁহার প্রতি দলপতিদিগের এত আক্রোশ উপস্থিত হইল যে তিনি আর ফরাশি দেশে বাস করিতে সাহসী হই-লেন না, প্রাণভয়ে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া গেলেন। কিন্তু দুর্দ্দৈবের কি ঘটনা! অষ্ট্রিয়া রাজ্যে গিয়া তিনি বন্দীকৃত হইলেন এবং অলমুজ নামক দুর্গের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন।

লাফাইট কারাগারে বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে তাঁহাকে স্বদেশের শত্রু ও স্বাধীনতা-বিরোধী বলিয়া ঘোষণা প্রচার করা হইল। তাঁহার পত্নী ম্যাডাম লাফাইট এতদিন পতির বিচ্ছেদে ও বিপৎপাতে ম্রিয়মাণ হইয়া ছিলেন, কিন্তু যখন তাঁহারই আবাস নগরে সেই পতিকে স্বাধীনতার শত্রু ও রাজ্যের বিদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করা হইতে লাগিল, তখন আর তাঁহার প্রাণে সহ্য হইল না। সে সময়ে অনেক ভদ্রবংশীয় রমণী নিরাপদে স্বদেশে বাস করিবার জন্য পতির নাম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কারণ পতির নামের সহিত যোগ থাকিলে লোকে ঘৃণা করে এবং লোকসমাজে

ক্লেশ পাইতে হয়। কিন্তু ম্যাডাম লাফাইট এরূপ আচরণের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বীয় পতির নাম গৌরবের সহিত ধারণ করিতে লাগিলেন। এই সময় হইতে তিনি স্বীয় পতিকে কারাগার হইতে মুক্ত করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন। তখন ফ্রান্সের কি ভয়ানক অবস্থা! কাহার প্রাণ কখন যায়, কাহার ধনমানের উপর কখন হস্ত পড়ে, কে কখন বন্দীকৃত হয়, কাহার গৃহের ধনরত্ন কখন লুণ্ঠিত হয়, তাহার স্থিরতা নাই। দলে দলে লোক আমেরিকা প্রভৃতি দেশে পলায়ন করিতেছে। এক এক দিন যাইতেছে এবং এক এক বিপ্লবের তরঙ্গ ফ্রান্সের উপর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। এরূপ সংকট এবং ভয়ের সময়েও "ম্যাডাম লাফাইট" অবিচলিত চিত্তে আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্রের আমেরিকা গমনের আয়োজন করিতেছেন, বিষয় সম্পত্তি রক্ষার বন্দোবস্ত করিতেছেন, এবং স্বামীর উদ্দেশে অষ্ট্রিয়া যাত্রার আয়োজন করিতেছেন। পুত্রটী আমেরিকা যাত্রা করিল, বিষয় সম্পত্তির বন্দোবস্ত হইল, ম্যাডাম লাফাইট সপরিবারে অষ্ট্রিয়া যাত্রার অনুমতি পত্র প্রাপ্তির আশায় পারিস নগরে গমন করিলেন। পারিস নগরে তখন ভয়ানক বিশৃঙ্খলতা; অনুমতি পত্র পাইতে তাঁহার অনেক ক্লেশ হইল।

যাহাহউক অবশেষে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া তিনি অবশিষ্ট সন্তানগুলি সমভিব্যাহারে অষ্ট্রিয়াতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া অষ্ট্রিয়ার সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সম্রাট মৌখিক তাঁহাকে বিশেষ অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাঁহার আবেদন গ্রাহ্য করিবার আশা দিলেন, কিন্তু কার্য্য কালে কিছুই করিলেন না। লাফাইট পূর্ব্বের ন্যায় বন্দী দশায় বাস করিতে লাগিলেন। অবশেষে ম্যাডাম লাফাইট নিরুপায় হইয়া কারাগারে পতির পার্শ্বে বাস করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তাঁহাকে যে অনুমতি দেওয়া হইল, তদনুসারে একদিন তিনি সন্তানগুলি লইয়া কারাগারে গমন করিলেন।

ওদিকে তাঁহার পতি এসকল ব্যাপারের কিছুই জানেন না, ফ্রান্সের অবস্থা কি, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র যে আমেরিকাতে প্রেরিত হইয়াছে, তাঁহার পত্নী যে তাহার উদ্ধারের জন্য এত চেষ্টা পাইতেছেন এ সকল সংবাদের কিছুই তিনি জ্ঞাত ছিলেন না। একদিন তিনি একাকী সেই নির্জ্জন কারাগারে বসিয়া নিজের দুর্ভাগ্যের বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ তাঁহার গৃহের দ্বার উন্মুক্ত হইল। সে দ্বার এরূপ ভাবে বহুদিন উন্মুক্ত হয় নাই। তিনি বিস্মিত ভাবে চাহিয়া যাহা দেখিলেন, তাহা তিনি কখনও স্বপ্নেও সম্ভব বলিয়া মনে করেন নাই। তিনি দেখিলেন যে তাঁহার পতিব্রতা নারী সন্তানগুলির হস্ত ধারণ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিতেছেন।

ক্ষণ কালের জন্য লাফাইট এ জগতে আছেন, কি কোন স্বপ্নরাজ্যে গিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু অল্প-ক্ষণ পরেই প্রকৃত ঘটনা সমুদায় জানিতে পারিলেন। পাঠিকা একবার সেই দিনের চিত্রটী স্মরণ করুন্। সেই মিলনের সময় সেই পরিবারটীর কিরূপ ভাব হইয়াছিল, তাহা একবার কল্পনাতে অনুভব করিবার চেষ্টা করুন। ম্যাডাম লাফাইট নিজ পতির কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া তদীয় বক্ষঃস্থল নেত্রজলে প্লাবিত করিয়া দিলেন। লাফাইটও বহুদিনের পর সন্তানগুলিকে ক্রোড়ে লইয়া শত শত বার তাহাদের মুখচুম্বন করিতে লাগি-লেন।

ইহার পর তাঁহারা সকলেই সেই কারাগারে বাস করিতে লাগিলেন। ম্যাডাম লাফাইটের একটী কন্যা লিখিয়াছেন যে এই কারাগারের মধ্যে তাঁহার মাতা এত সুখে ছিলেন যে সে জন্য তিনি আপনাকে সর্ব্বদা নিন্দা করি-তেন। বলিতেন "আমি কিরূপ লোক; আমার পতি বন্ধন দশাতে বাস করিতে-ছেন, আমার সেদিকে দৃষ্টি নাই, আর আমি অতুল সুখ সচ্ছন্দ ভোগ করিতেছি। বাস্তবিক পতির প্রতি তাঁহার এরূপ আশ্চর্য্য প্রেম ছিল যে কারাবাসের দুঃখ তাঁহার মনে থাকিত না। যাঁহাকে তিনি চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইতে মনে মনে পূজা করিয়া আসিতেছিলেন, যাঁহার বিচ্ছেদে তিনি কতদিন অশ্রুজলে ভাসিয়াছেন, যাঁহার জন্য তিনি প্রাণ-ভয়কে ভয় বলিয়া গণ্য করেন নাই, যাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য এত ক্লেশ স্বীকার করিলেন, সেই পতির পার্শ্বে থাকিয়া তাঁহার আবার কষ্ট কি? তিনি জগৎসংসারকে ভুলিয়া সেই কারা-গারেই স্বর্গসুখ ভোগ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইল। অবশেষে নেপোলিয়ানের সহিত অষ্ট্রিয়ারাজের যে সন্ধি হইল সেই সন্ধি-পত্রের একটী নিয়ম ছিল যে ফরাসি বন্দী-দিগকে কারামুক্ত করা হইবে। তদনুসারে লাফাইট পরিবার কারামুক্ত হইলেন। কারামুক্ত হইয়া তাঁহারা পুনরায় ফরাসি-দেশে আগমন করিলেন। তাঁহাদের পুত্র আমেরিকা হইতে প্রত্যাগমন করি-লেন এবং তাঁহারা নিরুপদ্রবে স্বীয় বিষয় সম্পত্তি ভোগ করিতে লাগিলেন। লাফাইট সাহেব বলিয়াছেন যে এই রমণীর প্রেম জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সমান ছিল। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহার শেষ কথা এই ছিল 'আমি তোমারই'। স্বামীর হস্তে হস্ত দিয়া এই কথা বলিয়া তিনি জন্মের মত পতির নিকট বিদায় লইলেন।

উত্তর হিমমণ্ডল আবিষ্কার।

(২১৬ সংখ্যা ২৭০ পৃষ্ঠার পর।)

১৫৮৬ সালে ডেবিস পুনরায় সূর্য্যালোক ও চন্দ্রালোক এবং অন্য দুই খানি জাহাজ সজ্জিত করিয়া পশ্চিমোত্তর পথ আবিষ্কারার্থ যাত্রা করেন। ২৯ শে জুন তারিখে তিনি গ্রীণলণ্ডের তীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন বৃহৎ বৃহৎ ভাসমান তুষারগিরি দ্বারা তাঁহার পথ অবরুদ্ধ রহিয়াছে। এই সকল পর্ব্বত বাফিন সাগর হইতে ভাসিয়া আসিয়াছে। তিনি কি করেন, কিছু দিন সেই ভাসমান দ্বীপ সকলের তটে তটে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে কুজ্ঝটিকার সহিত ঘোরতর শীতাগম হইল, তাহাতে জাহাজের দড়ী পাইল প্রভৃতি সকলি বরফে প্রস্তরের ন্যায় কঠিন হইয়া গেল। জাহাজের মাল্লাগণ নিরাশ ও বিরক্ত চিত্তে অধ্যক্ষকে বলিতে লাগিল "তোমার দুঃসাহসে আমরাত মরিলাম, আমাদিগের বিধবাগণ ও অনাথ বালক বালিকারা তোমাকে অভিশম্পাত করিবে।"

ডেবিস নাবিকদিগের রোদনে দয়ার্দ্র হইয়া দুই খানি জাহাজকে দেশে ফিরিয়া যাইতে অনুমতি করিলেন এবং স্বয়ং কয়েকটী সাহসী অনুচরের সহিত চন্দ্রালোক নামক জাহাজারোহণে ৬৭ অক্ষাংশের নিকটবর্ত্তী আমেরিকার উপকূলে উপনীত হইলেন। লাব্রাডোরের আদিম নিবাসীরা তাঁহার দুই জন নাবিককে বধ করিল। তখন সেপ্টেম্বর মাস, প্রবল ঝঞ্ঝা বহিতে আরম্ভ হইয়াছে দেখিয়া আর অগ্রগমনের আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তিনি ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হইলেন।

১৫৮৭ সালের ১৬ই জুন ডেবিস পুনরায় গ্রীণলণ্ডে আসিয়া উপনীত হন। এবার ৭২ অক্ষাংশ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া বাফিন সাগরে প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহার প্রধান উৎসাহদাতার নামে এই স্থানকে 'সাণ্ডার্সনের আশা' বলিয়া অভিহিত করিলেন। তৎপরে ক্রমাগত পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় তুষার পর্ব্বত সকলের সম্মুখীন হইলেন। পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে সকল বাধা অতিক্রম পূর্ব্বক ১৯এ জুলাই তারিখে স্বনামখ্যাত প্রণালীর বিপরীত দিকে উপস্থিত হইলেন। আর দুই দিন জাহাজ চালাইয়া কম্বার্লণ্ড প্রণালী অতিক্রম করিলেন। এই প্রণালী তাঁহার প্রথম যাত্রাতেই আবিষ্কার করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাকে একটী সাগরের অংশ মনে করিয়া তিনি পুনরায় হডসন সাগরে প্রবেশ করেন। তাঁহার সাহায্যার্থে দুই খানি মৎস্য ধরিবার বড় জাহাজ তাঁহার সহিত আসিয়াছিল, কিন্তু অধিক দূর অগ্রসর হইতে স্বীকৃত না হইয়া পথে অপেক্ষা করিয়া থাকিবে বলিয়াছিল। ডেবিস নির্দ্দিষ্ট স্থানে

ফিরিয়া আসিয়া তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন না, ইহাতে যার পর নাই আশ্চর্য্য ও শঙ্কিত হইলেন, কারণ তিনি এক খানি ক্ষুদ্র পানসি চড়িয়া ছিলেন এবং তাহা ভগ্নপ্রায় হইয়াছিল। যাহা হউক সেই ভগ্ন তরীযোগে কষ্টে শ্রেষ্টে স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। এই তাঁহার উত্তর পশ্চিম পথ আবিষ্কারের শেষ যাত্রা। তিনি নিজে নিরুদ্যম হন নাই, আর একবার নৌ-যাত্রার প্রস্তাব করেন, কিন্তু বার বার তিন বার তাঁহার চেষ্টা নিষ্ফল হওয়াতে তাঁহার স্বজাতীয়গণের উৎসাহ ভঙ্গ হইয়াছিল, সুতরাং আর তাহারা তাঁহাকে সাহায্য করিল না। ডেবিস অতঃপর পুরাতন পথ দিয়া পাঁচ বার পূর্ব্ব ভারতবর্ষে যাত্রা করেন, এবং পঞ্চম বারে মালাকার উপকূলে মালয়দিগের সহিত যুদ্ধে (১৮০৫ সালের ২৭এ ডিসেম্বর) হত হন।

ডেবিসের শেষ হিমমণ্ডল যাত্রার ৭ বৎসর পরে ওলন্দাজেরা উত্তর দিক্ দিয়া ভারতবর্ষের পথ আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হইল। এই জাতি অতিশয় অধ্যবসায়শীল। ইহারা স্পেনীয়দিগের অধীনতা শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া প্রধান জাতি সকলের মধ্যে গণ্য হইবার জন্য উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদিরে রাজ্য অতিশয় ক্ষুদ্র, এজন্য বৈদেশিক বাণিজ্যের উপরেই তাহাদিগের সমুদায় আশা ভরসা স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু দক্ষিণ দিকের পথ স্পেনীয় ও পর্ত্তুগিজদিগের অর্ণবপোত দ্বারা এপ্রকার অধিকৃত হইয়াছিল যে তথায় অন্য জাতির প্রতিযোগিতার আশা ছিল না। তাহারা মনে করিল যদি অদৃষ্ট প্রসন্ন হয়, উত্তর দিকের পথ আবিষ্কৃত করিয়া ভারতবর্ষে উপনীত হইতে পারিবে এবং বাণিজ্য দ্বারা প্রচুর সুখ সমৃদ্ধি লাভ করিবে।

এই উচ্চ আশায় উৎসাহিত হইয়া আমষ্টার্ডম ও অন্যান্য নগরস্থ বণিকগণ ১৫৯৪ সালে পূর্ব্বোত্তর পথ আবিষ্কারার্থ কতকগুলি জাহাজ সজ্জিত করিলেন এবং কর্ণবেলিস, নেত্রাণ্টা এবং উইলিয়ম বারেণ্ট এই কয়েক ব্যক্তির উপর অধ্যক্ষতাভার অর্পণ করিলেন। ৬ই জুন টেক্সেল হইতে জাহাজ তিনখানি ছাড়িয়া একত্রে লাপলণ্ডের উপকূল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল। তৎপরে তাহারা দুই ভাগে বিভক্ত হইল। বারেণ্ট অধিক সাহসিকতার পরিচয় দানার্থ নবাজেমলা অতিক্রম করিয়া উত্তরাভিমুখে গমনে উৎসুক হইলেন। তাঁহার অন্যান্য সঙ্গিগণ রুষিয়ার উপকূল দিয়া ওয়েগাট প্রণালীতে আসিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহারা এই প্রণালীর নাম বায়ু-কন্দর রাখিলেন, তত্রত্য তুষার-গিরি সকল ভেদ করিয়া কারা সাগরে উপনীত হইলেন এবং যতদূর দৃষ্টি যায় পরিষ্কার নীল বর্ণ জল রাশি অবলোকন করিতে লাগিলেন। গ্রীক পণ্ডিত প্লিনী টেবিন নামক এক অন্তরীপের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন তাহা পার হইয়া আসিয়ার পূর্ব্ব ও

দক্ষিণ ভাগে সহজে উপনীত হওয়া যায়। ওলন্দাজেরা তাঁহার ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া মনে করিল, আসিয়ার শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছে। আসিয়া যে ১২০ অক্ষাংশ পর্য্যন্ত পূর্ব্বদিকে প্রসারিত, তাহা তাহারা জ্ঞাত ছিল না। তাহারা আপনাদিগের সিদ্ধিলাভের সংবাদ স্বদেশবাসিগণকে জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত ত্বরা ত্বরি স্বদেশের দিকে ফিরিল। লাপলণ্ডের নিকট বারেণ্টের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ইনি নবা জেমলার উত্তর সীমা পর্য্যন্ত গিয়া প্রবল বায়ুদ্বারা প্রতিহত হইয়া ফিরিতে বাধ্য হন। এখন ৩ খানি জাহাজ একত্র হইয়া পুনরায় টেক্‌সেলে আসিয়া পৌঁছিল।

প্লিনির কল্পিত টেবিন অন্তরীপ আবিষ্কৃত হইয়াছে, এই বিশ্বাসে আমষ্টর্ডম ও অন্যান্য নগরের বণিকগণ নানা বিধ পণ্য দ্রব্যে ৬ খানি জাহাজ সজ্জিত করিয়া ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্যার্থ প্রেরণ করিলেন। সঙ্গে একখানি ক্ষুদ্র তরী সংযুক্ত করিয়া দিলেন যে জাহাজ গুলি আসিয়ার পূর্ব্ব সীমা পার হইয়া নিরাপদে ভারতবর্ষের দিকে যাত্রা করিল তদ্দ্বারা এই সুসংবাদ অবগত হইবেন। কিন্তু কল্পনার উপর যে অট্টালিকা নির্ম্মিত হয়,তাহা নিশ্চয়ই ভূমিসাৎ হইয়া থাকে, ওলন্দাজদিগকে উচ্চ আশায় নিরাশ হইতে হইল। তাহারা যে প্রণালীকে বায়ু-কন্দর বলিয়া অভিহিত করিয়াছিল, তাহাতে এরূপ প্রবল ঝটিকা প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং বরফ গিরি সকল আসিয়া পথ অবরুদ্ধ করিতে লাগিল, যে তাহারা আর অগ্রসর হইতে পারিল না এবং নিতান্ত ক্লিষ্ট, বিপন্ন ও ভগ্নমনোরথ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হইতে বাধ্য হইল।

নারীচরিত।

ফিলিসিয়া হিমান্স।

এই সুপ্রসিদ্ধ স্ত্রীকবি ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ এ সেপ্‌টেম্বর ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী লিবারপুল নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পূর্ণ নাম ফিলিয়া ডোরোথিয়া হিমান্স। ইহাঁর পিতা ব্রাউন আয়র্লণ্ডবাসী একজন বণিক, ইহাঁর মাতা ওয়াস্‌নার বিনিসীয় বংশীয়। হিমান্স তাঁহাদিগের ছয় সন্তানের মধ্যে চতুর্থ এবং তিন কন্যার মধ্যে দ্বিতীয়। তিনি বাল্যকালে অতি সুন্দরী বলিয়া প্রশংসিত হন এবং কবিত্ব শক্তির পরিচয় দেন। তাঁহার মাতা অতি গুণবতী ছিলেন, তিনি এ বিষয়ে তাঁহাকে উৎসাহ দান করিতেন। কুমারীর বয়স যখন

বৎসর, তখন তাঁহার পিতা বাণিজ্য ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ইংলণ্ড পরিত্যাগ পূর্ব্বক ওয়েলসে গিয়া বাস করেন। এই বাস পরিবর্ত্তন ফিলিসিয়ার মানসিক বিকাশের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল হইল। ওয়েল্‌স পর্ব্বতময় দেশ, স্বভাবের ক্রীড়াভূমি এবং প্রাচীন গায়কদিগের জন্মস্থান, তাহার দৃশ্য সন্দর্শনে তাঁহার সুকুমার হৃদয় যে মহৎভাবে পূর্ণ এবং স্বদেশহিতৈষণা ও ঈশ্বরানুরাগে উত্তেজিত হইবে ইহা বলা বাহুল্য। এই দৃশ্য দর্শনে যে ভাব তাঁহার হৃদয়ে উদ্রেক হইত, তাহা তিনি কবিতা দ্বারা ব্যক্ত করিতে প্রয়াস পাইতেন। এইরূপে তিনি যে কবিতাগুলি প্রণয়ন করেন, তাহা (Early Blossoms.) প্রভাত-প্রসূন নামে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়। তাঁহার রচিত এই প্রথম পুস্তক ১৮০৮ সালে প্রকাশিত হয়, তখন তাঁহার বয়স চতুর্দ্দশ বর্ষ মাত্র।

১৮০৯ সালে ব্রাউন পরিবার ফ্লিণ্ট সায়ারের অন্তর্গত ব্রনউইলফা নামক স্থানে নূতন বাসস্থাপন করেন। ফিলিসিয়া তথায় ১৬ বৎসর বাস করেন এবং অনেক পুস্তক রচনা করেন। ১৮০৯ সালে কাপ্তেন হিমান্‌সের সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং উভয়ে পরস্পরের প্রতি অনুরাগনিদর্শন প্রদর্শন করেন। কিন্তু কাপ্তেনকে অবিলম্বে একদল সৈন্য লইয়া স্পেনে যাইতে হয়। ১৮১২ সালে তিনি প্রত্যাগত হইয়া ফিলিসিয়ার সহিত পরিণয়পাশে বদ্ধ হন। এই সালেই 'পারিবারিক স্নেহ' ও অন্যান্য কয়েকখানি কাব্য প্রচারিত হয়। স্কটলণ্ডনিবাসী কোন স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি সার উইলিয়ম ওয়ালেসের স্মরণার্থ সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবিতা রচনার জন্য ৫০০ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেন, ফিলিসিয়া অতি সুন্দর এক কবিতা লিখিয়া উক্ত পুরস্কার লাভ করেন। পরবৎসর "The Sceptic" সংশয়ী নামক কাব্য পুস্তক প্রকাশিত হয়।

বিবী হিমান্সের জ্ঞানানুরাগ অসাধারণ। তিনি সর্ব্বক্ষণ নানা ভাষার নানাবিষয়ক পুস্তক রাশিতে বেষ্টিত থাকিতেন এবং কালাকাল বিচার না করিয়া সর্ব্বক্ষণই পুস্তকপাঠে অভিনিবিষ্ট থাকিতেন। শয়ন, উপবেশন, ভ্রমণে সজন নির্জ্জনে, সুস্থ ও পীড়িত অবস্থায় কখনও পুস্তকছাড়া থাকিতেন না। স্বামী নিকটে এবং সন্তানগণ চারিদিক্ ঘেরিয়া থাকিলেও তাঁহার পাঠানুরাগের খর্ব্বতা হইত না।

১৮১৮ সালে কাপ্তেন হিমান্সের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়াতে তিনি ইউরোপ ভ্রমণে যাত্রা করেন এবং অবশেষে রোমে বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন, আর স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন না। ফিলিসিয়া তখন ৫টী পুত্র সন্তানের মাতা। তিনি পুত্রগণকে লইয়া আপনার মাতার সহিত ব্রনউইলফাতে বাস করিতে লাগিলেন। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রথম প্রথম সন্তান-

দিগের শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে পত্রালাপ চলিত, কিন্তু পরে তাঁহাদিগের মধ্যে আর কোন প্রকার যোগ লক্ষিত হয় নাই। তাঁহাদিগের রুচি, প্রবৃত্তি ও কার্য্য-প্রণালীর বিভিন্নতাই এই বিচ্ছেদের কারণ বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে।

স্বামীর সহিত এইরূপ শোচনীয় বিচ্ছেদে বিবী হিমান্স একদিকে অতি কষ্টের অবস্থায় পতিত হইলেন বটে, কিন্তু অন্যদিকে তাঁহার অসাধারণ মানসিক ক্ষমতা, তাঁহার অমায়িকতা এবং রচনা-শক্তির আকর্ষণ দ্বারা তিনি বিশপ লক্-মুর, বিশপ হিবার প্রভৃতি অনেকগুলি প্রসিদ্ধ লোকের অনুরাগভাজন হইয়া-ছিলেন। সাহিত্যানুরাগী পণ্ডিতদিগের মধ্যে বিশপ হিবারের সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হয় এবং তিনি তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব-সূত্রে বদ্ধ হন। ইহাঁরই উৎসাহে হিমান্স ১৮২১ সালে 'বেস্পার্স অব্ পালার্মো' নামক সুন্দর শোকসূচক কাব্য রচনা সম্পন্ন করিয়া অভিনয়ার্থ অর্পণ করেন। ১৮২৩ সালে কবেণ্ট উদ্যা-নের নাট্যশালায় ইয়ং, কেম্বল প্রভৃতি সুযোগ্য অভিনেতাদিগের দ্বারা অভি-নীত হইলেও ইহা সাধারণের নিকট তাদৃশ সমাদৃত হইল না। যাহাহউক ইহা দ্বারা কবি মিলম্যানের সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। অতঃপর এই নাটক এডিনবর্গে অভিনীত হয়, সার ওয়াল্-টার স্কট তাহার উপসংহার লিখিয়া দেন। এবার অভিনয় সর্ব্বসাধারণের হৃদয়গ্রাহী হয়। ১৮২১ সালে তিনি রয়েল সোসাইটী হইতে সাহিত্যের এক পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ১৮২৬ সালে (Forest Sanctuary) অর্থাৎ বনমন্দির নামে এক উৎকৃষ্ট কাব্য প্রচার করেন।

১৮২৭ সালে বিবি হিমান্সের মাতার মৃত্যু হয়, ইহাতে তিনি নিতান্ত নিরু-পায় ও অবসন্নহৃদয় হইয়া পড়েন। এত-কাল গৃহকার্য্যের জন্য তাঁহাকে কোন চিন্তা করিতে হইত না, সে সমুদায় জননীই নির্ব্বাহ করিতেন এবং তিনি নিশ্চিন্তমনে কাব্যালোচনায় সমস্ত সময় অতিবাহিত করিতেন। কিন্তু এখন গার্হস্থ্য সকল ভারই তাঁহার মস্তকে পতিত হইল। ওয়েল্‌স্ তাঁহার নিজের হৃদয়ের নিতান্ত প্রীতিকর হইলেও তথায় সন্তানগণের শিক্ষার সুবিধা হইবে না বলিয়া তিনি লিবারপুল নগরের নিকটে ওয়েবারট্রি নামক গ্রামে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপ অবস্থাপন্ন হইয়াও তিনি লেখনীকে বিশ্রাম দান করিলেন না। ১৮২৮ সালে নারীগণের বৃত্তান্ত, অবকাশ কালীন সঙ্গীত প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশ করিলেন।

১৮২৯ সালের গ্রীষ্মকালে তিনি স্কট-লণ্ড ভ্রমণ্ করিতে যান। তথায় অনেক বিখ্যাত পণ্ডিত তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করেন, সার ওয়ালটার স্কট্ ইহাঁদিগের মধ্যে একজন। স্কটের সহিত দুই তিন সপ্তাহ কাল তিনি সদালাপে অতি আনন্দে যাপন করেন। স্কট তাঁহাকে

বিদায় দিবার সময় বলেন "এমন লোকের সহিত সময় সময় সাক্ষাৎ হয় যে তাহাদিগকে আপনার জন বলিয়া চিরকাল আদর করিতে ইচ্ছা হয়, আপনি সেই রূপ প্রকৃতির লোক।" স্কট আর এক সময় বলেন "বিবি হিমান্স! আপনার এত গুণ যে তাহা অতিরিক্ত বলিয়া বোধ হইতে পারিত, কিন্তু আপনি সেই গুণাবলিদ্বারা প্রতিবাসিগণকে সুখী করিতে জানেন।"

১৮৩০ সালে তাঁহার রচিত ভাব সঙ্গীত (Songs of the Affections) প্রচারিত হয়। এই বৎসর তিনি কবিবর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। উক্ত কবি পর্ব্বতবেষ্টিত হ্রদ সকলের নিকটে বাস করিতেন। এই স্বাভাবিক দৃশ্যে হিমান্সের চিত্ত এরূপ বিমুগ্ধ হয় যে তিনি তথায় একটী বাটী ভাড়া করিয়া বাস করিবার অভিলাষ করেন।

১৮৩১ সালে বিবি হিমান্স সন্তানগণের সহিত ডব্‌লিন নগরে তাঁহার সহোদরের নিকট গমন করেন এবং জীবনের অবশিষ্ট ভাগ সেই স্থানে ক্ষেপণ করেন। পুস্তক রচনায় তাঁহার বিশ্রাম ছিল না এবং তিনি সর্ব্বক্ষণই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া সুখানুভব করিতেন। কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্য ক্রমশঃ ভগ্ন হইয়া আসিল। ১৮৩৪ সালের শেষ ভাগে তাঁহার শরীর এরূপ ক্ষীণ হইল যে মৃত্যু নিকটবর্ত্তী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তিনি কোন প্রকারে আর পাঁচ ছয় মাস জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার এক বন্ধু তাঁহার চরম অবস্থার এই রূপ বর্ণন করিয়াছেন :—

বিবি হিমান্স এক্ষণে এরূপ পীড়াক্রান্ত যে সমস্ত দিন গৃহে বদ্ধ ও শয্যাস্থ হইয়া থাকিতেন। কিন্তু তিনি ধৈর্য্যাবলম্বন ও ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া সকল ক্লেশ বহন করিতেন। পুস্তক পাঠের শ্রম তাঁহার সহ্য হইত না, তিনি বাইবেলের অধ্যায় সকল এবং মিল্‌টন ও ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাব্য সকল একাদিক্রমে স্মৃতি হইতে আবৃত্তি করিতেন। তিনি তাঁহার বাল্য জীবনের ঘটনা সকল চিন্তা করিয়া সুখানুভব করিতেন— সেই সমুদ্র তীরের পুরাতন গৃহ, পর্ব্বত দেশে যদৃচ্ছাভ্রমণ, নির্জ্জন বাস ও পুস্তক সকলের সহবাস - তাঁহার স্মৃতিপথে কত আনন্দ আনিয়া দিত। যাহারা তাঁহার অবস্থার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিত, তিনি তাহাদিগকে বলিতেন "আমার জন্য দুঃখিত হইও না, আমি আপনার মানসিক সুচিন্তা ও সুখবাক্যে সর্ব্বক্ষণ অবস্থিতি করি।" তাঁহার ভগিনী বলিয়াছেন, সময় সময় বোধ হইত যেন তাঁহার আত্মা শরীরের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া অনির্ব্বচনীয় গভীর পবিত্র চিন্তায় নিমগ্ন হইয়াছে। তিনি নির্জ্জনে অন্ধকারে একাকী থাকিতে ভাল বাসিতেন এবং আত্মসম্ভাষণ করিতেন।

এপ্রেল মাসের শেষে তাঁহার পীড়ার

কিঞ্চিৎ উপশম বোধ হয় এবং তিনি 'রবিবাসরীয় গাথা' নামে তাঁহার শেষ রচনা ভ্রাতার নামে উৎসর্গ করেন। কিন্তু পুনরায় পীড়াক্রান্ত হইয়া ১৮৩৫ সালের ২৫এ মে রাত্রি ৯ টার সময় মর্ত্ত্যদেহ পরিত্যাগ করিয়া যান। মৃত্যু-সময়ে তাঁহার একটু অঙ্গবিকৃতি লক্ষিত হয় নাই, তিনি সমস্ত দিন যেন শান্তিময় নিদ্রার ক্রোড়ে বিশ্রাম করিতেছিলেন, অবশেষে তাহাতেই নিমগ্ন হইয়া গেলেন।

বিবী হিমান্স একজন অতি মধুর কবি। তাঁহার রচনা সকল অতি সুললিত ও সুভাবপূর্ণ। তিনি গৃহ, মানবীয় মধুর সম্বন্ধ এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য বিষয়ে অনেক কবিতা লেখেন। তাঁহার ভগিনী তাঁহার জীবনচরিত সহিত রচনাবলী ছয় খণ্ড পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছেন।

নিশীথ চিন্তা।

চতুর্থ প্রস্তাব।

এই তো ঝড় বহিল—সৈকত ভূমির শান্তি সুখ আর উজ্জ্বল-শোভা ভঙ্গ করিয়া বহিল। লঘুভার বালুকণা সকল আর কত কাল সংযুক্ত থাকিবে বল;—কেহ বা উচ্চে উঠিল কেহ বা নিম্নে নামিল আর কেহ বা ঘুরিতে ঘুরিতে কোথায় চলিয়া গেল। যে সলিলাংশ সংযোজক হইয়া এতকাল বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, প্রখর উত্তাপে সে টুকুও শুকাইয়া গিয়াছে; তবে আর হতভাগ্য বালুকাকণা কোন্ বন্ধনীতে বদ্ধ থাকিবে, আর কাহাকে অবলম্বন করিয়া এই প্রবল শত্রুর হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবে? এক ফোটায়, দুই ফোটায়, শত সহস্র ফোটায় বৃষ্টি নামিতে আরম্ভ হইল; কিন্তু প্রবল বাত্যায় নামিতে দিবে কেন? আকাশের মেঘ আকাশেই বহিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল—বালুকণা তাহাতে আশ্বস্ত হইল না, শিথিল ভাবে চারিদিকে উড়িতে লাগিল।

উড় তবে উড়, তোমরা শত সহস্রে লাখে লাখে ঐ শূন্যে উড়িতে থাক—আঘাতে প্রতিঘাতে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়া প্রতি আবর্ত্তে মিশিয়া মিশিয়া ঘুরিতে থাক। তোমাদের ঐ ঘূর্ণন এখন অতীব মনোহর বলিয়া প্রতীয়মান হইবে বটে, কিন্তু বুঝিতে পার কি ঐ ঝড়ের প্রশমনান্তে কোথায় তোমাদের স্থিতি হইবে?

এই সংসারেও লঘুমধ্যপ্রকৃতি অনেকানেক লোক বিষয়-চিন্তায় শুষ্ক-হৃদয় হইয়া কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ ও মাৎসর্য্য ঝটিকায় উড়িয়া থাকে, তোমাদেরই ন্যায় আবর্ত্তে আবর্ত্তে ঘুরি

থাকে। পিতা মাতা, ভাই, বন্ধু, আত্মীয় ও স্বজন উপদেশ বৃষ্টি সেচন করুন, তাঁহাদের বিকৃত মনে তাহা স্থান পাইবে কেন?—তাহারা ঘুরিতেই থাকিবে, পরিণাম-ফল-বিমূঢ় হইয়া পাপাবর্ত্তের প্রতিচক্রে ঘূর্ণিত হইয়া, উহারই আপাত মনোহর সুখে মুগ্ধ হইয়া হাসিতে হাসিতে খেলিতে থাকিবে—জানে না অবশেষে কোথায় গিয়া পড়িবে।

ঐ প্রান্তর মধ্যে একটী মাত্র গাছ শাখায় আর প্রশাখায়, পত্রে আর পতত্রে শোভিত হইয়া কতই না সুন্দর দেখাইতেছিল! বিহঙ্গমগণ আতপতাপে তাপিত হইয়া পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া উহারই সুশীতল ছায়ায় শরীর জুড়াইতে জুড়াইতে মনের আনন্দে কতই না অস্ফুট মধুর ধ্বনি আকাশে মিশাইত! এতদিন ঐ প্রকাণ্ড বৃক্ষ কত শত ছোট ছোট নানাবিধ কীট পতঙ্গের এক মাত্র জীবনের অবলম্বন ছিল, পথিকগণও ক্লান্তকলেবর হইয়া উহারই ছায়ায় বসিয়া শান্তিভোগ করিত। কিন্তু হায়! ঝড় উন্নতশির মহাকায় বৃক্ষকেও অব্যাহতি দিল না; বরং প্রবৃদ্ধ রোষে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল, ক্রমে এক খানা দুখানা তিনখানা করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল, মূলদেশ দৃঢ় ছিল বলিয়া বৃক্ষটী কাণ্ডমাত্রশেষ হইয়া স্পন্দহীন ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু হায় উহার শোচনীয় অবস্থা কয় জনকে শিক্ষা দান করিল?

শাখা প্রশাখাদি সম্পন্ন বড় বড় গাছের উপরই যেমন ঝড়ের আক্রমণের আধিক্য লক্ষিত হয়, হায়! সেইরূপই আবার ঐশ্বর্য্যবান ও ক্ষমতাশালী বড় বড় সংসারের উপরেও পাপ বাত্যার সরোষ আক্রমণ দেখিতে পাওয়া যায়। না জানি সে দিন কতদূর যে দিন ঐশ্বর্য্য পাপ কার্য্যের সহচর না হইয়া কেবল পুণ্য কার্য্যেই নিয়োজিত হইতে থাকিবে, যে দিন ধনীগণ আলোকস্তম্ভের ন্যায় দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে আলোক বিতরণ করিতে থাকিবে, তাহাদের পুণ্যালোকে আলোকিত হইয়া কি বালক কি বৃদ্ধ কি কিশোর, কি যুবক, কি ধনী, কি ভিখারী, নির্ব্বাণোন্মুখ স্ব স্ব মানসিক জ্যোতিকে পুনরায় পূর্ণকলায় হাসাইয়া পবিত্র মনে আহ্লাদ প্রেম শান্তি ও সুখ-সাগরে ভাসিতে থাকিবে।

আঘাতের পর যেমন তাহার প্রতিঘাত, ঝড়ের অবসানে যেমন ক্ষণকাল তরে নিস্তব্ধতা, সেইরূপ আবার পাপ কার্য্যের অবসানেও একান্তে আত্মধিক্কার, কিন্তু—হায়! সেই অনুতাপ ও আত্মধিক্কার কতক্ষণ স্থায়ী হয়?

কোনও প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন পাপ দৈত্যের আকৃতি এতদূর জঘন্য যে দৃষ্টি, মাত্রেই উহার উপর ঘৃণার উদ্রেক হয়, কিন্তু যদি সর্ব্বদাই সে পৈশাচিক মূর্ত্তি অবলোকন করা যায়, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে অভ্যাস বলে উহার সেই ঘৃণিত আকৃতিও সহ্য হইয়া

যায় এবং যতই আমরা উহার নিকট থাকি, ততই আমাদের ধর্ম্মবন্ধনী শিথিল হইতে থাকে এবং সর্ব্বশেষে আমরা উহাকে আলিঙ্গন করিতে প্রলুব্ধ হই। কিন্তু আলিঙ্গন করিলে আর রক্ষা নাই। এ জগতে কয় জন লোক একবার পাপ সাগরে ডুবিয়া অনুতাপ ও বিবেক বলে পুনরায় মস্তক উত্তোলন করিতে সক্ষম হইয়াছে? যতই পাপের সহিত মিশিতে থাকিবে, ততই পাপ তোমাকে গাঢ় আলিঙ্গন প্রদান করিবে এবং ততই তোমার আপন মনুষ্যত্ব ও বুদ্ধিবৃত্তির লোপ হইতে থাকিবে। হায়! এমন দিন কবে হবে যে দিন মোহে অন্ধ মানবাত্মা পাপ বন্ধন ছিন্ন করিয়া পরম দয়াল পরমেশ্বরের অনির্ব্বচনীয় ক্ষমতা ও মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহারই গুণ গান করিতে করিতে তাঁহার চরণে আত্ম সমর্পণ করিতে সমর্থ হইবে।

সাধনা।

১ম কল্প—গৃহত্যাগ।

"সাধনার মন্ত্র জপিব বাসনা,
দেখিব কেমন পারি কি পারি না
পুরাতে প্রাণের গভীর কামনা,
শরীর পতন করিব স্বীকার—

"জগতে পাইয়া মানব জীবন,
বিধাতা প্রদত্ত অমূল্য রতন,
যাপিব কেমনে পশুর মতন?
পারিব না ইহা প্রতিজ্ঞা আমার॥—

তরঙ্গিণীতীরসন্নিধ কাননে,
বসন্ত মারুত সেবিত বিজনে,
কতদিন হ'ল সন্ধ্যা আগমনে
বসিয়া থাকিতে দেখেছি কাহারে।—

কান্তিমতী নিশি তারার মালায়,
আপনার দেহ আপনি সাজায়,
সুধাকর পাশে প্রেম আকাঙ্খায়,
ধীর সমীরণে জাগায় ফুলেরে॥—

সেই সে মধুর সন্ধ্যার সময়,
পবিত্র অন্তরে খুলিয়া হৃদয়
পুণ্যতীর্থ শত সুকৃতিনিলয়,
করযোড় করি জনেক রমণী—

যামিনী সম্মুখে, উদ্দেশি ঈশ্বরে
মৃদু ধীর পূত মধু কণ্ঠস্বরে,
মুদিয়া নয়ন ভক্তি অশ্রু ঝরে
পূজিয়া প্রথমে, পরেতে কি জানি—

ক্ষণেকের তরে নীরব থাকিয়া
উৎসুক নয়নে তটিনী চাহিয়া
চিন্তা দনে চারু বদন ঢাকিয়া
সাহসের কণ্ঠে বলিলা কামিনী—

"সাধনার মন্ত্র জপিব বাসনা
দেখিব কেমন পারি কি পারিনা,
যদিও অভাগী বঙ্গের ললনা,
ভগবান ওহে সহায় হইও;

ভ্রূকুটী করিয়া 'সাহারা' অপার
সম্মুখে জলন্ত বালুকা কান্তার,
রতন লভিব এ আশা যাহার,
তার কিবা ভয় মরণ যদিও ?

সাগরের গর্ভে থাকে যাদোগণ,
দেখে মনে হয় নিশ্চয় মরণ,
মকুতার আশা তা বলে কখন
ত্যজিতে কি পারে সাহসী হৃদয় ?

কিন্তু এক কথা ওলো প্রবাহিনি!
চিরদিন মোর দুঃখের দুঃখিনী,
জিজ্ঞাসিব তোমা স্বরূপ কাহিনী,
দয়া করে দেবি! বলহ আমায়—

কত উষ্ণ ধারা এই নেত্র হতে,
হায় এবে কিগো নাহিক মনেতে,
মিশিয়ে গিয়াছে তোমার স্রোতেতে
চিরদিন তরে, যাহার কারণে।—

সেই জন যদি ধরার উপরে
ভাগ্যবশে মোর আজ(ও) প্রাণ ধরে,
যে সকল কথা বলেছি তোমারে;
দেখা যদি পাও ধরিয়া চরণে

'নিষ্ঠুর' বলিয়া সম্ভাষি তাঁহায়,
মনে কষ্ট কিন্তু যেন না জন্মায়,
কোন্ অপরাধে অবলা কাঁদায়,
ভাল করে তাঁরে বলিও এ কথা—

বীর নিজে তিনি মাতৃভূমি তরে
করেছেন পণ, জীবন অসারে
কণ্টকরূপিণী ভাবিছেন মোরে,
এ বড় অসহ্য মরমের ব্যথা—

আজি হতে আমি করিলাম পণ,
যায় যদি যাবে দুঃখের জীবন,
যত দিন ব্রত না হয় সাধন,
সন্ন্যাসিনী হয়ে ত্যজিব সংসার।

পট্ট বস্ত্র ছাড়ি গাছের বাকল,
মিষ্ট দ্রব্য ছাড়ি বন জাত ফল,
ত্যাগিনী হইয়া আশারে সম্বল
করিয়া ফিরিব কানন মাঝারে।

বীণা এক শুধু ধরি স্কন্ধোপরে,
ধীরে ধীরে মৃদু অঙ্গুলী প্রহারে,
নগরে নগরে ঘরে ঘরে ঘরে,
বাজায়ে গাইয়ে ফিরিব সদা।

ঈশগুণ গান পবিত্র বারতা,
বিভোরা হইয়া গাব যথা তথা,
ঘুচাব মনের নিদারুণ ব্যথা,
যন্ত্রণার কথা যাইব ভুলিয়া।

দেখিব যখন ভুধর সাগরে,
নদ নদী হ্রদ কানন কান্তারে,
সপ্তমে তুলিয়া বীণার সুতারে,
গাইব তখন ভরিয়া হৃদয়—

গাহিতে গাহিতে নাচিব তখন,
তখন করিব মন্ত্রের সাধন,
অথবা করিব শরীর পতন,
বীর-জায়া আমি কারেইবা ভয় ?

এত বলি বামা সহসা উঠিয়া
গগনের পানে চকিতে চাহিয়া,
দেখিল বিস্ময়ে অম্বর ভেদিয়া
চতুর্থী চন্দ্রমা হাসিছে সুন্দর।

জোছনা বসনা কুসুমকুন্তলা
প্রকৃতি তখন প্রণয়বিহ্বলা,
যেন কোন এক শোভনা সরলা ;
সরোবরে হাসে নলিনী নিকর॥

"চলিলাম তবে ওহে শশধর,
জীবনের তরি ভাসিল আমার,
আজি হতে কভু ফিরিবেনা আর,
না হলে সমাধা সাধনার ব্রত।"

চলিলা তখন উদাসীনী প্রায়,
বীণা করে বামা একাকিনী হায়,
ফেলিয়া পশ্চাতে সংসার মায়ার,
বীর মন্ত্র নাদ করি অবিরত।

বাহ্যবস্তুর জ্ঞানলাভ।

আমি এই প্রবন্ধটি লিখিতেছি ও আমার সম্মুখে একটি দোয়াত রহিয়াছে, একটি কলম রহিয়াছে, এক খণ্ড কাগজ রহিয়াছে, ও আরও কত কি রহিয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকটিকে বাহ্যবস্তু কহে। চক্ষু কর্ণ নাসা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা যাহা যাহা জানিতে পারি, সে সমুদয়ই বাহ্যবস্তু। একটি ফুল ফুটিয়াছে, হয়ত তুমি তাহা দেখিতেছ না, কিন্তু তাহার গন্ধ পাইতেছ। এস্থলে তুমি ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা ফুলরূপ বাহ্যবস্তুটির একটি জ্ঞান লাভ করিলে। কিন্তু ফুলের গন্ধ পাইলেই কি তৎসম্বন্ধে যাহা কিছু জানিবার আছে সব জানা হইল? ফুলটি শাদা কি রাঙ্গা জানিবার ইচ্ছা হইলে তাহা দেখা আবশ্যক ; ফুলটির আস্বাদ কিরূপ জানিবার ইচ্ছা হইলে তাহাকে জিহ্বার সংস্পর্শে আনা আবশ্যক ; ইত্যাদি। তবে বুঝিতে পারিলে যে প্রত্যেক বাহ্য বস্তুর অনেক গুন আছে, এবং একটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সে সমুদয়ের জ্ঞানলাভ অসম্ভব। এটি খুব সোজা কথা। মনে কর একটি বাদ্যযন্ত্র বাজিতেছে, ও তাহার সম্মুখে একজন বধির দাঁড়াইয়া আছে। বধির ব্যক্তি যন্ত্রটি দেখিতেছে বটে, কিন্তু তদুত্থিত সঙ্গীতের কি কিছু জানিতে পারিতেছে ?

এখন আর একটি কথা ভাল করিয়া বুঝা চাই। মনে কর তোমার সম্মুখে একটি পদার্থ রহিয়াছে। তুমি তাহা দেখিতে পাইতেছ। কিন্তু পদার্থটি শীতল কি উষ্ণ বলিতে পার? ইহা বলিতে হইলে তাহাকে স্পর্শ করা আবশ্যক। যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা স্পর্শ জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম, তাহা শরীরের সর্ব্বত্রই বিদ্যমান ; সুতরাং সেই পদার্থটিকে শরীরের কোন না কোন অংশের সংস্পর্শে না আনিলে তাহা শীতল কি উষ্ণ কখনই বলিতে পারিবে না। এই 'সংস্পর্শ' শব্দটি ভাল করিয়া মনে রাখা উচিত। ইহার অর্থ অবশ্য খুব সামান্য। সংস্পর্শ বলিলে চলিত ভাষায়

ছোঁয়া অর্থাৎ একটি পদার্থের সহিত আর একটী পদার্থ ঠেকিয়া থাকা বুঝায়। এই সংস্পর্শ ব্যতীত কোন প্রকার ইন্দ্রিয়-জ্ঞান লাভ হয় না।

বরফ কাহাকে বলে যে ব্যক্তি জানে না, ইহা শীতল কি না জানিতে হইলে একটু বরফ তাহার শরীরের সংস্পর্শে আনিতে হইবে—অর্থাৎ একটু বরফ তাহাকে ছুঁইয়া দেখিতে হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে শরীরে সর্ব্বত্রই যে স্পর্শেন্দ্রিয় বিদ্যমান রহিয়াছে, বরফটিকে সেই ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে লইয়া আসিতে হইবে। স্পর্শেন্দ্রিয় সম্বন্ধে একথাটী তত কঠিন নহে; কিন্তু অন্যান্য ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেও কি ইহা সত্য? চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা যে জ্ঞানলাভ হয় তাহাতেও কি এইরূপ সংস্পর্শ ঘটিয়া থাকে? মনে কর তুমি ঘরের ভিতরে বসিয়া আছ ও বাহিরে একটী ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। ফুলটী তুমি বেশ্ দেখিতে পাইতেছ; হয়ত তাহার গন্ধও অল্প অল্প পাইতেছ। কোথায় ফুল কোথায় তুমি, অথচ তুমি তাহা দেখিতেছ এবং তাহার গন্ধও অনুভব করিতেছ। এস্থলেও কি তোমার দর্শন ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সহিত ফুলরূপ বাহ্যবস্তুটীর সংস্পর্শ হইয়াছে?—সংস্পর্শ ব্যতীত বাহ্যবস্তুর জ্ঞান লাভ অসম্ভব। ইন্দ্রিয়গণের সহিত সংস্পর্শ না হইলে তুমি এ জগতে কিছুই দেখিতে, শুনিতে, কি ঘ্রাণ, স্পর্শ ও আস্বাদন করিতে পারিতে না।

আমরা স্পর্শের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এক্ষণে ঘ্রাণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের বিষয় বিবেচনা করা যাউক।

একটি বস্তু যেখানেই থাকুক না কেন, তুমি তাহার ঘ্রাণ পাইলেই বুঝিতে হইবে যে বস্তুটির কোন না কোন অংশ তোমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে আসিয়াছে। তুমি হয়ত বলিবে বস্তুটি কিছু আমার নাসিকার সহিত লাগিয়া নাই, তবে সংস্পর্শ হইল কেমন করিয়া?'—বস্তুটি তোমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সহিত লাগিয়া নাই সত্য, কিন্তু তথাপি সংস্পর্শ হইতেছে। সংস্পর্শ না হইলে তুমি কখনই তাহার ঘ্রাণলাভ করিতে সক্ষম হইতে না। এই সংস্পর্শ কিরূপ তাহা বলিতেছি। প্রত্যেক পদার্থ হইতে অনুক্ষণ পরমাণু সমূহ উত্থিত হইতেছে। এই সকল পরমাণু এত ক্ষুদ্র যে তুমি তাহাদিগকে দেখিতে পাইতেছ না, অথচ তাহারা বায়ু কর্ত্তৃক বাহিত হইয়া তোমার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিতেছে ও সেই পদার্থের গন্ধ কিরূপ তোমাকে জানাইয়া দিতেছে। সুতরাং যেখানকার বস্তু সেইখানেই রহিল, অথচ তাহা হইতে পরমাণু উত্থিত হইয়া তোমার নাসিকার মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে। ঠিক্ করিয়া বলিতে হইলে তুমি সমুদয় বস্তুটির ঘ্রাণ লাভ না করিয়া শুদ্ধ তাহার কতকগুলি পরমাণুর ঘ্রাণ লাভ করিতেছ। কিন্তু একটী পদার্থের ঘ্রাণ লাভ ও তাহার কতক গুলি পরমাণুর ঘ্রাণ লাভ কি একই কথা নহে? তবে

এখন বুঝিলে যে স্পর্শে যেমন সংস্পর্শ আবশ্যক, ঘ্রাণ ক্রিয়াতেও ঠিক্ তদ্রূপ। বস্তুর স্বাদ গ্রহণ সম্বন্ধেও যে এই নিয়ম তাহা বলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। শর্করা যে মিষ্ট তাহা তুমি কেমন করিয়া জানিলে? দেখিয়া না স্পর্শ করিয়া? শর্করাকে তুমি তোমার জিহ্বার সংস্পর্শে আনিয়াছ; তাই বলিতে পার যে ইহার আস্বাদ মিষ্ট।

পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রিয়গণের সহিত বাহ্য বস্তুর যেরূপ সংস্পর্শ হইয়া থাকে, দর্শন ও শ্রবণ ক্রিয়ায়ও ঠিক তদ্রূপই। কিন্তু এই শেষোক্ত ইন্দ্রিয়দ্বয় সম্বন্ধে একটু গোল আছে। আমরা এক এক করিয়া নিম্নে ইহাদের কথা বলিতেছি।

আলোকের সহিত দর্শন ক্রিয়ার কত নিকট সম্পর্ক তাহা বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন নাই। আলোক না থাকিলে জগতে কি কিছু দেখিতে পাইতে? আমরা যাহা কিছু দেখিতে পাই, হয় তাহারা স্বতঃ জ্যোতির্ম্ময়, না হয় পরের জ্যোতিতে আলোকিত। সূর্য্য ও অগ্নির নিজের জ্যোতি আছে আমরা তাহাদিগকে দেখিতে পাই। মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, প্রস্তর, ফল, ফুল লতা, ইত্যাদির নিজের জ্যোতি নাই বটে, কিন্তু তাহারা সূর্য্য অগ্নি প্রভৃতি স্বতঃ জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের জ্যোতিতে আলোকিত হইলে অনায়াসে দৃষ্ট হইয়া থাকে। দৃষ্টির প্রধান কারণ তবে আলোক। যে পদার্থ স্বতঃ জ্যোতির্ম্ময়, অথবা পরের জ্যোতিতে আলোকিত, তাহা হইতে সর্ব্বদাই রশ্মি সূত্র বিনির্গত হইয়া থাকে। একটি বস্তু যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন, তাহার দেহ হইতে সরল রেখাকৃতি সংখ্যাতীত রশ্মিসূত্র নির্গত হইয়া চারিদিকে ধাবিত হইতেছে। এই রশ্মি সূত্রগুলিই দৃষ্টির মূল কারণ। আমি দিনের বেলা লিখিতেছি ও আমার সম্মুখে দোয়াত রহিয়াছে। দোয়াতের নিজের জ্যোতি নাই বটে, কিন্তু তাহা সূর্য্যের রশ্মিতে আলোকিত। ইহা হইতে যে সংখ্যাতীত রশ্মিসূত্র নির্গত হইতেছে, তাহার কতকগুলি আমার চক্ষুতে, কতকগুলি আমার পার্শ্বে যাহারা আছেন তাঁহাদের চক্ষুতে, আসিয়া পড়িতেছে। সুতরাং রশ্মি সূত্রগুলি দর্শনেন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে আসিতেছে, এবং যে রশ্মিসূত্রগুলি আমার চক্ষুর সংস্পর্শে আসিতেছে, সে গুলি আর এক জনের চক্ষুর সংস্পর্শে কখনই আসিতে পারে না। এই কয়েকটি কথা বেশ্ করিয়া মনে করিয়া রাখ।

দর্শন ক্রিয়াতেও তবে সংস্পর্শ আছে। তুমি যে পদার্থটি দেখিতেছ, তাহা হইতে কতকগুলি রশ্মিসূত্র আসিয়া তোমার চক্ষুর উপরে পড়িতেছে। সুতরাং সেই রশ্মি সূত্রগুলির সহিত তোমার দর্শনেন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ হইতেছে। অধিকন্তু কোন বস্তু দর্শন কালে তোমার যাহাই বোধ হউক না কেন, তুমি রশ্মিসূত্র ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাও না। তুমি যে বস্তুটী দেখিতেছ মনে কর, ঠিক করিয়া বলিতে গেলে সে বস্তুটীর সহিত

তোমার কোন সম্বন্ধ নাই। তাহা হইতে বিনির্গত রশ্মিসূত্র সমূহের সহিতই তোমার দর্শন ক্রিয়ার সমুদয় সম্বন্ধ। কিন্তু এ বিষয়ে বলিবার এখনও অনেক কথা আছে। কোন শব্দ শুনিবার সময় শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত বাহ্য বস্তুর কিরূপ সংস্পর্শ হয় অগ্রে তাহা বলিব।

আপনা হইতে কোন বস্তুরই শব্দ হয় না। যেপর্য্যন্ত কোন বস্তুতে আঘাত না লাগে, ততক্ষণ তাহা হইতে শব্দ উত্থিত হওয়া একেবারে অসম্ভব। এ সম্বন্ধে অধিক উদাহরণ দিবার প্রয়োজন নাই। তোমার সম্মুখে একটি গেলাস রহিয়াছে। গেলাসটিতে টোকা দাও, তবে শব্দ হইবে। একটী বাদ্য যন্ত্র রহিয়াছে। যন্ত্রটি বাজাও, তবে তাহার শব্দ শুনিতে পাইবে। আঘাত লাগিবা মাত্র বস্তুর পরমাণু সমূহ কম্পিত হইতে থাকে। ইহার একটী সুন্দর উদাহরণ আছে। অধিক পুরু না হয় এমন একটী কাঁশার কি পিতলের বাটীর অধিকাংশ জলে পরিপূর্ণ করিয়া তাহাতে একটি টোকা মার। দেখিবে যে যেই শব্দ হইবে, অমনি বাটির জলের চারিদিকে অতীব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢেউ খেলিতে থাকিবে। আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় বাটির পরমাণু কাঁপিতে থাকে বলিয়া এই ঢেউ উৎপন্ন হয়। কিন্তু বাটির পরমাণু সমূহের প্রকম্পনে জলে যেমন ঢেউ খেলিতে থাকে, বায়ুতে ঠিক তদ্রূপ হয়। বায়ুর এই ঢেউ শব্দের একটি প্রধান কারণ। যেমন পুষ্করিণীতে একটী ঢিল ফেলিলে পুষ্করিণীর জল বৃত্তাকারে কাঁপিতে থাকে, এবং সেই বৃত্ত ক্রমশই বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে, তদ্রূপ কোন বস্তু যে কারণে হউক আঘাত প্রাপ্ত হইলে তাহার পরমাণু সমূহের প্রকম্পন বশতঃ বায়ুসাগরে চতুর্দ্দিকে বৃত্তাকারে ঢেউ উঠিতে থাকে ও সেই ঢেউ ক্রমশঃ দূরব্যাপী হইয়া পড়ে এবং আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিয়া শব্দ জ্ঞান জন্মাইয়া দেয়। তবে বুঝিলে যে শ্রবণক্রিয়াতেও সংস্পর্শ আছে। যে বস্তুটির শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, সেটি নিজে অবশ্য শ্রবণেন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে আইসে না। তাহার প্রকম্পন বশতঃ বায়ু সাগরে যে ঢেউ খেলিতে থাকে, তাহাই শুধু আমাদের ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে আইসে। যেমন দর্শন ক্রিয়াতে যে বস্তুটি আমি দেখিয়াছি মনে করি তাহার সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই, শ্রবণ ক্রিয়াতেও ঠিক্ তদ্রূপ। আমি একটি বাদ্য শব্দ শুনিতেছি। যন্ত্রের প্রকম্পনে বায়ুসাগরে যে ঢেউ উঠিতেছে, তাহারই সহিত আমার কর্ণের সম্পর্ক। সেই ঢেউ আমার কর্ণের সংস্পর্শে আসিতেছে, এবং আমি তাহাই, শুধু শুনিতেছি।

তবে দেখিলে যে ইন্দ্রিয়গণের সহিত কোন না কোন রূপ সংস্পর্শ ব্যতীত বাহ্য বস্তুর কোন প্রকার জ্ঞান লাভ একবারে অসম্ভব। এই সংস্পর্শ হইলে তাহার পরে কি হয় জানা নিতান্ত আবশ্যক। এ সম্বন্ধে বলিবার অনেক কথা রহিল।

নূতন সংবাদ।

১। টীকারীর মহারাণী পাকাবাড়ী সুদ্ধ এক খণ্ড ভূমি দান করিয়াছেন, ইহা বিক্রয় করিয়া যে লাভ হইবে তাহা পাটনার একটী হাঁসপাতালের সাহায্যার্থ প্রদত্ত হইবে।

২। পণ্ডিতা রমাবাই এক্ষণে আমেদাবাদ ভ্রমণ করিতেছেন। স্ত্রীজাতির মঙ্গলোদ্দেশে তিনি তথায় কয়েকটী বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

৩। রাজ প্রতিনিধি লর্ড রিপণ মন্ত্রিবর্গ সহ ইতিমধ্যেই সিমলা পাহাড় গমন করিয়াছেন।

৪। মুক্তিফৌজের অধ্যক্ষ মেজর টকার ধর্ম্ম প্রচার অপরাধে বোম্বের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন। ওদিকে ফৌজের প্রধান সেনাপতির কন্যা কুমারী বুথ জেনিভা নগরে ধর্ম্ম প্রচার করিতে ছিলেন, কিন্তু তত্রত্য গবর্ণমেণ্টের আদেশে তথা হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। বৌ ঠাকুরাণীর হাট—শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রণীত, মূল্য ১।০ টাকা। যশোহররাজ প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক উপন্যাস এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার রচনা সরস ও স্থানের স্থানের চিত্র অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। এতৎ পাঠে পাঠক পাঠিকাগণ সন্তোষ লাভ করিতে পারিবেন বলা বাহুল্য। কিন্তু কাব্যের ন্যায় উপন্যাস ক্ষেত্র রবীন্দ্র বাবুর প্রতিভা প্রকাশের তাদৃশ স্থল বলিয়া আমাদিগের লক্ষিত হয় না। আমরা তাঁহার কবিকলকণ্ঠ ধ্বনি শুনিতে অধিক ভাল বাসি।

২। নীতিকুসুম প্রথম ভাগ—শ্রীভবনাথ চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত, মূল্য ৶০ আনা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক বালিকাদিগেকে নীতিশিক্ষা দান পক্ষে এই পুস্তক খানি বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। ইহাতে কতক গুলি সুন্দর সুন্দর আখ্যায়িকা সংক্ষেপে ও সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। এই রূপ পুস্তক বিদ্যালয়ের পাঠ্যমধ্যে পরিগণিত হওয়া উচিত।

৩। সখা—এই নামে একখানি নূতন ধরণের মাসিক পত্রিকা প্রচারিত হইতেছে। ইহা বালকদিগের জন্য লিখিত হইতেছে এবং ইহার ভাষা ও বিষয় সকলও তদুপযোগী হইতেছে দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইয়াছি। ইহাতে অতি সুন্দর সুন্দর ছবি থাকে, ইহার কাগজ ছাপা প্রভৃতি সকলই অতি উৎকৃষ্ট। ইহাকে সম্পূর্ণরূপে ছাত্রদিগের আমোদকর ও উপকারজনক করিবার জন্য সম্পাদকের বিশেষ আগ্রহ ও যত্ন

লক্ষিত হয়। ইহার বার্ষিক মূল্য ১ টাকা মাত্র। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই পত্রের উন্নতি কামনা করি।

৪। শরীর রক্ষণ-ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি প্রণীত। শারীরিক কার্য্য, স্বাস্থ্য রক্ষার উপায় এবং গৃহচিকিৎসা ইহাতে এই সকল বিষয় সরল ভাষায় বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। গৃহচিকিৎসার অনেকগুলি মুষ্টিযোগেরও উল্লেখ আছে। এই পুস্তক খানি হইতে অন্তঃপুরিকাগণ বিশেষ উপকার লাভ করিতে পারিবেন।

৫। উৎসর্গ—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে প্রণীত, মূল্য ৶০ আনা। ইহা গত ভারতোৎসবোপলক্ষে লিখিত এবং ইহার কবিতাগুলি স্বভাবসঙ্গত ও উদ্দীপনাপূর্ণ হইয়াছে।

বামাগণের রচনা।

বাল্যবিবাহ ও অবরোধ প্রথা সম্বন্ধে সমালোচনা।

বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে অনেক দিবস যাবৎ আন্দোলন চলিতেছে, এই মঙ্গলময় আন্দোলনে অনেক সুফল ফলিয়াছে এবং অনতিদীর্ঘ কাল মধ্যেই এই কুপ্রথা দেশ হইতে বিদূরিত হইবে আশা করা যাইতে পারে।

বাল্যবিবাহের ন্যায় অনিষ্টজনক কুপ্রথা কোন সভ্যদেশেই প্রচলিত নাই, আমাদের দেশেও যে অতি পূর্ব্বকাল হইতেই বাল্যবিবাহ প্রচলিত আছে, এমত কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না; বরং তৎসময়ে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল না এরূপই প্রমাণ দৃষ্ট হয়।

পূর্ব্বকালের লোকেরা প্রথম বয়সে বিদ্যোপার্জ্জন, দ্বিতীয় বয়সে দার পরিগ্রহণ পূর্ব্বক সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন এবং তৃতীয় বয়সে ধর্ম্মকার্য্য সাধনে জীবন সমর্পণ করিতেন। কন্যাগণও পিতৃগৃহে নানা শাস্ত্র ও কলা বিদ্যাদি শিক্ষা করিয়া উপযুক্ত বয়সে বিবাহিত। হইতেন।

বাল্য বিবাহ যদ্যপিও শাস্ত্রানুমোদিত বলিয়াই অস্মদ্দেশীয় হিন্দু মাত্রের অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে এবং লোকে চক্ষের উপর শত শত সর্ব্বনাশ প্রত্যক্ষ করিয়াও শাস্ত্রের আদেশ বলিয়াই এই কুপ্রথা দেশ হইতে দূর করিতেছেন না, কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে জন কত মুনির বাক্য ভিন্ন কোন শাস্ত্রেই কন্যার বাল্য বিবাহ না দিলে পাপ বলিয়া উক্ত নাই।

জানিনা কি কুক্ষণে অঙ্গিরা মুনির মুখ হইতে এই শ্লোকটী—“অষ্টবর্ষা ভবেৎ গৌরী নববর্ষাতু রোহিণী। দশমে কন্যকা প্রোক্তা তত ঊর্দ্ধং রজস্বলা।” বাহির হইয়াছিল। এই শ্লোকটির দোহাই দিয়াই জন সমূহ বালিকা কন্যাকে বাল্য বিবাহ রাক্ষসীর মুখে প্রদান করিয়া থাকে। বশিষ্ঠ ইত্যাদি আরও কয়েকটী মুনি বাল্য বিবাহে মত দিয়াছেন বটে, কিন্তু পূর্ব্বকালে বাল্য বিবাহের দৃষ্টান্ত অতি বিরল

এবং অন্যত্র দৃষ্টি করিলে দেখা যায় যে মনু বলিয়াছেন "কামমামরণত্তিষ্ঠেদ্ গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি। নচৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ।" অর্থাৎ কন্যা ঋতুমতী হইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত বরং পিতৃগৃহে বাস করিবে তথাচ গুণহীন পাত্রে সমর্পিতা হইবেন না।

আর অঙ্গিরা কি বশিষ্ঠ যে মুনিই বল না কেন, তাঁহারাত মনুষ্য ভিন্ন কখনও দেবতা ছিলেন না, যে দেববাক্য কিরূপে লঙ্ঘন হইতে পারে? মহর্ষিগণ জ্ঞানী বলিয়াই তাঁহাদের বাক্য আদরণীয়, যদি কোন মুনি ভ্রান্ত হইয়া ভ্রম পূর্ণ মত প্রচার করিয়া গিয়া থাকেন, তবে তাহা অবশ্যই বিবেচনা শক্তিসম্পন্ন মনুষ্যের পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

এই সমস্ত শাস্ত্রের কথা উত্থাপন করা বৃথা, কেননা আধুনিক হিন্দুগণ শাস্ত্র সচ্ছন্দে অবহেলা করিতে পারেন, কিন্তু দেশাচারের বন্ধন তাঁহারা কোন প্রকারেই ছিন্ন করিতে সাহসী হয়েন না।

যদি তাঁহারা শাস্ত্রই মান্য করিবেন তবেত দশম বর্ষের ন্যূন বয়সেই কন্যা সম্প্রদান করিতে পারেন, কিন্তু অনেক স্থলে দেখা যায় কন্যাকে ত্রয়োদশ চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ক্রমেও বিবাহ দেওয়া হয়, সুতরাং বলিতে হইবে যে তাঁহারা শাস্ত্রাপেক্ষা লোকাচারের দাস।

দুঃখে ও ঘৃণায় হৃদয় দগ্ধ হইয়া যায় যে সকল শিক্ষিত ব্যক্তিগণ শাস্ত্র অমান্য করিয়া স্বচ্ছন্দে গোপনে কুক্কুট এবং গোশ্পদ সেবন করিতে পারেন; দেশের অনেক সুনিয়মও যাঁহারা নিজ সুখার্থ কুনিয়ম বলিয়া পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহারাও এই মহা পাপ শৃঙ্খলে আপনাপন শিশুসন্তানদিগকে বদ্ধন করেন।

ক্রমশঃ

২য় ভাগ ৪র্থ কল্প বামাবোধিনীর

সংখ্যানুসারে সূচিপত্র।

বৈশাখ—২০৮ সংখ্যা।

১। সাময়িক প্রসঙ্গ ... ১
২। নববর্ষ ... ৩
৩। গার্হস্থ-শিক্ষা ... ১০
৪। স্থানীয় বার্ত্তা ... ১৩
৫। সুখসম্মিলন (উপন্যাস ... ১৬
৬। আমেরিকা আবিষ্কার ... ১৮
৭। প্রকৃত দয়া ও কুমারী ল ... ২০
৮। দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণ ... ২৩
৯। সীতার বনবাস ... ২৫
১০। নূতন সংবাদ ... ২৭
১১। পুস্তক সমালোচনা ... ঐ
১২। বামাগণের রচনা ... ২৮
১৩। Windsor Castle ... ৩০

জ্যৈষ্ঠ—২০৯ সংখ্যা।

১। সাময়িক প্রসঙ্গ ... ৩৩

২। নিশীথ চিন্তা ... ৩৬
৩। সীতার বনবাস ... ৩৮
৪। অযোধ্যা ও ফৈজাবাদ ... ৪১
৫। গৃহ লক্ষ্মী ... ৪৩
৬। স্থানীয় বার্ত্তা ... ৪৭
৭। কেন মত্ত কুঞ্জতলে আমার হৃদয় নাচে (পদ্য) ... ৫০
৮। সুখনন্মিলন ... ৫১
৯। আমেরিকা আবিষ্কার ... ৫৪
১০। স্ত্রীজাতির সদ্‌গুণ বিষয়ে কথোপকথন ... ৫৭
১১। নূতন সংবাদ ... ৬২
১২। পুস্তক সমালোচনা ... ৬৩
১৩। বামাগণের রচনা (নিশীথে সুত) ৬৪

আষাঢ়—২১০ সংখ্যা।

১। সাময়িক প্রসঙ্গ ... ৬৫
২। নারী-চরিত (মেরিয়া এজওয়ার্থ) ... ৬৮
৩। গার্হস্থ্য সুখ ৭০
৪। বৈদ্যুতিক আশ্চর্য্য ঘটনা... ৭৩
৫। অশান্তির প্রস্রবণ ... ৭৬
৬। অমূল্যধন বিক্রয় ... ৮০
৭। বিষম সমস্যা ... ৮১
৮। স্ত্রীজাতির সদ্‌গুণবিষয়ে কথোপকথন ... ৮৫
৯। খোস গল্প ৮৮
১০। আমেরিকা আবিষ্কার ... ৮৯
১১। মুহূর্ত্ত (পদ্য) ... ৯২
১২। নূতন সংবাদ ... ৯৩
১৩। বামাগণের রচনা (বসন্ত উৎসব) ... ৯৫
১৪। পুস্তক সমালোচনা ... ৯৬

শ্রাবণ—২১১ সংখ্যা।

১। সাময়িক প্রসঙ্গ ... ৯৭
২। গার্হস্থ-শিক্ষা ... ১০১
৩। স্ত্রীজাতির সদ্‌গুণবিষয়ে কথোপকথন ... ১০৪
৪। সামাজিক শিষ্টাচার ... ১০৬
৫। নারী-চরিত (মনিকা) ... ১১০
৬। সেণ্ট অগস্তিনের দেশত্যাগ (পদ্য) ... ১১৬
৭। আমেরিকা আবিষ্কার ... ১১৭
৮। বৈদ্যুতিক আশ্চর্য্য ঘটনা ১১৯
৯। গার্হস্থ্য সুখ ... ১২১
১০। মধুচক্র ১২২
১১। বিজ্ঞান রহস্য ... ১২৪
১২। নূতন সংবাদ ... ১২৫
১৩। পুস্তক সমালোচনা ... ১২৬
১৪। বামাগণের রচনা ... (প্রাবৃট-বর্ণনা) ... ১২৭

ভাদ্র—২১২ সংখ্যা।

১। সাময়িক প্রসঙ্গ ... ১২৯
২। বামাবোধিনীর বিংশ ... জন্মোৎসব ... ১৩১
৩। বিবী ফ্রাই ... ১৩২
৪। প্রভাতে চাঁদের প্রতি (পদ্য) ১৩৬
৫। গার্হস্থ-শিক্ষা ... ১৩৭
৬। অনাথা ও পতিতা রমণীগণের উদ্ধার চেষ্টা ... ১৩৮

৭ । নেপোলিয়ন বোনাপার্টির মাতা ... ১৪১
৮ । ভারতে নারীহত্যা ... ১৪৩
৯ । দেশ ভ্রমণ ... ১৪৬
১০ । স্ত্রীজাতির সদগুণ বিষয়ে কথোপকথন ... ১৪৮
১১ । সুখের মিলন (পদ্য) ... ১৫২
১২ । বঙ্গমহিলা সমাজের তৃতীয় বাৎসরিক মহোৎসব ... ১৫৪
১৩ । নূতন সংবাদ ... ১৫৭
১৪ । বামাগণের রচনা (নারী-জীবনের উদ্দেশ্য) ... ঐ

আশ্বিন—২১৩ সংখ্যা ।

১ । সাময়িক প্রসঙ্গ ... ১৬১
২ । প্রকৃত শিক্ষা কি ও তাহার প্রধান সহায় কে? ... ১৬৩
৩ । নারী-চরিত্র ... ১৬৬
৪ । স্ত্রীজাতির সদ্‌গুণবিষয়ে কথোপকথন ... ১৬৮
৫ । বৈদ্যুতিক আশ্চর্য্য ঘটনা ... ১৭১
৬ । নেপোলিয়ন বোনাপার্টির মাতা ... ১৭৪
৭ । কানন-কুসুম (পদ্য) ... ১৭৬
৮ । আমি তোমাদের চাঁদ (সচিত্র) ... ১৭৮
৯ । প্রণয় ও বৈধব্য ... ১৮১
১০ । অত্যাশ্চর্য্য প্রণয়ানুরাগ ... ১৮৪
১১ । আমেরিকা আবিষ্কার... ১৮৭
১২ । নূতন সংবাদ ... ১৮৮
১৩ । পুস্তক সমালোচনা ... ১৮৯
১৪ । বামাগণের রচনা (গৃহিণী) ঐ
১৫ । A day in the country ১৯১

কার্ত্তিক—২১৪ সংখ্যা ।

১ । সাময়িক প্রসঙ্গ ... ১৯৩
২ । গার্হস্থ-শিক্ষা ... ১৯৫
৩ । স্ত্রীজাতির সদ্‌গুণবিষয়ে কথোপকথন ... ২০০
৪ । বিদ্যা ও বিনয় ... ২০৩
৫ । শ্রীনন্দগু ... ২০৫
৬ । অনুতাপের অশ্রু (পদ্য) ... ২০৭
৭ । ধূমকেতু ... ২০৮
৮ । স্ত্রীজাতির সৎকীর্ত্তি ... ২১২
৯ । দাম্পত্য প্রেমের সুন্দর ফল ... ২১৪
১০ । আমেরিকা আবিষ্কার ২১৬
১১ । মুসলমান কুলবালাগণের অবস্থার একটী চিত্র ... ২১৯
১২ । নূতন সংবাদ ... ২২১
১৩ । পুস্তকাদি সমালোচনা ২২২
১৪ । বামাগণের রচনা (মাতৃস্নেহ) ... ২২৪

অগ্রহায়ণ—২১৫ সংখ্যা ।

১ । সাময়িক প্রসঙ্গ ... ২২৫
২ । শিশু-জীবন ... ২২৮
৩ । আনা এফিন বারবল্ড... ২৩২
৪ । পতিহিতব্রতা রমণীগণ ... ২৩৫
৫ । হারাণী (উপন্যাস) ... ২৩৮
৬ । সংযুক্তা-হরণ (পদ্য) ... ২৪৩
৭ । নেপোলিয়ন বোনাপার্টির মাতা ... ২৪৫

৮। আমেরিকা আবিষ্কার ... ১৪৮
৯। ব্রহ্মাণ্ডের অসীমত্ব ... ২৫১
১০। নূতনসংবাদ ... ২৫৪
১১। বামাগণের রচনা
আশা-মরীচিকা ... ২৫৫

পৌষ— ২১৬ সংখ্যা

১। সাময়িক প্রসঙ্গ ... ২৫৮
২। নারীচরিত (ভিক্টোরিয়া) ২৫৯
৩। স্ত্রীকবি ... ২৬০
৪। আশ্চর্য্য বৈদ্যুতিক ঘটনা ২৬৪
৫। উত্তর হিমমণ্ডল আবিষ্কার ২৬৭
৬। সন্তানের উপর মাতার
প্রভাব ... ২৭০
৭। হারাণী (উপন্যাস) ... ২৭৩
৮। নিশীথচিন্তা ... ২৭৬
৯। সুনীতি ও সুরুচি ... ২৭৯
১০। একটী ক্ষুদ্র জীবনী ... ২৮৩
১১। নূতন সংবাদ ... ২৮৫
১২। পুস্তকাদি সমালোচনা ২৮৬
১৩। বামাগণের রচনা
স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা ২৮৭

মাঘ—২১৭ সংখ্যা।

১। সাময়িক প্রসঙ্গ ... ২৮৯
২। নশিরামের বিপদ ... ২৯০
৩। নিশীথচিন্তা ... ২৯৬
৪। নারীচরিত ... ২৯৯
৫। ঋষিপত্নীদ্বয়ের প্রশ্নোত্তর ৩০২
৬। সংযুক্তাহরণ ... ৩০৮
৭। সুখসম্মিলন ... ৩১০
৮। বঙ্গমহিলা সমাজের উৎসব ৩১৫
৯। বঙ্গমহিলা সমাজের
বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ ... ৩১৬
১০। নূতন সংবাদ ... ৩১৯
১১। পুস্তকাদি সমালোচনা ... ৩২০

ফাল্গুন—২১৮ সংখ্যা।

১। সাময়িক প্রসঙ্গ ... ৩২১
২। স্ত্রীজাতির সদ্‌গুণবিষয়ে
কথোপকথন ... ৩২৩
৩। বলসঞ্চয় ... ৩২৭
৪। এক খানি চিত্র ... ৩৩০
৫। আমেরিকা আবিষ্কার ... ৩৩৩
৬। নিশীথে বিহঙ্গ কণ্ঠ শ্রবণ ৩৩৫
৭। উত্তাপ ও শীত ... ৩৩৬
৮। গৃহ-শ্রী ... ৩৪০
৯। কৃষ্ণকামিনী ... ৩৪
১০। বসন্তের প্রতি শীতের
সম্ভাষণ ... ৩৪৮
১১। নূতন সংবাদ ... ৩৫০
১২। বামাগণের রচনা
চরিত্র সংগঠন ... ৩৫১

চৈত্র—২১৯ সংখ্যা।

১। সাময়িক প্রসঙ্গ ... ৩৫৩
২। স্ত্রীকবি ৩৫৫
৩। আমি তোমারই ... ৩৫৯
৪। উত্তর হিমমণ্ডল আবিষ্কার ৩৬৩
৫। নারীচরিত ৩৬৫
৬। নিশীথ চিন্তা ... ৩৬৯
৭। সাধনা ৩৭১
৮। বাহ্যবস্তুর জ্ঞানলাভ ... ৩৭৩
৯। নূতন সংবাদ ৩৭৭